শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
"ব্রতচারিণী"

পাঁচসিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণ্ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চরিত্র

পুরুষ

বিহারী মুখোপাধ্যায়	...	রামনগরের জমীদার
জ্যোতির্ম্ময়	...	ঐ পৌত্র
সুরেশ মিত্র	...	জ্যোতির্ম্ময়ের শ্বশুর
নিতাই গাঙ্গুলি	...	ইভার স্বামী
রজনী	...	ইভার মামার শ্যালক
প্রশান্ত	...	সীতার মাসতুত ভাই
ডাঃ ডাটা	...	সাহেবিভাবাপন্ন ডাক্তার
সুশীল	...	সীতার সম্পর্কীয় দাদা, রামনগরের ম্যানেজার
রাখাল	...	বিহারীর ভৃত্য
উমেশ	...	ঐ অপর ভৃত্য

কবিরাজ, ভট্টাচার্য্য, নিমন্ত্রিতগণ

স্ত্রী

ঈশানী	...	জ্যোতির্ম্ময়ের মাতা
জয়ন্তী	...	ইভার মাতা
সুশীলা	...	জয়ন্তীর দিদি
ইভা	...	বিহারীর পৌত্রী
দেবযানী	...	জ্যোতির্ম্ময়ের স্ত্রী
ক্ষেন্তু	...	পরিচারিকা
সীতা	...	জ্যোতির্ম্ময়ের বাগ্‌দত্তা

নিমন্ত্রিতাগণ

প্রথম অভিনয় রজনীর

সংগঠনকারিগণ

শিক্ষক	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
সঙ্গীত	...	(বাণী) শ্রীহেমেন্দ্র রায়
		(সুর) ডাক্তার শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত
হারমোনিয়ম বাদক	...	শ্রীচারুচন্দ্র শীল
বংশীবাদক	...	শ্রীলালমোহন ঘোষ
সঙ্গতী	...	শ্রীবনবিহারী পান
স্মারক	...	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসু
রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ	...	শ্রীরণজিৎ সেন (টুলু বাবু)
বেশকার্য্য	...	শ্রীকুঞ্জলাল রায় ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস
আলোক	...	শ্রীসুধীরচন্দ্র সুর ও শ্রীশৈলেন্দ্র দত্ত
দোয়াজিমা	...	শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়

অভিনেতৃগণ

বিহারী	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
জ্যোতি	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
সুরেশ	...	শ্রীমণি ঘোষ (এঃ)
নিতাই	...	"
রজনী	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
প্রশান্ত	...	শ্রীসুবোধ মজুমদার
চাঃ ডাটা	...	শ্রীসুবল ঘোষ

সুশীল ... শ্রীব্রজেন্দ্র সরকার

রাখাল ... শ্রীননীগোপাল মল্লিক

উমেশ ... শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কবিরাজ ... শ্রীভুজঙ্গভূষণ দে

ভট্টাচার্য্য ... শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

নিমন্ত্রিতগণ ... শ্রীআদিত্য ঘোষ, শ্রীবলাই চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুধীর সুর, শ্রীঅমূল্য হালদার, শ্রীসুধাংশু গুহ, শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়

ঈশানী ... শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী

সুশীলা ... শ্রীমতী কোহিনূরবালা

জয়ন্তী ... শ্রীমতী চারুশীলা

ইভা ... শ্রীমতী সরযূবালা

দেবযানী ... শ্রীমতী নিরুপমা

ক্ষেন্তু ... শ্রীমতী সুবাসিনী

মাধবী ... শ্রীমতী কুসুমকুমারী

সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী ... শ্রীমতী বুলা

সীতা ... শ্রীমতী নীহারবালা

নিমন্ত্রিতাগণ ... শ্রীমতী লীলাবতী, শ্রীমতী তারকবালা, শ্রীমতী পুষ্পরাণী, শ্রীমতী মুকুলমালা, শ্রীমতী লক্ষ্মী, শ্রীমতী রাণীবালা

ব্রতচারিণী

ব্রতচারিণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামনগর,—অন্তঃপুর, অলিন্দ

বিহারী ও রাখাল

বিহারী। রাখাল, রাখাল, জ্যোতিকে ডেকে দে ত।—না, থাক্। তুই বেটা এখানেই থাক্। ওখানে গিয়ে বামুনের শব ছুঁয়ে ফেলিস্ নি। জ্যোতি সবাইকে ডেকে এনেছে ত? না, আমি যাব?

রাখাল। বাবু বাবু, অস্থির হবেন না, আপনার পায়ে পড়ি।

বিহারী। অস্থির তুই আমায় দেখ্‌লি কখন? প্রকাশ যখন চলে যায় তুই বেটা ত তখন ছিলি, আমায় অস্থির হতে দেখেছিলি? বেটা নিজে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, আমায় বলে অস্থির হবেন না! আজ প্রতাপ চন্দ্র! প্রকাশ, প্রতাপ,—মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন গিন্নি। নিজে গেলেন, তাঁর প্রকাশকে নিলেন, আজ প্রতাপকেও নিচ্ছেন! ওরে ভাল করে সাজিয়ে দিচ্ছে ত? সব নিঃশব্দ কেন? হরিবোল দে, হরিবোল দে—হরিবোল, হরিবোল! তুই বেটা কান্না থামা ত। মাকে আমার দেখেছিস্? জ্যোতির মা? শ্বেত পাথরের দেবী মূর্ত্তি! দেখ্ দেখি মা আমার কেমন স্থির!

ঈশানীর প্রবেশ

ঈশানী। বাবা!

বিহারী। কি মা?

ঈশানী। ঠাকুরপোকে একবার শেষ দেখা দেখবেন চলুন।

বিহারী। শেষ দেখা কি, শেষ কার্য্য যে আমায় কত্তে হবে, আমার পিতৃ-কার্য্য। জ্যোতি, জ্যোতি!

জ্যোতির প্রবেশ

জ্যোতি। আমাদের এখন বেরুতে হবে দাদু।

বিহারী। আমিও যাব। আমাকেও শ্মশানে নিয়ে চল ভাই।—হুঁ, আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে! কে? যারা নিয়ে যাবে কথা ছিল, তারা ত আগেই চলে গেল!

রাখাল। দাদাবাবু, দাদাবাবু!

বিহারী। তুই থামবি, না, না? তোমার কথায় রাক্ষসীকে আস্‌তে লিখেছিলেম মা। এলো? ছেলে আমার জানত আসবে না, তাই বারণ করেছিল। তার শেষ কথা আমি রাখিনি, বারণ শুনিনি, আস্‌তে লিখলেম, দেখলে ত এল না! সত্যব্রত প্রতাপ আমার, কি পিতৃভক্ত! স্ত্রী-কন্যা একদিকে, পিতা একদিকে? পিতাকেই বেছে নিলে! যে কয়দিন সংসারে থেকে গেল কি ব্যথা বুকে করে নিয়ে গেল—আমি কি বুঝিনি ভাবছ? খুব বুঝেছি!

জ্যোতি। এখন এ সব কথা থাক দাদু।

বিহারী। ঠিক বলেছ ভাই,—এখন এ সব কথা থাক। সারা জীবনই ত পড়ে রইল এ কথার জন্য! সারা জীবন—ওরে কত কাল আর এ ভার বইব রে? না, বইব বইব। আমি ত বৃদ্ধ নই, আমি তোমার বড়

ভাই, জ্যোতি। ভয় কি, আমরা দু-ভায়ে এ সংসারের বোঝা বইব, এখন চল পিতৃকার্য্য করে আসি! হরিবোল হরিবোল!

সকলের প্রস্থান

মঞ্চ অন্ধকার ; পরে ধীরে ধীরে আলো ফুটিয়া উঠিলে
বোঝা গেল ভোর হইয়াছে

ইভা ও জ্যোতির প্রবেশ

জ্যোতি। চেঁচিয়ে কাঁদিসনে দিদি। আমাদের শোক ভুলতে হবে বুড়ো দাদুর জন্য। সকালের দিকে ক্লান্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন!

ইভা। একবার শেষ দেখা দেখ্‌তে পেলেম না। মা-ত আগে বিশ্বাসই কল্লেন না, আমি কেঁদে কেঁদে নিয়ে এলেম। যদি কালও আসতে পাত্তেম, একবার শেষ দেখা দেখতে পাত্তেম:

জ্যোতি। তোর নাম মুখে নিয়ে কাকু শেষ্‌ নিঃশ্বাস ফেললেন। চুপ চুপ! দিদি! বুড়োটাকে আর ঘা দিস্‌নি। একটু শান্তিতে থাকতে দে।

ইভা। বাবাকে কোথায় রেখে এসেছ বল জ্যোতিদা, সেখানকার মাটি আমি গায়ে মেখে আসি। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি আর পাচ্ছিনা, পাচ্ছিনা।

জ্যোতি। চল বোন, সেখানে বসেই দু-জনে কাঁদিগে।

প্রস্থান

ঈশানী ও জয়ন্তীর প্রবেশ

ঈশানী। একটু সামলে বোন, বাবা অসাড় হয়ে একটু চুপ করে আছেন, তাঁকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

জয়ন্তী। তাঁরই শান্তি—আর কারও শান্তি নেই! সংবাদ দিলে তোমরা, তা এমন সময়, যখন সংবাদ দেওয়া না দেওয়া সমান। উঃ!

এমন অস্বাভাবিক বাপ আমি কোথাও দেখি নি। ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন, ছেলের বৌকে মেয়েকে ছেলের কাছ থেকে তফাৎ করে রাখারই যদি মতলব ছিল ?

ঈশানী। এখন কি বোন সে কথার সময় ?

জয়ন্তী। আমার আর সময় অসময় কি ? আমি ত স্বামী থাকতেও বিধবা হয়েই ছিলেম ! আমাকে এ সংবাদ না দিলেই ত হ'ত। এমন সময়ে সংবাদ দিয়ে আমার কাটা ঘায়ে নূনের ছিট্ দেওয়া বৈ ত নয় ?

ঈশানী। একটু আস্তে বোন।

জয়ন্তী। আস্তে ? কেন ? কোন মায়ায় ? দু-দুটো ছেলের মাথা খেয়ে যে বুড়ো আজও নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারে, তার জন্যে আবার মায়া কত্তে যাব কিসের জন্যে ?

ঈশানী। তোমার এখন মাথার ঠিক নেই দিদি, চল আমার ঘরে একটু বিশ্রাম করবে। সমস্ত রাত গাড়ীতে কষ্ট গিয়েছে।

জয়ন্তী। গাড়ীতে আমার কষ্ট হয় নি, সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করে এসেছি ! আমার আবার কষ্ট কি ? যত কষ্ট ঐ একগুঁয়ে বুড়োর।

ঈশানী। আমি কি মাথা খুঁড়বো জয়া ? আমার মরণ হয় না !

জয়ন্তী। তুমি কেন মরতে যাবে ? এক-চোখো বুড়ো ত তোমা-অন্ত প্রাণ ! উঃ, শ্বশুর এমন শক্ত ভূভারতে কেউ কখন দেখে নি।

বিহারী। (নেপথ্যে) ওখানে কে চীৎকার কচ্ছে রে রাখাল ?

ঈশানী। আমার মাথা খাস ছোট বৌ, এখান থেকে চলে আয়।

দুজনের প্রস্থান

বিহারী ও রাখালের প্রবেশ

বিহারী। চুপ করে আছিস যে? কে এখানে চেঁচাচ্ছিল, কাউকে ত দেখতে পাচ্ছিনে।

রাখাল। আজ্ঞে, ছোটবৌদি, খুকুমণি এসেছেন!

বিহারী। হুঁ! এসেছেন! বড় বৌমাকে ডেকে নিয়ে আয়।

ঈশানীর প্রবেশ

ঐ ডাইনীটাকে আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিতে বারণ করিনি মা?

ঈশানী। (পায়ে পড়িয়া) বাবা, ইভা—

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। ইভার জন্য তোমার ওকালতি কত্তে হবেনা দিদি। ডেকেছিলে, তাই এসেছিলেম, নইলে এতদিন যদি ইভার এ-বাড়ীতে না এসে কেটে থাকে, বাকী জীবনও কেটে যাবে।

বিহারী। রাখাল, এ বাড়ীর সবাইকে চুপ কত্তে বলে দে। তুই না পারিস্ দারোয়ানকে বলে, বাইরের লোকগুলোকে এখনি এ-বাড়ী ছেড়ে যেতে বলে দে।

প্রস্থান

রাখাল। ছোটমা, কেন এ সময় চটাচটি কত্তে গেলেন্?

জয়ন্তী। এবাড়ীর চাকর-বাকরও দেখ্‌ছি উপদেশ দিতে পণ্ডিত! তোকে যা বলা হয়েছে তাই কর। আমরা বাইরের লোক আমাদের শীগ্‌গির বাড়ী ছাড়বার ব্যবস্থা করে দে। আমার সরকারকে গাড়ী ঠিক্ করে আনতে বল। তুই না পারিস্ দারোয়ানকে ডেকে দে।

রাখাল। কার শাপে এ সংসারে এ পাপ ঢুকলো কে বলবে?

প্রস্থান

ঈশানী। ছোট বৌ একটু স্থির হ, আজকের দিনটা কাটতে দে। ওঁর কি মাথার ঠিক আছে। আর আমাদেরই সইতে হবে বোন—আমরা স্ত্রীলোক!

জয়ন্তী। সে তোমার শিক্ষা, আমার নয়। একচোখো বিচার আমি সইতে পারিনা। ইভা, ইভা! দেখ দেখি, পাপ মেয়েটা আবার কোথায় গেল? ও'টাই হয়েছে আমার আপদ। গেল, তা ওটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই আমি মুক্ত হতেম।

ইভা ও জ্যোতির প্রবেশ

কোথায় গিয়েছিলি পোড়ামুখি? "চল, চল, রামনগরে চল।" এখন চল রামনগর! ঘাড়ধাক্কা না খেতে চাসত শীগ্‌গির সরকারকে ডেকে এই পুরী থেকে চল বেরিয়ে পড়ি।

জ্যোতি। দাদু বুঝি চটে-মটে কিছু বলেছেন?

ইভা। তাই দাদু আমায় দেখে ছুটে অন্যদিকে পালিয়ে গেলেন।

জয়ন্তী। হ্যাঁ, তোমার ভয়ে! এখন চল, এদের ভয়ের কারণ হয়ে এবাড়ীতে আমাদের থাকবার প্রয়োজন নেই। জ্যোতি বাবা, আমার যদি ভাল কত্তে চাও, শীগ্‌গির ষ্টেশনে যাবার জন্য একখানা গাড়ী ঠিক করে আমাদের সরকারকে সংবাদ দাও।

জ্যোতি। কাকীমা—

জয়ন্তী। তোমার কাকীমাকে ত তুমি জান, তার আর কিছু থাক আর না থাক, আত্ম-সম্মান বোধ আছে।

ঈশানী। বাবা জ্যোতি তাই কর, ওদের একখানা গাড়ী ঠিক করে দে। কিন্তু বোন মেয়েদের আত্ম-সম্মান তার পরিবারকেই আশ্রয় ক'রে। পুরুষদের স্বাতন্ত্র্য আছে কিন্তু মেয়েদের তা নেই—তার কারণ পুত্র-

কস্তারা—এই জ্যোতি, এই ইভা! যাক্ এই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্কে আমি পেরে উঠব না। তুমি এখন যাচ্ছ যাও, কিন্তু যখনি তোমার ইচ্ছা হবে তোমার নিজের ঘরে, ইভার বাপের ঘরে ফিরে আসতে এতটুকু দ্বিধা করো না। বাবার আজকে যেরূপ দেখ্‌লে সেইরূপই তাঁর আসল রূপ নয়—দুদিন এখানে থেকে গেলেই বুঝতে পারে।

জয়ন্তী। তা যখন ভিক্ষা করবার দরকার হবে তখন এসে মহাপুরুষের স্বরূপ দর্শন করে যাব।

ঈশানী। ষাট্ ষাট্, আপনার ঘরে কেউ ভিক্ষে করতে আসে?

জয়ন্তী। আপনার ঘর থেকে কেউ বিতাড়িতও হয় না।

জ্যোতি। কাকীমা—না, তর্কে ফল নেই। আপনি যখন কিছুতেই থাকবেন না—তখন চলুন, আমিই আপনাদের ষ্টেশনে পৌঁছে দি।

ইভা। হ্যাঁ দাদা, আমাদের শীগ্‌গির এখান থেকে বিদেয় কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামনগর—শ্রীধরের মন্দির-সম্মুখ

সীতা ও ঈশানী

সীতা ভজন গাহিতেছিল

ঈশানী। মা আমার এমন গাইতেও পার? ঘরের লক্ষ্মী আমার, তুমি এসে এ নিরানন্দ পুরীতে হাসি ফুটিয়েছ মা। আঘাতের উপর আঘাত! বাবাকে এবার আর তুলতেই পাত্তেম না যদি তোমায় না পাওয়া যেত। সুশীলবাবু তোমার কে হন না বলছিলে?

সীতা। আমার দাদা সম্পর্ক। আমার ছেলেবেলা সুশীলদা, প্রশান্তদা, এঁরা সব আমাদের কলকাতার বাসায় থেকে পড়াশুনা কত্তেন।

ঈশানী। তোমার মা মারা যেতে তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা একবার আমাদের বাড়ী এসেছিলেন, তোমার মনে পড়ে মা?

সীতা। পড়ে।

ঈশানী। তখন আমাদের পরিপূর্ণ সংসার! সেবারেই তোমায় আমি আমার কাছেই রেখে দিতে চেয়েছিলেম, বিনয়বাবুও রাজি ছিলেন, তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে থাকতে রাজি হলে না!

সীতা। (কাঁদিতে লাগিল) সেই বাবাও আজ আমার নেই মা, আমার কেউ নেই।

ঈশানী। আমরা আছি মা—আমি আছি, বাবা রয়েছেন, শ্রীধর রয়েছেন। তোমারি ত সব মা, এই সব। দেখ্‌ছ না, বাবা তোমায় কত ভালবাসেন—ঘুরে ফিরে তোমাকেই দেখতে, তোমার সঙ্গে কথা

কইতে ছুঁতো খুঁজে বেড়ান? উপযুক্ত দুই দুই পুত্রশোক তাঁর তুমি ভুলিয়ে দিয়েছ মা। আমার তুমি কি তা জান? তুমি আমার স্বর্গগত স্বামীর দান, আমার স্বর্গগত স্বামীর বন্ধুর দান! তুমি আমাদের সকলের মাথার মণি! এস মা এস আমার বুকে এস (বুকে লইলেন)। এভাবে তোমাকে বুকে ধরে শ্রীধরের পায়ের তলায় কেবলি বসে থাক্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে! শোনাও মা শ্রীধরকে একখানা ভজন শোনাও।

সীতার গান

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই।
জাকে সির মৌর মুকুট মেরো পতি সোহি

সীতা গান আরম্ভ করিতে বিহারী ও সুশীলের প্রবেশ
সীতা গান থামাইল

বিহারী। থামলি কেন দিদি, থামলি কেন? শোনা শোনা, শ্রীধরকে ভজন শোনা। তোর ভজন গানে শ্রীধর আমার তুষ্ট হবেন।

সীতার গান

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই।
জাকে সির মৌর মুকুট মেরো পতি সোহি
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল হোই॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোই।
অবতো বাত ফৈল এই জানৈ সব কোই॥
সন্তনসঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই।
ছাড় দই কুলকি কান ক্যা করেগা কোই॥
অঁসুঅন জল সিঁচ সিঁচ প্রেমবীজ বোই।
মীরা প্রভু লগন লাগি জো হোয় সো হোই॥

বিহারী। বাঃ বাঃ! দেখছ সুশীল, বাবা আমার কি রকম রত্ন চিনত? কোথায় লুকিয়ে ছিলি দিদি এত দিন? ব্যথার সমুদ্রমন্থনে কি আজ উঠে এলি, সুধাভাণ্ড হাতে করে? হ্যাঁ সুশীল, দিদিকে আমার সম্পূর্ণ ঋণ-মুক্ত করে এনেছ ত? দিদি, আর কোনও ঋণের কথা তোমার মনে পড়ে কি?

সীতা। আমরা ত অনেকেরই কাছে চিরঋণী দাদু, সে ঋণ ত শোধ হবার নয়।

বিহারী। তোরই উপযুক্ত কথা দিদি। যে ঋণ শোধ হবার নয়, তার কথা আমি বল্‌ছি না দিদি; যা শোধ করা যেতে পারে তার ত কিছু বাকী নেই রে?

সীতা। আমি যতদূর জানি বাবার কাছে প্রাপ্য টাকা সুশীলদা' সব শোধ করে এসেছেন। প্রশান্তদা'ও আগে কিছু কিছু শোধ করেছিলেন।

বিহারী। প্রশান্ত কে সুশীল?

সুশীল। সীতার মাস্‌তুত ভাই। সে ত সীতাকে নিয়ে যাবার জন্যে হাজির, এদিকে আমি গিয়েছি আপনার দিক থেকে—

বিহারী। দুজনে বুঝি টানাটানি? (হাস্য)

সুশীল। শুধু দুজন? বিনয় কাকা হঠাৎ মারা গেলেন, নিরাশ্রয় মেয়ে—ওকে বুকে করে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন প্রণবের মা—সীতার প্রতিবেশী—মস্ত ধনী। তিনিও সীতাকে তাঁর প্রণবের জন্য একেবারে স্থির করে ফেলেছিলেন আর কি? তিনিই কি ছাড়তে চান?

বিহারী। সেকালের হলে দিদির একটা স্বয়ম্বর সভা হত। আমি বৃদ্ধ ভীষ্ম সেখানে গিয়ে আমার দাদুর জন্য সীতা দিদিকে জয় করে নিয়ে আসতেম! হাঁ হাঁ হাঁ! তার পর? তোমারি বুঝি জয় হলো?

সুশীল। আমার কোথায়? জয় হল বিনয় কাকার অন্তিম ইচ্ছার। সে কথা শুনে প্রশান্ত শান্ত হল, প্রণবের মা অশ্রু মোচন কল্লেন, আমি দিদিকে মাথায় করে নিয়ে এলাম।

বিহারী। এসে ঠকিস্ নি দিদি! দাদুকে আমার দেখিস্‌নি ত? আর দাদুকে আমার পছন্দ না হয় আমাকে তোর পছন্দ হবেই। না রে? দেখ দেখ, দিদি আমার লজ্জায় নুয়ে গেছে কেমন। কি ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে বলছিলে না?

সুশীল। সীতা? ও ত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দিয়ে বৃত্তি পেয়েছে।

বিহারী। তাই নাকি? তাহ'লে ওকে জ্যোতির সঙ্গে এবার কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে কলেজে ভর্ত্তি করে দেবো। ভয় নেই মা, ছোট বৌটার মত ও হবে না। সে ত অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। ওকে দেখ্‌ছ না, কি রকম নুয়েছে। বিদ্যা বিনয়ং দদাতি, এই ত বিদ্যা। তাতে দেশী বিলেতী নেই এই ত আমার বিশ্বাস। যাক্, তোমরা শ্রীধরকে গান শোনাচ্ছিলে, আমি এসে বাধা দিলুম, তোমরা শোনাও। আমাকে ত সুশীল কাজ কর্ম্ম না দেখিয়ে ছাড়বে না, আমি যাই।

সুশীল সহ প্রস্থান

ঈশানী। দেখ্‌লে মা, তুমি এই শোকাতুর বৃদ্ধের মনে নূতন জীবন সঞ্চার করেছ। যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের জন্য দুঃখ ত রয়েছেই, কিন্তু মা, যে জীবন আসছে সেদিক থেকে মুখ ফেরালে আমাদের চলবে না। আমাকে দেখ, আমিও হাস্‌ছি। তুমিও হাস মা, তোমার হাসিতে এই গৃহের সকল অন্ধকার দূর হয়ে যাক্।

তৃতীয় দৃশ্য

সুরেশবাবুর পড়িবার ঘর—সন্ধ্যা রাত্রি

সুরেশ ও রজনীকান্ত

রজনী। সুরেশবাবু আপনি আমাকে আপনাদের বেহ্মজ্ঞানী করে নাও,—

সুরেশ। কেন বল দেখি ?

রজনী। দেখুন না, বেহ্মজ্ঞানী নই বলে জ্যোতি ওরা আজ আমায় বায়স্কোপে নিয়ে গেল না। তোমার মেয়েকে নিয়ে গেল ; আমার বেলা বল্লে গাড়ীতে যায়গা নেই।

সুরেশ। দেবী আজও বায়স্কোপে গেল ?

রজনী। আজ কি, প্রায় রোজই ত যায়। ইভাকে জ্যোতি বায়স্কোপে নিয়ে যায়—যাক। বড়লোক দাদা। কিন্তু ইভার মা আমাকে কিছুতেই সঙ্গে যেতে দেবে না—কিছুতেই না। জয়ন্তী দিদি !—জয়ন্তী দিদি না ছাই ! দিদির ননদ আবার দিদি ? আর দিদি বলতে ইচ্ছা হয় না। জান সুরেশবাবু, আমায় সে দেখতেও পারে না। কেন ? সেও তার দাদার বাড়ীতে থাকে আমিও আমার দিদির বাড়ীতে থাকি। সেও শ্বশুর বাড়ী থাকে না—আমিও শ্বশুর বাড়ী থাকি না।

সুরেশ। খুব রেগেছ দেখছি তুমি !

রজনী। রাগবোনা ? গাড়ীতে যায়গা ছিল, তবু বল্লে যায়গা হবে না, দেবযানী যাবে। দেবযানী গেলেও যায়গা ছিল। আর দেবযানী

বেশী হ'ল? কেন? তোমাদের বেহ্মজ্ঞানীদের মেয়ে বলে? ও-বাড়ীতে দেখেছি বেহ্মজ্ঞানীদের বেশী খাতির। আমায় বেহ্মজ্ঞানী করে নাও সুরেশবাবু।

সুরেশ। তুমি ও-বাড়ীতে থাক কেন? তোমাদের বাড়ী নেই? তোমার বাবার বাড়ী?

রজনী। বাবার আবার বাড়ী কোথা? সব শ্বশুর বাড়ী। তা বুঝি জান না? বাবার একুশটে কি বাইশটে শ্বশুরবাড়ী ছিল। ঠিক মনে নেই, গুণে বলতে পারি। পাবনায়—ময়মনসিংহে—বরিশালে—সে একদিন তোমায় দেখাব, আমার কাছে লেখা কাগজ আছে।

সুরেশ। ও, তাই নাকি?

রজনী। আমারও ত চারটে বিয়ে হয়েছিল সুরেশবাবু। তিনটে মরে গেছে—একটা পালিয়ে গেছে—আপনার স্ত্রী বাড়ী নেই ত সুরেশবাবু?

সুরেশ। কেন বল দেখি?

রজনী। তিনি আমায় বৌ-পালিয়ে যাবার কথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছেন। বল্লেন, 'অশ্লীল'।

সুরেশ। হ্যাঁ, কাউকে বল না।

রজনী। কাউকে ত বলি না, তোমায় বল্লুম্। তুমি আমায় ভালবাস আমি বুঝতে পারি। দেখ, গাঁজা একেবারে ছাড়্তে পারিনি। তবে খুব কম খাই। আর পাইও না। জামাইবাবু, দিদি, বড় বকেন। জয়ন্তী দিদিও বকে—তবে তাকে আমি কেয়ার করি না। আমায় 'বেহ্মজ্ঞানী' করে নাও, গাঁজা খাওয়াও চলে যাবে, বায়স্কোপও দেখতে পাব। আচ্ছা 'বেহ্মজ্ঞানীদের আর কি কি করতে হয়?

সুরেশ। ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া বড় কঠিন বাপু।

রজনী। হ্যাঁ, কঠিন বৈকি? তাহলে কেউ 'হিন্দু' ছেড়ে 'বেহ্ম' হত কিনা? পূজো নেই, আচ্চা নেই, উপোস নেই, কাপাস্ নেই, পৈতে নেই, সন্ধ্যা নেই—বাপ-মা মরলে হবিষ্যি নেই—শক্ত কোনখানটায় হ'ল? কেবল লম্বা দাড়ি রাখ—আর চোখ বোজ। না হয় গাঁজাটা আস্‌টা খেতে পাবে না, এই ত? ডাক্তারের মত নিয়ে আফিং খেতে পাবে ত! থিয়েটার দেখ না; বায়স্কোপ দেখ ত? আচ্ছা সুরেশবাবু, থিয়েটার দেখ না কেন তোমরা? কত ঠাকুর দেব্‌তার কথা হয় সেখানে। বায়স্কোপে ত্ খালি চুমো—আর চুমো—এঃ হেঃ, আবার একটা 'অশ্লীল' কথা বলে ফেল্লেম সুরেশবাবু। তা—তোমায় বলছি বায়স্কোপের মেয়েগুলো যত বেহায়া, থিয়েটারের মেয়েগুলো তত নয়। আর যা 'পরে সব নাচে, তুমি যদি দেখতে, তুমি দেখতে পাত্তে না। আমরা দেখি—আমরা ত তত ভালমানুষ নই। তুমি এত ভালমানুষ, কোথায় ভচ্চায্যিগিরি করবে তা না বেহ্মজ্ঞানী হ'লে। হেসোনা, আমি জানি কেন তুমি বেহ্মজ্ঞানী হয়েছ। তোমার পরিবার তোমাকে ঠকিয়ে বেহ্ম করেছে।

সুরেশ। নারে পাগল আমিই তাঁকে ব্রাহ্ম করেছি। হিন্দুমতেই আমাদের বিবাহ। বিবাহের পরে আমরা দুজনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই। কিন্তু দীক্ষিতই হয়েছি শুধু—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'ল কই?

রজনী। সে আবার কি ক'রে হয়?

সুরেশ। সে যে কি করে হয় তাও কি জান্‌তে পেরেছি বাবা?

রজনী। জানতে পাল্লে ওতেও একটা পাশ দিতে পাত্তে, না? কত পাশ ত তুমি দিয়েছ শুনতে পাই। জ্যোতির গুরুমশাই তুমি, আমি জানি। জ্যোতিকে বায়স্কোপে যেতে বারণ করে দিও ত।

আর যদি যায় আমায় নিয়ে যেতে বলে দিও। তোমার মেয়েকে বেটা-ছেলের মত ওদের সঙ্গে কেন যে যেতে দাও বুঝতে পারি না। তোমাদের বেশ মজা, সায়েবদের মত। ছেলে মেয়ে সমান। বেটা-ছেলেদের মত অত লেখাপড়া শিখে—তারপর, 'সাধ' কি করে খায়। আঁতুড়ে কি করে যায় জানতে ইচ্ছে হয়।

মাধবীর প্রবেশ

মাধবী। কী সব ছাই ভস্ম কথা হচ্ছে? এসব কুরুচিপূর্ণ কথা কইতে তুমিও ত ওকে বেশ প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছ!

রজনী। আমাদের পাড়াগেঁয়ে মুখ—শুধরে উঠতে পারিনে ঠাকরুণ!

মাধবী। তুমি আমাকে ঠাকরুণ ব'লনা ত। ও-রকম পৌত্তলিক সম্বোধন আমার ভাল লাগে না।

রজনী। ঠাকরুণ বলব না ত কি বলব?

মাধবী। কি বলবে? কি বলবে বলে দাও না তুমি। অত পুঁথি ত ঘাঁট। আর না হয় বাংলা না বলতে পার মিসেস্ মিত্র বলে আমায় ডেকো।

সুরেশ। ঠাকরুণের শুদ্ধ বাংলা "দেবী"।

রজনী। ও সুরেশবাবু, সে ত তোমার মেয়ের নাম!

মাধবী। তা ত বটেই। আর ওটাও ভাল নয়—শুনলেই মনে হয় মাটীর মূর্ত্তি—ছিঃ। খুকীকেও ও-নামে ডাকতে তোমায় কত বারণ করেছি, তুমি ত কিছুতেই শোধরালে না।

সুরেশ। তোমার কথা মানব ভাবি, মাধু, কিন্তু ভুল হয়ে যায়, পারি না।

রজনী। ঠিক আমার গাঁজা-খাওয়ার মত, তোমার কথা মানব ভাবি সুরেশবাবু, পারি না।

মাধবী। চুপ কর রজনী।

সুরেশ। তা এবার থেকে 'দেবযানী'ই ডাকব।

রজনী। তা' দেবযানীও ত ঠাকুর দেবতার নাম, আমি যাত্রায় শুনেছি।

সুরেশ। না ঠিক ঠাকুর-দেবতার নাম নয়; তবে পৌরাণিক নাম।

মাধবী। পৌরাণিক? তবে যে শুনেছিলাম বৌদ্ধ নাম।

সুরেশ। কেন তুমি রবিবাবুর "কচ ও দেবযানী" পড়নি?

রজনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কচ, কচ। যাত্রায় শুনেছি কচকে কচ্‌কচ্‌ করে কেটে বেশ করে রেঁধে—দেবযানীর বাপকে—তার নামটা করব না, অশ্লীল, মিস্ মিত্র চটে যাবেন্।

মাধবী। মিস্ মিত্র নয়; মিসেস্ মিত্র। মিস্ মিত্র হ'ল খুকী।

রজনী। আমি ঠাকরুণ গুলিয়ে ফেলব—দুর ছাই আবার 'ঠাক্‌রুণ' বেরিয়ে পড়ল!—যাক্‌গে সেই বাপকে ত খাইয়ে দিলে। তারপর—

মাধবী। রাখ তোমার যাত্রার গল্প। তা কখন তোমার রবিবাবুর কাবিতা পড়ি' বলত? তোমার মত আনাড়ীকে নিয়ে যাকে ঘর কত্তে হয়—তার আবার রবিবাবুর কবিতা পড়া! ব্রহ্মসঙ্গীতখানা একটু নাড়াচাড়া করবার সময় পাই না—তা রবিবাবুর কবিতা! এমন বেভুল মানুষ তুমি। আচ্ছা তুমি জ্যোতিকে ইউনিভার্সিটি থেকে বিলেত যাবার জন্যে 'স্কলারশিপ' যোগাড় করে দিচ্ছ—এ কথাটা পর্য্যন্ত আমায় বলতে ভুলে গেছ! মিসেস্ চক্রবর্ত্তী আমায় যখন বল্লেন—আমি ত আকাশ্ থেকে পড়লেম। দেখ দেখি সে কথাটা আগে বল্লে সেদিন কি আর জ্যোতির কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়? বিলেত যাবে? তাহলে ত সব গণ্ডগোল চুকেই গেল!

সুরেশ। কিছুই গণ্ডগোল চোকেনি, মাধু।

মাধবী। তোমার কোনও গণ্ডগোল কোনও দিন চুকবেনা—আমি জানি।

তুমি শুধু চুপ করে থেকো। হ্যাঁ, রজু খুকীর সম্বন্ধে জ্যোতিকে তোমায় যা বলতে বলেছিলেম তাকে বলেছিলে ত ?

রজনী। হ্যাঁ, বলবে! আমায় বায়স্কোপে নিয়ে গেলনা, বলবে! তুমি বলো, ইভার মাকে বলতে বলো। আমি কখন বলব? নিয়ে যেত সঙ্গে—তুজনকে দেখিয়ে বলতে পাত্তেম্, 'তুজনে কেমন মানায়'।

স্থরেশ। তুমি ও-সব কোরোনা রজনী। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মাধু। এ সব কি কচ্ছ? জ্যোতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহ হ'তে পারে না। আমি ভেবে দেখেছি, জ্যোতির বিলেত যাওয়াও হতে পারে না।

মাধবী। মাথা আমার খারাপ হয়নি—হয়েছে তোমার! তোমাকে আর ভেবে দেখতে হ'বে না। তুমি ভাবনা থামাও। লেখাপড়ায় ভাল, সুস্থ, সুন্দর ছেলে, বিলেত যাবার স্কলারশিপ্ পাচ্ছে—তার ওপর শুনেছি মস্ত জমীদারীর মালিক হবে—তার সঙ্গে দেবযানীর বিয়ে হ'তে পারে না—হতে পারে এই রজনীর সঙ্গে—না?

রজনী। কি যে তুমি বল মিস্—

মাধবী। মিস্ না, মিসেস্।

রজনী। কি যে তুমি বল মিসেস্—রাগলে তোমার মাথার ঠিক থাকে না। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোমাদের খুকী হয় মরবে, না হয় পালিয়ে যাবে—ওঃ আবার অশ্লীল হ'ল বুঝি ছাই।

স্থরেশ। আগে ত তোমারও মত ছিল না মাধু?

মাধবী। আমি কি আগে জেনেছি অত? জমিদার?

স্থরেশ। আমি জানতেম; কিন্তু অত ভাবিনি। এখন ভেবে দেখেছি, জমীদার বলেই ওর পক্ষে বিলেত যাওয়া, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা তুইই শক্ত। আমি সংবাদ নিয়েছি ওর বৃদ্ধ ঠাকুরদা আর বিধবা মা

অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী; তাঁদের সম্মতি জ্যোতি কিছুতেই পাবে না—আর তাঁদের বিনা অনুমতিতে এ বিবাহ হ'লে সুখের হবে না।

মাধবী। না হবেনা। তুমি একেবারে ঠিক জেনে রেখে দিয়েছ। ঘরের এক ছেলে, তাকে ফেলে দেবে? তোমাদের মত এই ভীরুরাই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির পথে বাধা। একজন জমীদার ব্রাহ্ম হ'লে কত সদনুষ্ঠানের পথ হ'ল, ভাব ত? ব্রহ্মানন্দের আদর্শ মনে করে দেখ। কুচবিহারে, ময়ূরভঞ্জে তিনি বয়সের নিয়ম না মেনেও—মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কেন? না—সমাজের পুষ্টির জন্য। আর তুমি তোমার পুঁথির গাদার মধ্যে বসে ভাবছ সেকেলে বুড়ো আর অশিক্ষিতা এক বিধবার মনের কথা। থাক্‌গে এই নিয়ে তোমার সঙ্গে এখন তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। সব ভবিতব্য। রজনী, বাবা, এই নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে কিছু আলোচনা করো না কিন্তু।

রজনী। এই নিয়ে আমাদের বাড়ীতে ঘোঁট হ'তে বাকী আছে কি না? জামাইবাবুতে আর তার জয়ন্তীদিদিতে ত প্রায়ই কথা হয়। জয়ন্তীদিদি ত পাল্লে আজই জ্যোতিকে বিলেত পাঠায়। কি জান, বুড়ো শ্বশুর জয়ন্তীদিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিনা, তাই যত রাগ তার শ্বশুরের ওপর।

নেপথ্যে জয়ন্তী। মিসেস্ মিত্র রয়েছেন?

মাধবী। জয়ন্তী। চুপ্ ক'র রজনী। আসুন, আসুন।

প্রস্থান

রজনী। জ্যোতিকে বেহ্মজ্ঞানী করে নাও সুরেশবাবু। আর বেহ্মজ্ঞানী হ'তে বাকীই বা কি? ঠাকুর-দেবতা কিছুই ত মানে না। জামাই-বাবুও মানে না। জ্ঞান একদিনও কালীঘাটে কিম্বা গঙ্গানাইতে যায় না। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে যাই—কি জানি।

সুরেশ। কিসের ভয় রজনী ?

রজনী। কি জানি কিসের ভয়। তবে ভয় ভয় করে।

জয়ন্তীকে লইয়া মাধবীর প্রবেশ

জয়ন্তী। নমস্কার প্রফেসর্ মিত্র। বেশ আলাপীটি পেয়েছেন। আপনি যেমন পণ্ডিত ও তেমন মূর্খ। মিসেস্ মিত্রও ওকে প্রশ্রয় দেন বোধ হয়।

রজনী। তুমি ছাড়া সবাই আমাকে ভালবাসে। তোমার আমি কি করেছি, আমার পেছনে লাগতে এস ? তোমার জন্যে আজ আমার বায়স্কোপে যাওয়া হ'ল না।

জয়ন্তী। হ্যাঁ, সত্যি, আপনি গেলেন না মিসেস্ মিত্র, জ্যোতিদের সঙ্গে ?

মাধবী। না আমি আর যেতে পাল্লেম কই ? সমাজপাড়াতে ক'দিন 'বাইবেল' পাঠ হচ্ছে, আমার সেখানে না থাকলে চলে না। দেবযানী গিয়েছে।

জয়ন্তী। গিয়েছে ? হ্যাঁ, তাই জ্যোতিকে বলে দিয়েছিলেম। ন'টা বাজল না ? ফিরতে দেরী হচ্ছে যেন। তা হবেই ত, ওরা ভাই বোন তার ওপর দেবযানী, তিনজনে মিললে কি আর রক্ষে আছে ! খালি হাসি। হয় ত মার্কেটে কিম্বা গার্ডেনেই বেরিয়ে পড়ল। মিষ্টার মিটার আপনাকে মেনি থ্যাঙ্ক্স্। জ্যোতির কাছে শুনেছি— আপনার চেষ্টাতেই ওর স্কলারশিপ্ পাবার সম্ভাবনা হয়েছে। নইলে ওর ঠাকুর্দ্দা যে কঞ্জুষ ওর বিলেত যাওয়াই হ'ত না। আপনাকে কি করে যে ও কৃতজ্ঞতা জানাবে তা'ত ও ভেবেই পায় না।

রজনী। কেন সুরেশবাবুর মেয়ে দেবযানীকে বিয়ে করে ফেল্লেই পারে।

জয়ন্তী। চুপ রজনী।

রজনী। চুপ কেন ঠাক্‌রুণ? তোমাদের সকলেরই ত ওই ইচ্ছে। এ কি রকম বিয়ের সম্বন্ধ বাপু? ক'নে দেখবে, ছেলে দেখবে, সোজা কথাবার্ত্তা হবে, তা নয় খালি পায়তারা কষা হ'চ্ছে। সুরেশবাবু তুমিই মুস্কিলে পড়েছ দেখতে পাচ্ছি।

জয়ন্তী। ভদ্রসমাজে কথা বলতে শেখনি অশিক্ষিত বর্ব্বর। যাও এখান থেকে।

রজনী। তোমার কথায় যাবনি। ইনি—মিসেস্, যদি বলেন তবে যাব।

সুরেশ। চল, রজনী, বাইরে জোছনায়, একটু বেড়াইগে।

রজনী। চল, এনারা শলা করুক। কিন্তু কোলকাতায় তোমাদের আবার জোছনা কোথায়? পুন্নিমে না অমাবস্যে না বলে দিলে কার সাধ্য বোঝে।

সুরেশ ও রজনীর প্রস্থান

জয়ন্তী। কথাটা যখন অমনি উঠল মিসেস্ মিত্র, তখন আপনাকে আর না বলে পারিনে, ছেলে ত আমার 'দেবযানী' বলতে পাগল। আপনাদের কাছে কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছে না। কারণ প্রফেসর মিত্রের ভাব যেন ও-কিছু অনুকূল মনে করে না। আমার কাছেও ত তাই বোধ হ'ল।

মাধবী। তা হওয়া ত অসঙ্গত নয় ইভার মা। উনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। আপনারা শিক্ষা পেয়েও এখনও ত হিন্দুয়ানীর গণ্ডী ছাড়াতে পারেন নি। আর, আচারবিচার কিছু না মানলেও সে গণ্ডী আপনারা ছাড়তে পারবেন বলেও উনি মনে করেন না, তাই—ওঁর ও-বিষয়ে উৎসাহ নেই। নইলে ওঁর ছাত্রদের মধ্যে উনি যে জ্যোতির পক্ষপাতী সবচেয়ে বেশী একথা ত আপনারা ভাল রকমই জানেন।

জয়ন্তী। আমরা যাই করি, ছেলে আমাদের সব কত্তে প্রস্তুত আছে। আজকালকার ছেলে, ওদের মর‍্যাল্ কারেজ্ কত!

মাধবী। দেবযানীর দিকটাও ত আমাদের ভাবতে হ'বে। ওর মন—

জয়ন্তী। নিশ্চয়। ওর মন ত দেখতে হবে আগে। তবে মন জিনিষটা কিছু কিছু তৈরী করা যায়—এই কথাটা তোমায় কি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে দিদি? দেখো; ছেলের আমার বিয়ের কথা হতেই আপনাকে 'তুমি' আর 'দিদি' বলে ফেল্লেম।

মাধবী। তাতে কি হয়েছে? তাতে কি হয়েছে? ওরা এল বুঝি, নীচে শব্দ পাচ্ছি যেন।

হাসির এবং চটির শব্দ করিতে করিতে দেবযানী,
ইভা ও পশ্চাতে জ্যোতির প্রবেশ

দেবযানী। Splendid! জ্যোতিবাবু, এর মত ছবি আমি দেখিনি। আপনাদের World's sweet-heart Mary Pickford কে হারিয়ে দিয়েছে। Splendid!

ইভা। দেবযানীদিদি তোমাকে Clara Bowতে পেয়েছে দেখ্ছি!

দেবযানী। সত্যি ভাই। It! নামকি? It!

জয়ন্তী। It কিরে?

দেবযানী। It…It. ওর কোন মানে করা যায় না। অনির্ব্বচনীয়। কি বলব? মাসীমা, মা তোমরা কেউ গেলে না—দেখ্তে Clara Bow কি রকম অভিনয় করেছে। ইভা—তুমি ভাই টেবিলের উপর শুয়ে পা'টা একবার নাচিয়ে দেখাও ত।

ইভা। সে ভাই আমি পারব না। আমি একজন itless It.

দেবযানী। হ'লনা pair মিলল কই? হ'বে we are a pair of itless Its আর একজন itless ত আসেন নি।

দেবযানী। কারণ আছে নাকি জ্যোতিবাবু ?

জ্যোতি। কারণ যে নেই সেকথা আমি খুলে বলব। সভাসমাজের রীতি আমার জানা নেই মিস্ মিত্র। তবে আমি আপনার বাবাকে জানি। তাঁর কাছে অকপটে সব কথা বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই। আপনি এবং আপনার বাবা যদি আমাকে অযোগ্য মনে না করেন তবে, তবে—

রজনী। তবে, তবে আবার কি ? জ্যোতিবাবু এ বাড়ীর জামাই হতে পারেন।

ইভা। চুপ করুন রজনীমামা।

রজনী। আমি তোর মামা হলেম কিসে ? আমি তোর কেউ নই। মামার শালা পিসের ভাই—তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

দেবযানী। রজনীবাবুকে থামতে বলুন বাবা।

সুরেশ। রজনী—বাবা—

রজনী। তুমি বলছ, সুরেশবাবু, আচ্ছা থামলেম। তা বলে সবাই তোমরা থেমে থেক না। যাহয় কথা পাকা করে ফেল। আমি বরং জয়ন্তী দিদিকে আর ঠাকরুণকে, না না মিসেস্ কে ডেকে দিই। কোথায় গো ?

প্রস্থান

দেবযানী। এ অন্যায়। না না এ কি ? আমায় আগে—

সুরেশ। দেবী, জ্যোতি, আমি সব বুঝতে পেরেছিলেম। কিন্তু জ্যোতি তোমার পেছনে যে বড় বেশী টান পড়বে বাবা।

ইভা। আমিও দাদাকে সেই কথাই বলছিলেম সুরেশবাবু।

সুরেশ। বলবেই ত বুদ্ধিমতী মা আমার।

জ্যোতি। আপনারা যদি আমায় আশীর্ব্বাদ করেন, সবাই যদি অনুমতি

দেন, আমি কালই দেশে গিয়ে মাকে আমার সব কথা বলে তাঁর অনুমতি, দাদুর পায়ে ধরে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসব।

দেবযানী। আমায়—আমি—

ইভা। তোমায়—তুমি—It—Clara Bow—Splendid!—এসব ছবির কথা সুরেশবাবু, আপনি বুঝতে পার্ব্বেন না। আসুন না মা'দের ডেকে নিয়ে আসি।

সুরেশকে টানিয়া প্রস্থান

দেবযানী। (জ্যোতির হাত ধরিয়া) My! My Rudoluph Valentino! Splendid!

রজনীর প্রবেশ

রজনী। ব্যস্ ঐ থিয়েটার পর্য্যন্ত—বায়স্কোপে উঠনা, সবাই ওরা আসছেন।

চতুর্থ দৃশ্য

রামনগর জমীদার বাড়ীর অন্দর

রাখাল ও ক্ষেন্তি ঝি

রাখাল। ওরে ক্ষেন্ত আমায় এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াতে পারিস?

ক্ষেন্ত। এ বাবুয়ানি সখটুকু আবার হ'ল কবে থেকে? চিরকাল ত পরের তামাক সেজে এলে।

রাখাল। তাইত আজ জানতে ইচ্ছে কচ্ছে পরের সাজা তামাক খেতে কেমন। দেনা এক ছিলিম সেজে।

ক্ষেন্ত। তা রাখালদা' সময় থাকলে দিতুম এক ছিলিম সেজে। কিন্তু কোথায় তোমার হুঁকো, কোথায় তোমার কল্‌কে, সে খুঁজতে গেলে আমার আর এ বেলায় কাজ সারা হবে না।

রাখাল। বড় কুঁড়ে হয়েছিস্ তুই। আগেই বা কি কাজ কত্তিস্, এখন সীতা দিদিমণি আসতে ত সব পেনসিল পাচ্ছিস।

ক্ষেন্ত। না, আমাদের কাজ থাকবে কেন? যত কাজ তোমার! সারাক্ষণ কত্তাবাবুকে তামাক ধরিয়ে দেওয়া আর কত্তাবাবু কত্তাবাবু করে মোসাহেবী করা!

রাখাল। হাঁরে, মোসাহেবী করা বৈ কি? বুড়োর বুকটায় কি ঝড় বইছে সে এই আর এক বুড়ো বোঝে। সীতা দিমিমণি আসতেই যা একটু আমি ছুটি পাচ্ছি। কয়দিন দাদাবাবু এসেছে, খালি আমার সঙ্গে শল্লা হচ্ছে বিয়ের কি হবে, কাকে কাকে বল্‌তে হবে এই সব।

থাকে থাকে একটা বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস! কার কাজ কে কচ্চে! প্রকাশ! প্রতাপ! নাম দুটি হয়েছে যেন জপমালা! আমি কি বুঝি বল? অত বড় জমীদার মাঝে মাঝে হয়ে যায় যেন ছোট ছেলেটি। আমি গয়লার ছেলে, কি করি ভেবে পাইনে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে কিন্তু কাঁদতেও ভয় পাই।

ক্ষেন্ত। তাই বলে এখনি কেঁদে ফেলনা রাখালদা'।

রাখাল। (চোখ মুছিয়া) নারে, কাঁদব না। কাঁদতে চাই না, তবু কি রকম পানসে চ'খ আপনি জল গড়িয়ে পড়ে। কয়দিন বুড়োকে একটু হালকা দেখেছিলুম, আজ একটা চিঠি পেয়ে আবার কি রকম যেন হয়ে গিয়েছে। তামাক পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে তবু রাখালকে ফের তামাক দিতে ত গালমন্দ করে না। একবার যেন জ্যোতিকে ডেকে দিতে বল্লে, তাই একবার এদিক পানে এলুম দাদাবাবুর খোঁজে। দাদাবাবু কোথারে?

ক্ষেন্ত। দাদাবাবু কোথা আমি কি ক'রে জানবো?

রাখাল। দাদাবাবু কোথা তোরা জানিস্‌নে? দুপুর বেলা ভেতরে আসেন না? তোরা ঠিক জানিস, তোদের যে আড়িপাতা রোগ!

ক্ষেন্ত। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। আড়িপাতা কি গো? একি মাগ ভাতার? বিয়েই হ'ল না, ওমা, কি ঘেন্না!

রাখাল। তা, হ্যাঁ, না—তা বিয়ে ত হয়নি বটে! বিয়ে না হলে পরিবারকে নিয়ে কেমন করে ঘর কত্তে হয়রে?

ক্ষেন্ত। মিন্‌সের ঢং দেখ। বিয়ে না হলে পরিবার হ'ল কি ক'রে?

রাখাল। আচ্ছা সীতা দিদিমণি দাদাবাবুকে দেখে ঘোম্‌টা দেয়?

ক্ষেন্ত। হ্যাঁ, দুজনে দেখা হয় কি না। দাদাবাবু ত এবারে বাইরে বাইরে

থাকেন। ওমা এ যে দাদাবাবু আস্‌ছেন, আর কোন দিন ত দেখিনি। আমি পালাই রাখালদা'।

প্রস্থান

রাখাল। পালাবি না ত কি? তোর যেমন বুদ্ধি, বাইরে থাকেন! আরে বিয়েই না হয় করিনি বরযাত্র ত গিয়েছি।

জ্যোতির প্রবেশ

জ্যোতি। কার সঙ্গে কথা কইছিলে রাখালদা?

রাখাল। ক্ষেন্তকে তোমার কথা জিজ্ঞেস কচ্ছিলুম দাদাবাবু।

জ্যোতি। আমার কথা, কেন?

রাখাল। কর্ত্তাবাবু তোমায় একবার খুঁজছিলেন।

জ্যোতি। আমায়? কেন?

রাখাল। কেন আমি কি করে জানবো?

জ্যোতি। আমায়? হ্যাঁ, তা আমারও একটা কথা ছিল, তা দেখ্‌লুম ঘুমুচ্ছেন—আমি লিখেই জানাব—না চল, আচ্ছা, তা' পরে না হয়—

রাখাল। পরে লিখবে কেন? চলো না। উনি ঘুমুচ্ছেন না, ঝিমুচ্ছেন। অমন ঝিমোন।

বিহারী। (নেপথ্যে) ওরে রাখালে রাখালে! বেটা নবাব, ডেকে পাওয়া যায় না। (প্রবেশ করিয়া) এই যে এখানে রয়েছ রাজপুত্র! তা', ও, দাদু! তোমাকেই খুঁজছিলেম। দেখদেখি এইমাত্র তোমার একটি তার এসেছে (টেলি দিলেন) রাখাল বেটাকে ত ডেকে ডেকে পাইনে—

রাখাল। এজ্ঞে, দাদাবাবুকেই খুঁজতেই এখানে—

বিহারী। থাম তুই। কি দাদু কোত্থেকে কি তার এল?

জ্যোতি। আজ্ঞে কলকাতা থেকে। আমার একটা বৃত্তি পাওয়া নিয়ে University থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

বিহারী। বৃত্তি পেয়েছ? কত টাকা?

জ্যোতি। আজ্ঞে কত টাকা তা এখনো ঠিক হয়নি। আর আমিও পাব কি না তাও ঠিক নেই।

বিহারী। তবে গিয়ে কি করবে?

জ্যোতি। আজ্ঞে গেলে ঠিক হবে।

বিহারী। গেলে ঠিক হবে, মানে কি? আবার একটা পরীক্ষা দিতে হবে না কি?

জ্যোতি। না পরীক্ষা আর দিতে হবে না, তবে সম্মতি দিতে হবে।

বিহারী। কিসের সম্মতি?

জ্যোতি। আজ্ঞে, বিদেশে যাবার।

বিহারী। বিদেশে মানে, বিলেত? কি, চুপ করে রইলে যে? কথার উত্তর দিতে পাচ্ছ না কেন জ্যোতি?

জ্যোতি। বিজ্ঞান শিক্ষার এমন সুযোগ—একবার ভেবেছিলেম—

বিহারী। জ্যোতি! তাই বল, একবার ভেবেছিলে শুধু! একি কখনো হতে পারে? একটা বেনামা চিঠিও আমি আজ পেয়েছি এই কথা তাতে লেখা। চিঠি পেয়ে ভেবেছি একি হতে পারে? হিন্দুঘরের ব্রাহ্মণের ছেলে তুমি, বিধবা মায়ের সন্তান, বুড়ো ঠাকুরদাদার চোখের তারা—আমার বংশের দুলাল, আমার শ্রাদ্ধাধিকারী, তোমার দ্বারা কি এমন কাজ হতে পারে দাদা? তাই বল শুধু একবার ভেবেছিলে—

জ্যোতি। University থেকে আমায় পাঠাবার কথা হচ্ছে বিজ্ঞান শিখবার—

বিহারী। চুলোয় যাক্ তোমার University। যে ছেলে ভাল হবে তাকেই যে বিলেত পাঠাতে হবে এমন কোন কথা থাকতে পারে না। তোমার যদি যাবার ইচ্ছা হয় ত আমার অনুমতি কোন দিন পাবে না তা জেনে রেখে দি'ও। তোমার উপরে আমার কতটা আশা ভরসা আছে তা কি তুমি জাননা জ্যোতি? আমি সব শোক—সব দুঃখ ভুলে গেছি দাদু—শুধ্ তোর দিকে চেয়ে, তোকে নিয়ে আমি সব ভুলেছি।

জ্যোতি। দাদু আমায় মাপ করুন। আমি যাব না।

বিহারী। হ্যাঁ তাই মনে রেখে দিয়ো ভাই। মনে রেখো তুমি ছাড়া এ বুড়োর আর কেউ নেই। মনে রেখো আমার পিণ্ড তোমায় দিতে হবে, মুখ-অগ্নি তোমায় কত্তে হবে, আর আমার কেউ নেই। যাও দাদা, আর আমার কথা নেই—

জ্যোতির প্রস্থান

জ্যোতি নাকি বেহ্ম হবে, বেহ্মজ্ঞানীর মেয়ে বিয়ে করবে! বিলেত যাবে? মিছে কথা, মিছে কথা, কোন শত্রুর লেখা চিঠি। আমার সন্দেহ হচ্ছে এ চিঠি আর কারও নয় এ সে ডাইনী বেটীর। যাক্‌গে আমি বিশ্বাস কচ্ছি নে। আয় চ তামাক দিবি।

উভয়ের প্রস্থান

ঈশানী ও সীতার প্রবেশ

সীতা। দুপুর বেলা উঠে এলে যে বড়মা?

ঈশানী। ঘুম তেমন হচ্ছিল না। তার ওপর ক্ষমা বুঝি বাসন পত্তর নিয়ে যাচ্ছিল, আছাড় খেয়েই বা পড়ে থাকবে, শব্দে চমকে উঠেছি মা। উঠেই যেন বাবার গলার শব্দ পেলুম—

সীতা। তিনিও ত দুপুর বেলায় না ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একটু

কাজ সেরে আস্‌তে দেরী হয়েছে, আর তোমরা যা খুসী কচ্ছ। শরীর যেন তোমাদের নয়, আমার।

ঈশানী। আমাদেরই শরীর আছে তোমার আর শরীর নেই। না হয় যাচ্ছি আবার শুতে। তুমি চল না হয় আমার ঘরে একটু জিরুবে।

সীতা। চলুন।

জ্যোতিকে আসিতে দেখিয়া

না মা আমি যাই, দাদুকে আগে ঘুম পাড়িয়ে আসিগে।

ঈশানী। তা ছুটছ কেন? ওঃ, জ্যোতি আস্‌ছে তাই? বেশত ওকে দেখে তোমার ছুটে পালানোর ত দরকার নেই মা, আমি শুধু ওর একার মা নই, তোমারও মা।

জ্যোতির প্রবেশ

জ্যোতি। তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা ছিল মা!—সে সব কথা আর কাউকে শুনানোর আমার ইচ্ছা নেই—গোপনীয় কথা।

ঈশানী। এমন কিছু গোপনীয় কথা থাকতে পারে না জ্যোতি, যা সীতার সামনে বলা চলে না। তুমি অসঙ্কোচে তোমার কথা বল।

জ্যোতি। না মা, হতে পারে—সীতার সামনে তোমার গোপন কথা কিছু না থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমার এমন কথাও থাকতে পারে যা অসঙ্কোচে তোমাকেই বলতে পারি আর কাউকে বলতে পারিনে।

সীতার প্রস্থান

ঈশানী। এমন কি গোপনীয় কথা আছে জ্যোতি, যা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পারে না?

জ্যোতি। তোমরা যে কেন পরের মেয়ে সীতাকে ঘরে এনে রেখেছ, আর কেন যে তার বিয়ে দিচ্ছ না, আমি ত তা বুঝতে পারছি না। আমার আশায় যদি তার বিয়ে দিয়ে না থাক, তবে ভুল করেছ, কারণ আমি তাকে কখনই বিয়ে করতে পারব না।

ঈশানী। তুই কি বলছিস জ্যোতি, তোর কথা আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। যা বলবি স্পষ্ট করে খুলে বল।

জ্যোতি। ভাল করেই ত বলেছি মা, সীতাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

ঈশানী। কেন তাকে বিয়ে কত্তে পারবি না, তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছিস কি?

জ্যোতি। কিছু না মা,—সে জন্যে যে আমি বিয়ে করব না তাতো না। তুমি তো জানো আমি দাদুর সামনে মোটে কথা বলতে পারি না— তোমায় বলছি তুমি কথাটা দাদুকে বলো।

ঈশানী। আমি পারব না জ্যোতি—একথা আমি তার সামনে মুখে আনতে পারব না। তুমি নিশ্চয় শুনেছো—তিনি—আমার স্বর্গগত স্বামী, তাঁর বাপকে যা বলে গেছেন মৃত্যুসময়ে—তিনি সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্ব্বেন। তুমি, জানো, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন! বাবা জানেন, মৃতের প্রতিজ্ঞা তাঁকে রাখতেই হবে। আমার কথা বলবে? আমিও সেই আদেশ পালন কত্তে—

জ্যোতি। সীতার বিয়ের জন্য তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না মা। তোমরা 'অনুমতি দাও, আমি পাত্র ঠিক করে দিচ্ছি। আমাদের নিখিলেশ এবারে Scholarship পেয়েছে, যাতে সে সীতাকে বিয়ে করে আমি তার চেষ্টা করব। আমি কোন কারণে বিয়ে করতে পারবো না, মা; আমায় এজন্য মাপ কর!

ঈশানী। কিন্তু আমি যদি জানতে চাই কোন কারণে তুই সীতাকে বিয়ে করতে চাস না, তা কি আমায় জানাতে পারবি না জ্যোতি ?

জ্যোতি। বলব মা, সমস্ত কথাই আমি তোমায় বলব। তোমার কাছে কখনও কোন কথা গোপন করিনি—আজও করব না। আমি তোমার অভাগা সন্তান—তোমাদেরও সুখী করতে পারবো না, নিজেও সুখী হতে পারবো না। সীতাকে আমি বিয়ে কত্তে পারবো না, তার কারণ—কারণ—

ঈশানী। কারণ কি বল। সব কথা খুলে বল। আমি তোর মা—আমার কাছে কিছু লুকোসনি বাবা। আর কাউকেও ভাল বেসেছিস ?

জ্যোতি। মিথ্যা কথা বলতে কখনো শিক্ষা দাওনি মা, তোমার ছেলে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি। বেসেছি—সত্যই ভালবেসেছি—আমাদের কলেজের প্রফেসারের মেয়ে। তিনিই আমার বিলেত যাবার Scholarship যোগাড় করে দিচ্ছিলেন।

ঈশানী। বিলেত যাবার ?

জ্যোতি। হ্যাঁ, মা, নইলে 'দেবযানী'কে পাবার আমার কোন আশা নেই। কিন্তু সে দিকেও আমার ব্যর্থতা—দাদু কিছুতেই আমায় বিলেত যাবার অনুমতি দেবেন না। তাঁকে আমি বলতে বাধ্য হলেম আমি যাব না। এখন আমি যে কি করব, আমি নিজেই জানি না, কলকাতায়ও কি করে মুখ দেখাব জানি না। সেখানে Scholarship-এর কথাবার্ত্তার জন্য একবার যেতে জরুরি তার এসেছে। আজই একবার গিয়ে তাদের বলে আসব Scholarshipএ আমার প্রয়োজন নেই। তার পর দুই চক্ষু যেদিকে যায় চলে যাব।

ঈশানী। জ্যোতি!

জ্যোতি। মা!

ঈশানী। আমায় আর কোন কথা বলিস নে বাবা। আমার সকল আশার শেষ হয়েছে, বেশ বুঝেছি—আমার সামনে জেগে আছে নিকষ-কালো অন্ধকার। নারায়ণ! আমায় একি কঠিন পরীক্ষায় ফেল্‌লে দয়াময়!

জ্যোতি। নারায়ণ কি কত্তে পারে মা?

ঈশানী। ওকথা বলো না বাবা। আমি ভাল লোকের মুখে শুনেছি, মানুষকে যখন প্রবৃত্তি টেনে নিয়ে চলে তখন নারায়ণই তাকে নিবৃত্তির মুখে নিয়ে আসেন। উচ্চ শিক্ষা পেয়েছ বাবা, কিন্তু নারায়ণকে বাদ দিয়েছে এই শিক্ষা—তাই ত মায়ের বুক থেকে ছেলেকে কেড়ে নেয়, বৃদ্ধ ঠাকুরদার একমাত্র অবলম্বনকে বাবা—

জ্যোতি। মা, পায়ের ধূলো দাও। আর দেরী করতে পারবো না। আজকের ট্রেণে গিয়েই Scholarshipটার হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

মায়ের পদধূলি লইয়া প্রস্থান

ঈশানী। (বসিয়া পড়িয়া জোড়হস্তে) ঠাকুর! নিজের জন্য কোনদিন কিছু প্রার্থনা করিনি,—জ্যোতির জন্য তোমার কাছে নিত্য প্রার্থনা করি। আজও তার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা কচ্ছি ঠাকুর, তার মনকে ফেরাও, তাকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দিয়ো না, তাকে সংযত রাখো। ঠাকুর, এতকাল তার দীর্ঘ-জীবনই কামনা করে এসেছি, তার লেখা-পড়ার কামনা করেছি—তার ধর্ম্মের জন্য ত প্রার্থনা করিনি দেবতা—আজ সেই প্রার্থনাই যে করছি। দয়াময়! তাকে তার মায়ের বুক

হতে ছিনিয়ে নিয়ো না, তাকে ভাসিয়ে দিয়ো না। সে তোমার ভক্তের বংশধর, সে যদি ভেসে যায়, সে যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়—তাহলে তোমারই যে পূজা হবে না নারায়ণ।

কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল

সীতার প্রবেশ

সীতা। মা, মা! একি হ'লো?

ঈশানী। ওরে আমার জন্মদুঃখিনী সীতা! কেন তোকে এই অভাগীর কোলে নিয়ে এলুম? এ অযোধ্যা কি রাম-হারা হ'ল রে?

পঞ্চম দৃশ্য

কলিকাতা—ইভার মামার বাড়ী

জয়ন্তী, জ্যোতির্ম্ময় ও ইভা

জয়ন্তী। আমি ত জানতেমই বাবা যে বুড়ো তোমায় বিলেত যেতে মত দেবে না। পাড়াগেঁয়ে সেকেলে বুড়োর দল ত সব পেছন ফিরে মুখ করেই বসে আছে! কিন্তু দিদি, তোমার মা? তাঁরও কি ছেলের মুখ চাওয়া উচিত ছিল না?

জ্যোতি। মা যে নিরুপায়, কাকীমা। বাবা নাকি শেষ সময়ে বিনয় কাকার মেয়ে সীতার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। বিনয়কাকা আজ নেই—তাই সীতাকে দাদু একেবারে বাড়ীতে এনে রেখেছেন! আমি না হয় বিলেত নাই গেলাম—দেবযানী তোমাদের বৌ নাই হল, জীবন না হয় আমার দুঃখেই কাটল! কিন্তু মাকে, দাদুকেও ত আমি সুখী করতে পারবো না, সীতাকে ত আমি কিছুতেই বিয়ে কত্তে পারবো না!

ইভা। সীতাকে তুমি দেখেছ দাদা? সীতা দেখতে কেমন?

জ্যোতি। সীতাকে দেখিনি বলা চলেনা, কিন্তু সে দেখতে কেমন তা বল্‌তে পারি না। তার দিকে চেয়ে দেখবার মত মনের অবস্থা কি আমার বোন! তুই হাসছিস? আমার মত অবস্থা যেন তোর না হয়।

ইভা। তা হবে না দাদা। বিলেত যাবার যদি কখনো আমার সুযোগ হয়, মা নিশ্চয়ই অমত করবেন না।

জয়ন্তী। ফাজ্‌লামো রাখ ত ইভা। এখন কি করবে তুমি ভেবেছ জ্যোতি?

জ্যোতি। কি করবো জানি না।

জয়ন্তী। ওদের একবার বলে আসতে হবে ত?

জ্যোতি। ওদের বাড়ীতে যাবার আমার মুখ নেই কাকীমা। সুরেশ বাবুর সঙ্গে কলেজে দেখা করে সব কথা তাঁকে বলে এসেছি।

জয়ন্তী। কি বল্লেন তিনি?

জ্যোতি। কিছুই বল্লেন না, শুধু বল্লেন আচ্ছা। কিন্তু সেই স্বল্পভাষী লোকটির ছোট্ট একটি আচ্ছা কথায় আমি যতদূর তিরস্কৃত হয়েছি তা আর কখনো হইনি। আমি আর তাঁর মুখের দিকে চাইতে পাল্লুম না, ছুটে পালিয়ে এলুম।

জয়ন্তী। তুমি যে সীতাকে কিছুতেই বিয়ে কত্তে পারবে না, একথা ত ঠিক?

জ্যোতি। তাতে সন্দেহ মাত্র নেই কাকীমা।

জয়ন্তী। তাহলে তোমার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কটা কিরকম হবে, ভাবতে পার জ্যোতি?

ইভা। ওঁর আর কি? ঘরের ছেলে ঘরেই থাকবেন। আমি ভাব্‌ছি সীতার কথা। ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ। বেচারা ত শুনলুম পিতৃ-মাতৃহীনা, তার ওপর একজনের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে এসে জুটলো, প্রত্যাখ্যান!

জয়ন্তী। হ্যাঁ, সেই অশিক্ষিত মেয়েটার তোমার মত আই, এ, পড়া বিদ্যে আছে কি না, অত ভাবতে পারে কি না? তার একটা ভাল দেখে বিয়ে রামনগর জমিদার বাড়ীর টাকায় হয়ে যাবে এখন!

জ্যোতি। না কাকীমা, অত সহজ কথা নয়। সীতা ত এখন শুধু সীতা

নয়, আমার বাবার প্রতিশ্রুতির গৌরবে সে এখন মহীয়সী হ'য়ে উঠেছে। তার জন্য আমাকে বলি দিতেও রামনগর এখন পশ্চাৎপদ হবে না!

জয়ন্তী। যত মড়ার কথা আর জরার খেয়ালেই ত সমাজটা চলেছে।

জ্যোতি। চলেছে আর বলো না কাকীমা, দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে তুনিয়া চলে যাচ্ছে, আমরা দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছি আমরাও চলেছি, তবে সেটা যে উল্টো দিকে সে খেয়ালটুকু পর্য্যন্ত নেই।

ইভা। দাদা, অতীতকে ত আর ফুস্‌ মন্তরে উড়িয়ে দিতে পারবে না? অতীত থেকেই আমাদের এই দেহের বোঝা। এই বোঝাটাকে ফেলে আকাশে উড়তে ইচ্ছে কল্লেই ত আর ওড়া যায় না? বোঝা-টাকে নিয়ে কি করে ওড়া যায় সে সাধনাটাই কত্তে হয়। অতীত সব দেশের সব জাতিরই আছে। তারা অতীতকে নিয়েই চলেছে, অতীতকে চাল-কুমড়ি করে ডিঙ্গি মেরে হাওয়ায় উড়ছে না।

জয়ন্তী। কলেজ-পড়া মেয়ে, তর্ক তুই কত্তে পারিস আমরা মেনে নিচ্ছি, একটু থাম বাপু।

ইভা। তুমি মেনে নিচ্ছ, দাদা কি মেনে নিচ্ছেন? জ্যাঠামশায়ের শেষ সময়ের ইচ্ছামত সীতাকে কি উনি বিয়ে করবেন?

জয়ন্তী। তোমার সে কথা আমিও মানছি নে গো পণ্ডিতমশায়। তর্কে তুমি তবে খুব পণ্ডিত, এইটুকু শুধু মানছি—এইবার থামো। তোমায় আমি বলি জ্যোতি, তুমি যদি ঐশ্বর্য্যের লোভ না কর, তাহলে পেছু চেয়ো না। তুমি নিজে জান, তুমি কিছু পাপকার্য্য কত্তে যাচ্ছ না। এতে যাঁরা দুঃখ পাবেন তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতার দোষে দুঃখ পাবেন, তোমার দোষে নয়। তুমি দেবযানীকে বিয়ে কর, বিলেত যাও—অবশ্যই জমীদারীর লোভ তোমাকে ছাড়তে হবে।

ইভা। দাদা ছাড়তে পারেন কিন্তু কন্যাপক্ষ ছাড়বেন কি ?

জ্যোতি। সব তাঁদের আমি খুলে বলবো।

ইভা। সব কথা জেনেই তাঁরা রাজি হবেন কি ?

জয়ন্তী। রাজি না হয় জ্যোতির বয়ে গেল।

নেপথ্যে রজনী। এস মিস্, এই যে এখানে জ্যোতিবাবু রয়েছেন।

দেবযানীর সহিত রজনীর প্রবেশ

ইভা। (উঠিয়া) আসুন আসুন।

জয়ন্তী। এস মা, বস।

দেবযানী। জ্যোতিবাবু, আপনি কলেজে বাবাকে কি বলে এলেন, কৈ আমাদের সঙ্গে বাড়ীতে ত একবার দেখা করে এলেন না ?

জয়ন্তী। ও মনে করে তোমাদের কাছে দেখাবার ওর মুখ নেই।

দেবযানী। বাবার কাছে শুনলুম আপনি ত সে কথা বলেন নি। আপনি আপনার দাদুর, আপনার মা'র সম্মতি পান নি এই মাত্র। হয় ত আপনি আপনার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে কথা শুনে মাও অসম্মত হয়েছেন, বাবাও ইতস্তত কচ্ছেন। কিন্তু আমার বাবার আর মার মত এবং আপনার দাদুর আর মার মতই কি শুধু এখানে দেখ্‌তে হবে—কাকীমা ?

জয়ন্তী। নিশ্চয়ই না। আমি জ্যোতিকে সেই কথাই বোঝাচ্ছিলেম।

দেবযানী। আমি ত চটেমটে বাবাকে বল্লেম যে তুমি গিয়ে বলে এসো ইউনিভার্সিটিতে, দরকার নেই আমাদের স্কলারশিপের, আমরা দুজনে খেটে খেয়ে seventh heaven গড়ে তুলতে পারি কিনা দেখে নেব। এরই মধ্যে Seventh Heavenএর কথা ভুলে গেলেন ? কত কথা ত সেদিন বল্লেন।

জ্যোতি। মিস্ মিত্র আমি আপনার অযোগ্য।

দেবযানী। সে বিচার করবে ভবিষ্যত ইতিহাস। ইভা ভাই, বড় বেহায়ার মত কথা কইছি, না? কিন্তু কুসংস্কারেই জয় হবে এ আমি সইতে পারি না। কিন্তু না—ওঃ।

রজনী। বলতে বলতে কি আবার ভুলে গেলে মিস্? নিচের সাহেব বাবুটিকে ডেকে দেব কি?

ইভা। সাহেব বাবুটি কে?

দেবযানী। ডাক্তার ডাটা। মার শরীর একটু খারাপ, উনি দেখ্‌তে এসেছিলেন এমন সময় বাবা এসে উপস্থিত। আমি ডাক্তার বাবুকে ধরে তার গাড়ীতেই এখানে এসেছি—তা এসেছি, তা জ্যোতিবাবু হয়তো তেমন আমাকে—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা!

জ্যোতি। লজ্জা আমার মিস্ মিত্তির। আপনি যদি আমার সমস্ত অবস্থা জেনেও—আমাকে—

রজনী। সমস্ত অবস্থা জেনেও যদি আমাকে—তবে ত আর কথাই থাকে না।

দেবযানী। (জ্যোতির হাত ধরিয়া) আপনি আসুন, সমস্ত ভীরুতা জয় করুন। আসুন, কাকীমার আশীর্ব্বাদ আমরা আগে নিই। উনি শুনেছি বিদ্রোহীনী, আমরাও আজ দুই বিদ্রোহী সন্তান ওঁরি পায়ের ধূলা আগে মাথাই নিই।

রজনী। (ইভাকে) দূর মেয়েটা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছিস। শাঁখ বাজা শাঁখ বাজা। শাঁখ আর কোথায় মিল্‌বে এই মেলচ্ছের বাড়ী!

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

রামনগর জমীদার বাড়ী—ঠাকুর দালানের সম্মুখভাগ

দুই দিক দিয়া বিহারী ও সুশীলের প্রবেশ

বিহারী। এই যে সুশীল! সকালে তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেম,—

সুশীল। আজ্ঞে লোক যাবার আগেই আমি বেরিয়ে পড়েছিলেম—

বিহারী। কাল রাত্রেই তুমি কলকাতা থেকে ফিরেছ শুনলেম।

সুশীল। আজ্ঞে হাঁ। হঠাৎ ঝড়টা এল! ঝড় বৃষ্টি যখন থামল তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।

বিহারী। কলকাতা জ্যোতির সঙ্গে দেখা হল? কেমন আছে সে?

সুশীল। দেখা হয়েছিল, ভাল আছেন।

বিহারী। হঠাৎ কদিন আগে তার পেয়ে চলে গেল, তারপর না লিখল চিঠি, না ফিরে বাড়ী এলো। বুড়োর উপর রাগ করেছে বুঝি? বিলেত যেতে মত দিইনি—আগুনে হাত দিতে গিয়েছিল বারণ করেছি! কিছু তোমায় বলেছে? কি? চুপ করে রয়েছ যে? তুমি কাল থেকে আমাকে পালিয়ে পালিয়ে ফিরছ, তাইতে মনে সন্দেহ হয়েছিল, কি কথা তুমি আমার কাছে গোপন করতে চাইছ। সে সন্দেহ তাহলে ঠিক। তুমি বল, গোপন করবার কোনও দরকার নেই।

সুশীল। জ্যোতি—

বিহারী। হাঁা, কি করেছে তাই বল।

সুরেশ। সে প্রফেসার সুরেশ মিত্রের মেয়েকে বিয়ে করছে। শুনলেম

তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী। আমার সঙ্গে জ্যোতির দেখা হয়েছিল, সে অনেক—

বিহারী। থাক থাক, শুনেছি—বুঝেছি সুশীল—হাঁ তুমি কাছারী বাড়ী যাও ত, রতন মণ্ডল বসে আছে, তাকে আর একটু বসে থাকতে বলগে যাও। আমি আসছি, এসে কথা শুনছি। (সুশীল যাইতেছিলেন) শোন শোন। দেখলে সইতে পাল্লেম? মিথ্যে গোপন কত্তে চেয়েছিলে। আচ্ছা যাও।

সুশীলের প্রস্থান

সীতা। (ফুলের সাজি হাতে প্রবেশ করিয়া) দাদু!

বিহারী। কে? ওঃ। হাঁ, দাদু। পূজার আয়োজন কচ্ছিস? আমাদের শ্রীধরের পূজা? আমি আজ পূজা করবো। কত পুরুষের শ্রীধর আমাদের—কারো মনেও নেই। আমি আজ পূজা করবো।

সীতা। দাদু!

বিহারী। আমি কারো দাদু নই, কারো দাদু নই! তোরা আর আমার কাছে আসিসনি, তোদের কাউকে আর আমি কাছে টানবো না।

বেগে প্রস্থান

সীতা। ঠাকুর! ঠাকুর! (প্রণাম)

ঈশানীর প্রবেশ

ঈশানী। সীতা!

সীতা। মা!

ঈশানী। আমরা দুজনেই শক্তিহীনা রমণী। আমার স্বর্গগত স্বামীর আদেশ তোমার স্বর্গগত পিতার আদেশ আমাদের দুজনকেই শক্তি দিক মা।

সীতা। দাদু আমায় দূরে ঠেলে দিতে চাইছেন, আপনিও আর আমায়

কাছে টানবেন না মা। আমিই আপনাদের সোনার সংসারে অশান্তির মূল হয়ে এলুম এই আমার দুঃখ।

ঈশানী। তুমি আমাদের গৌরব মা। আমার স্বামী রত্ন চিনতেন। কিন্তু হতভাগ্য ছেলেকে আমার কিসে যে আজ এমন করলে, তোমায় সে চিনতে পাল্লে না, তাই আমি বুঝতে পাচ্ছি না। সুশীলের কাছে সমস্ত শুনে কিছুতেই এ আশঙ্কা আমার মন থেকে দূর করতে পাচ্ছিনা যে দুর্ভাগা জীবনে সুখী হতে পারবে না।

সীতা। আপনি তাকে অভিশাপ দেবেন না মা, আপনি তার মা।

ঈশানী। এ অভিশাপ নয় মা, আমার আশঙ্কা।

সীতা। আর অভিশাপ দিলেও মায়ের অভিশাপ, লাগবে না (হাস্য)।

ঈশানী। এতেও তুমি হাসবে মা? তোমার এ হাসিই আমার কাল হয়েছে। এমন হাসি হাস মা আমার সবার ওপর সব রাগ জল করে দাও।

সীতা। কিন্তু মা আমাদের ত রাগ করে থেকে চলবে না। আপনার বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে আমাদের ত মুখ বুজেই থাক্‌তে হবে। আজ একাদশী। দাদু ত পূজা কর্বেন বলে গেলেন, আবার নির্জ্জলা একাদশীর বায়না না নিলে বাঁচি।

ঈশানী। আজ একাদশী, না? আজই একাদশী! হুঁ।

সীতা। হুঁ কি মা? আপনি দাদুর খাবার যোগাড় করুন গে।

সুশীলের প্রবেশ

ঈশানী। আজই ত একাদশী সুশীল, আজই ত তবে?

সুশীল। হ্যাঁ মা।

ঈশানী। হুঁ, আচ্ছা। পূজো হয়ে গেলে তোমার দাদুকে বাইরে যেতে দিওনা—আমি আসছি।

প্রস্থান

সীতা। একাদশী, তাই কি সুশীল দা?

সুশীল। আজ জ্যোতি ব্রাহ্ম হবে—আর—

সীতা। আর?

সুশীল। তা তোর কি? তোকে আমি জানি, তুই সইতে পারবি। জ্যোতি ব্রাহ্মমতে বিয়ে করছে আজ। 'কাকে' জিজ্ঞেস কল্লিনি?

সীতা। আমার কি কিছু দরকার আছে? তাছাড়া আমি জানি। উনি যাবার সময় মাকে বলে গিয়েছিলেন, আমি শুনেছি।

সুশীল। এখন—তুই কি করবি দিদি?

সীতা। আমার কি কিছু করবার আছে সুশীলদা?

সুশীল। সে কি!

সীতা। আমি যে স্ত্রীলোক। যাকগে এখন সে কথা আলোচনা করে কাজ নেই। ঐ যে দাদুর পূজা হয়ে গেছে।

মন্দির অভ্যন্তর হইতে বিহারীর প্রবেশ

বিহারী। এই যে দিদি। আমি তোর দাদু নই একথা সত্যি বলিনি দিদি। শ্রীধর বলেছেন আমি তোরই দাদু, শুধু তোরই। সুশীল কাছারীতে আজ আর যেতে পাল্লেম না, ঘুরে ঘুরে আজ দিদির কাছেই থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলগে সকলকে চলে যেতে ওবেলা কিংবা কাল যেন আসে।

সুশীল। আচ্ছা আমি বলে দিইগে।

প্রস্থান

সাতা। দাদু!

বিহারী। ডাক, ডাক দিদি। ঐ ডাক আবার ডাক, আমি চোখ বুজে শুনি।

ঈশানীর এক বাটী দুগ্ধ লইয়া প্রবেশ

ঈশানী। বাবা—

বিহারী। কে? মা,—

ঈশানী। বাবা এই দুধটুকু খান—

বিহারী। দুধ খাব?

ঈশানী। হ্যাঁ বাবা আজ একাদশী, আজ ত শুধু দুধ ফল খাবেন।

বিহারী। যেন কিছুই হয়নি—না সীতা?

ঈশানী। কিছু হয়নি, আপনি খান।

বিহারী। আমি নির্জ্জলা একাদশী করবো। নির্জ্জলা একাদশী আমি অনেক করেছি।

ঈশানী। এখন ত ব্রতপালন করবার সময় আপনার নেই বাবা, এই বৃদ্ধবয়সে নির্জ্জলা উপবাস—

বিহারী। কিছু হবে না মা, কিছু হবে না,—যাও মা দুধ নিয়ে যাও।

ঈশানী। বাবা!

বিহারী। কেন মা?

ঈশানী। তখন ঠাকুরপোর কল্যাণের জন্য নির্জ্জলা উপবাস ত্যাগ করলেন, এখন উপবাস করে আপনার নাতির অকল্যাণ করবেন? আপনার এই উপবাস দারুণ মনকষ্টের জন্য; সে কষ্ট যে দিয়েছে, সে যে আপনার নাতি বাবা,—এতে যে তারই অকল্যাণ হবে,—তার আয়ু যে অর্দ্ধেক ক্ষয়ে যাবে! সে ধর্ম্মত্যাগী হোক তা আপনি সহ্য করতে পাচ্ছেন, পারবেন, কারণ সে বেঁচে আছে। কিন্তু আপনি বেঁচে থাকতে সে চলে যাবে—আপনি কি তাই ইচ্ছা করেন বাবা?

সীতার প্রস্থান

বিহারী। হ্যাঁ মা আমি দুধ খাচ্ছি, দুধ খাচ্ছি (পান)। হয়েছ ত মা, আর ত তোমার কথা বলবার রইল না ? কিন্তু বুঝতে তুমি ভুল করেছো লক্ষী। জ্যোতি তোমার একার নয়, সে যে বুড়োর কত খানি তা তুমি ধারণা কত্তে পারনা। সে যে আমায় কতখানি দাগা দিয়ে গেছে, সে কথা আমি মুখে বলতে পারছিনে। আজ তার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দিন, আজকের রাতই তার বিয়ের রাত, না, মা ?

ঈশানী। হ্যাঁ বাবা, সুশীলের কাছে তাই শুনেছি।

বিহারী। এইখান থেকেই আমি তাকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কচ্ছি তার জীবন সুখময় হোক। আমার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক উঠে গেছে, আমার পবিত্র ভিটায় আর সে তার পায়ের দাগ ফেলতে আসতে পাবে না। আমার অতুল সম্পত্তি হতে একটী পয়সা সে পাবে না। ভগবান তাকে নিজের পায় দাঁড়াবার শক্তি দিন, সে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করুক। শুধু তোমার জন্য একটু ভয় হচ্ছে মা লক্ষী। আমি ভাবছি—আমার অন্তে সে যখন আসতে চাইবে, তুমি স্নেহে অন্ধা—তখন কি তাকে ঠেকাতে পারবে ? হয়তো যে ভিটেকে আমি পবিত্র তীর্থ বলে জানি, সেই ভিটেয় তাকে আসতে দেবে, তাকে—

ঈশানী। না বাবা, ধর্ম্মত্যাগী এ ভিটেয় কখনই পদার্পণ কর্‌তে পারবে না। ভগবান না করুন—যদি আপনি আমার আগেই চলে যান, আপনার মর্য্যাদা আমি রাখব—আমি এত দিন তার মা ছিলুম আর তার মা নই, আমার ছেলে যে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মত্যাগ করবে, সেই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক উঠে যাবে।

বিহারী। পারবে মা—এ দৃঢ়তা এ সাহস বরাবর এমনই স্থির রাখতে পারবে ত ?

ঈশানী। পারব বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সব পারবো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামনগর—বিহারীর শয়নকক্ষ

বিহারী ও সুশীল

বিহারী। তা তুমিও জ্বরে পড়েছিলে, পূজার খাটুনিটে ত আর কম গেল না? আমার ত ইচ্ছাই ছিল না—সীতার জেদ, আমার মায়ের জেদ! কি খাটুনিই খাটলেন মা আমার। কিন্তু সইতে পারলেন কি? আবার পড়লেন!—তুমি তো হোমিওপ্যাথি জান—তুমি একটু মাকে দেখবে—তা তুমিও জ্বরে পড়ে।

সুশীল। বড়মাকে আর হোমিওপ্যাথির ভরসায় রাখবেন না—একবার নৃপেন বাবুকে দেখান দরকার।

বিহারী। কেন? তুমি কি কঠিন মনে কর নাকি? হুঁ বুঝেছি। তা দেখাও—যেখানে যে ভাল ডাক্তার পাও ডেকে দেখাও।

সুশীল। বড়মা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলছিলেন।

বিহারী। বেশ ত, মাকে আসতে বল।

সুশীল। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

ঈশানীর প্রবেশ

ঈশানী। বাবা!

বিহারী। এস মা, বস। আজ কেমন আছ?

ঈশানী। আজ এখনও জ্বর আসেনি। ছোট বৌ একবার বাড়ী আসতে চাইছে—এই তার চিঠি।

বিহারী। চিঠি থাক। আসতে চাইছে? কেন আসতে চাইছে জান? আমাদের দুঃখে আনন্দ কত্তে!

ঈশানী। ও কথা বলবেন না বাবা। ঘরের বৌ ঘরে ফিরে আসবে, এ সুমতি যদি তার আজ হয়ে থাকে, তাকে আসতে দিন। তার ত আসার পথ বন্ধ হয়ে যায় নি!

বিহারী। না, তার আসবার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি—শুধু আসবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে—

ঈশানী। সে কথা মনে এনে শুধু কষ্ট করে কি হবে বাবা?

বিহারী। ভুলতে চাইলেও যে ভুলতে পারিনে মা!

ঈশানী। বাবা, ছোট বৌ আসুক, ইভা আসুক—সংসারে আবার হাসি ফুটুক।

বিহারী। ইভা, ইভা—প্রতাপ শেষ নিশ্বাসে এই নাম উচ্চারণ করে গেল—সেই ইভা আসবে! তুমি কি ভাবছ মা, ইভার মায়ের শিক্ষায় ইভা আর আমাদের ইভা আছে?

ঈশানী। আমি শুনেছি ইভা আমাদেরি আছে। সে গোবরে পদ্মফুল!

বিহারী। আমায় আর আশা দিও না মা! যদি তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, ওদের আসতে লিখে দাও। আমার আর আপনার কেউ নেই। ইভাকে আমি দূর করে রাখব—সবাইকে আমি দূর করে রাখব! দেখছ না পরের মেয়ে সীতা—তাকে কাছে টেনে কি বিপদেই পড়েছি?

ঈশানী। সীতা আমার বুকের শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছে বাবা!

বিহারী। সীতা—সীতা—মহা সমস্যা!—সীতা আমাদের মুমূর্ষু প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী, কিন্তু একবার তার নিজের কথা ভেবে দেখেছ কি মা? পরের মেয়েকে আর কত দিন, এ-ভাবে নিজেদের স্বার্থে ধরে রাখবে বল ত?

ঈশানী। সীতা পরের মেয়ে নয় বাবা, সীতা আমার মেয়ে! আমার স্বামী, আমার স্বামীর বন্ধু সীতাকে আমায় দিয়ে গেছেন। আমার মেয়ে হলে তার যেমন বিয়ের ব্যবস্থা কত্তেন আপনি, সীতারও তেমনি ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

বিহারী। সব ছেড়ে এ সংসার চলল—তবু মনে হয় সীতাকে ছেড়ে এ আর চলবে না।

সীতার প্রবেশ

সীতা। দুজনে বসে খুব খানিকক্ষণ কেঁদে নিয়েছেন ত?

বিহারী। কাঁদতে পাচ্ছি কই দিদি!

ঈশানী। ছোট বৌএর চিঠিখানার কথা বাবাকে বলছিলুম!

সীতা। দাদু তাঁদের আসতে দেবেন ত? বাপরে, তাদের উপর যে রাগ—আসতে না দিতেও পারেন!

ঈশানী। (হাসিয়া) বাবা তাদের আসতে মত দিয়েছেন।

সীতা। দিয়েছেন? আঃ—পায়ের ধুলো দিন দাদু!

বিহারী। আমাকে ঠাট্টা কচ্ছিস? আমি এত বড় একটা জমীদার—

সীতা। তাই নায়েব গোমস্তা, সবাই প্রজার ওপর অত্যাচার করে—প্রজাদের দুঃখের কথা বলতে এলে তারা জমীদারের দেখা পায় না—

জমীদার জমীদারী ছেড়ে নিজের দুঃখে কষ্টে নিজের জীবন কাটাচ্ছেন!—

বিহারী। ওরে না না—তোর কথায় আমি নায়েব গোমস্তা, সবাইকে ধমকে দিয়েছি—প্রজার উপর অত্যাচার হচ্ছে এ-কথা যদি আবার আমার কাণে আসে—তা হ'লে কারুর চাকরি থাকবে না।

সীতা। তবে আর একবার পায়ের ধূলো দিন দাদু।

বিহারী। উঃ কি আবদার—যেন দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার!

সীতা। সত্যিই ত আমি আপনার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার!

বিহারী। তবে ত মা আর বাইরে খুঁজতে যাবার দরকার নেই।

প্রস্থান

সীতা। বাইরে কাকে খুঁজতে যাবে মা?

ঈশানী। মা, তুই আমার মেয়ে। মেয়ে বয়স্থা হলে মায়ের যা কথা—তাই আমি বাবাকে বলছিলেম। তোকে ছাড়তে আমাদের খুবই কষ্ট হবে—কিন্তু ধরে রেখে তোর জীবনটাকে ত নিষ্ফল হতে দিতে পারিনে মা?

সীতা। আমার জীবন ত নিষ্ফল নয় মা। আশীর্ব্বাদ করুন দাদুর সেবা, তোমার সেবা, শ্রীধরের সেবায় যেন এ জীবন শেষ কর্ত্তে পারি!

ঈশানী। আমাদের জন্য তোর সারা জীবনটা এমনি করে ব্যর্থ করবি?

সীতা। ব্যর্থ কে বল্লে মা? এ আমার জীবনের ব্রত! ব্রতপালনের তপস্যা ত আপনাকে দেখেই শিখেছি মা।

ঈশানী। এই রত্ন ছেড়ে হতভাগ্য—তাকে পুত্র বলতেও আর ইচ্ছে হয় না—সে কি জীবনে সুখী হতে—

সীতা। মা, মা! আপনার দুটি পায়ে পড়ি মা, ও-কথা উচ্চারণ করবেন না। আমার স্বর্গগত পিতা তাঁর নামে আমায় উৎসর্গ করে গেছেন—হিন্দুর মেয়ে আমি—আজ তিনি যাই হোন, যেখানে যে ভাবে থাকুন, তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার স্বামী!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা, ইভার মামার বাড়ী বসিবার ঘর

সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী ও ইভা

শিক্ষয়িত্রী অর্গান বাজাইয়া গাইতেছিল

গীত

দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম একলা আমি জাগি !
চিত্তফুলের অর্ঘ্য নিয়ে নিত্য কৃপা মাগি॥
যায় যে বেলা হেলায় ফেলায়
তাই জীবনের সাঁঝের বেলায়
আঁধার ঘরের নয়ন প্রদীপ জ্বালাই তোমার লাগি ॥
প্রাণ-কমলের গেঁথে মালা
সাজাই আমার বরণ ডালা,
দুঃখ পেলেও বন্ধু আমি তোমার অনুরাগী ॥

ইভা। চমৎকার গান আপনার! আমার কি ও-রকম কখনো হবে?

স, শি। তুমি কি রকম গাইতে জান শুন্‌লে বলতে পাত্তেম হবে কি হবে না।

ইভা। গাইতে যদি জানবোই তবে আর আপনার কাছে শিখ্‌তে চাইব কেন?

স, শি। একটু একটু গাইতে নিশ্চয় জান, নয় ত আর আমাকে ডাকতে কি?

ইভা। শুনে শুনে শেখা, হয় ত সব ভুল।

স, শি। ভুল ভাঙাতেই ত আমার আসা। দেখি,—কোথায় ভুল।

ইভা— গীত

শাওন রাতে তোমার সাথে
হয়েছে দেখা, প্রিয়, হয়েছে দেখা।
নীলিমা ভরা, ওঠেনি তারা,
চলেনি চাঁদ সে পথে একা॥
গাহেনি পাখী মধুর সুরে
বাজেনি বাঁশী রঙের পুরে
পিয়াসী বুকে বেদন জাগে
মরমে রাতের স্মৃতির রেখা॥
ঝরিছে স্ফটিক জলের ধারা
ধরণী কাজল আপন হারা,
সেদিনে স্বামী আসিলে তুমি,
লিখিলে প্রাণে মিলন লেখা॥
আঁধার রাতে তোমার সাথে
সেদিনে প্রিয়, হয়েছে দেখা॥

রজনীর প্রবেশ

রজনী। তুইই-ত বেশ গাইতে পারিস, তবে আর ওঁকে ডেকে এনেছি কি ক'ত্তে? তোর মা যে তোকে কত কি-ই শেখাবে!

স, শিক্ষয়িত্রী। এই যে রজনীবাবু, নমস্কার।

রজনী। নমস্কার ত বটে, কিন্তু আপনার বোধ হয় এখানে চাকরী হবে না!

ইভা। কেন?

রজনী। নিতাইবাবুর নামে দেখি আমার দিদি বেজায় চটা। আপনি নিতাইবাবুর পরিবারকে গান শেখাতেন শুনেই দিদি বললেন দরকার নেই।

স, শি। সে ত অনেক দিনের কথা। সে পরিবার ত তাঁর অনেক দিন নেই!

ইভা। কার কথা হচ্ছে আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

রজনী। আমাদের ক্লাবের নিতাই গাঙ্গুলী। তুই চিনবি কি ক'রে? এবার আমাদের থিয়েটার হবে, "সরলা"। নিতাই গাঙ্গুলী, বিধুভূষণ।

স, শি। আপনি কি? গদাধর চন্দ্র?

রজনী। না আমি "শাক আলু।"

স, শি। শাক আলু!

রজনী। হ্যাঁ, শাক আলু। লম্বা দাড়ি,—(সুরে)—

"তোমার কৃপায় দাড়ি গজায়—
শীত কালে খাই শাক আলু।"

স, শি। ওঃ! (হাস্য)

জয়ন্তী ও সুশীলার প্রবেশ

সুশীলা। কেন মিছিমিছি ভদ্রকন্যাকে কষ্ট দেওয়া বল দেখি? তোর যেমন হয়েছে? মেয়েকে যে কি করে তুলবি! শেষটায় বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চাম্‌চিকে না দাঁড়ালেই বাঁচি।

স, শি। (উঠিয়া) তার জন্য কি হয়েছে? নমস্কার, নমস্কার!

রজনী। চলুন আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দি।

উভয়ের প্রস্থান

জয়ন্তী। এ সব বৌদির বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক খুঁজে একটা ভাল গানের মাষ্টার পাওয়া গেল, তাকে পছন্দ হল না!—মোটের ওপর ইভা গাইতে পারে, ওঁর মেয়ে পারে না এইটে ওঁর হিংসে!

সুশীলা। ওঁর হিংসের কথা আর তুই বলিস্ নি জয়া! দাদার স্কন্ধে দিব্য মায়ে মেয়ে চালিয়ে যাচ্ছ আবার বৌদির হিংসের কথা বল্‌ছ!

জয়ন্তী। দিদি!

সুশীলা। দিদি কি? দিদি ও-সব মুখরাখা কথায় নেই। মেয়ের আমার অভাব কিসের? অত বড় জমীদারী! একটা ছেলে ছিল, সেও ত ত্যাজ্যপুত্তুর, সবই ত ইভার। তা তোমার গোঁয়ে এখানে পরপিত্তেশী হয়ে রয়েছে!

জয়ন্তী। সেখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে যে!

সুশীলা। আমি সব শুনেছি গো, সব শুনেছি।—তাড়িয়ে দিয়েছে! তাড়িয়ে দিলেই হ'ল! আইনের ঘর নেই? আমার উকিল ভাসুরপো—

জয়ন্তী। কোনো আত্মসম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন মেয়ে—

সুশীলা। রাখ্ তোর আত্মসম্মান! নিজের ঘরের ভাত ফেলে রেখে ভাইএর সংসারে আত্মসম্মান!

ইভা। আমি মাকে কত বলেছি মাসিমা, পায়ে ধরতে বাকী রাখি নি।

জয়ন্তী। সবার কাছেই কেবল আমিই দোষী! চিরকাল সহরে থেকে, লেখাপড়া শিখে, শিক্ষিত সমাজে মিশে শেষ সে বিশ্রী পাড়াগাঁয়ে আমিই বা কেমন করে থাক্‌বো, ইভাই বা কেমন করে থাকবে?

ইভা। আমার জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেব না, মা। আমি এই সহরেই হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি, পাড়াগাঁয়ে শীগ্‌গীর না গেলে দম আট্‌কেই মরে যাব।

সুশীলা। দেখ্ জয়া তোর ঐ চাল আমার কাছে দিস্‌নি; আমি তোর দিদি! আপনার খেয়ালে নিজে ঠকেছিস্, মেয়েটার আর সর্ব্বনাশ করিস্ নি।

জয়ন্তী। সবাই ত তোমরা বল্‌ছ দিদি। আমি একটা চিঠি লিখেছিলেমও যে একবার রামনগরে গিয়ে ঘুরে আসব। দেখ আজ তার কি জবাব এসেছে।

সুশীলা ও ইভা। দেখি, দেখি। (দেখিয়া)

সুশীলা। এ ত যেতেই লিখেছে।

জয়ন্তী। হ্যাঁ যেতে লিখেছে? আমি একখানা চিঠি লিখেছিলেম তারই একটা ঠ্যালামারা উত্তর!

সুশীলা। তুই থাম ত জয়া! ঠ্যালামারা উত্তর!—যেতে লিখেছে বাবি তার আর কথা?

রজনীর প্রবেশ

রজনী। সুশীলা দি, তোমায় জামাইবাবু ডাকছেন।

সুশীলা। যাচ্ছি যা'। বল্লুম জয়া, তৈরী হয়ে নাও—ও তোমাকে যেতেই হবে।

প্রস্থান

রজনী। কোথায় যাচ্ছ তোমরা? বায়স্কোপে?

ইভা। হ্যাঁ, রজনী মামা, চলনা আমাদের একদিন বায়স্কোপে নিয়ে।

রজনী। তোমার মাকে বল এখন, নিয়ে যাবেন। জ্যোতি আসুক, তারপর আবার বায়স্কোপে যেয়ো। হ্যাঁ ইভা, জ্যোতি ফিরবে কবে?

ইভা। সবে ত এক বছর গেল, আজই ফিরবেন কি?

রজনী। তাকে লিখে দিয়ো, বায়স্কোপ শিখে আসে যেন, ন'ইলে বৌকে খুশী কত্তে পার্ব্বেনা। ওরে বাপরে, কি বায়স্কোপ-পাগল, আমার চাইতে বেশী! যেদিন আমি যাব সেই দিনই দেখি জ্যোতির বৌ।

জয়ন্তী। কার সঙ্গে অত যায়?

রজনী। কত লোক, সবাইকে আমি চিনি, তবে বেশীর ভাগই দেখি ডাক্তার সায়েবের সঙ্গে।

জয়ন্তী। কে ডাক্তার সাহেব?

রজনী। কে ডাক্তার ডাঁটা না গাঁড়া!

ইভা। তুমি কার সঙ্গে যাও?

রজনী। আমি? আমাদের নিতাইদার সঙ্গে,—নিতাই গাঙ্গুলি! নিতাইদা আমাকে ডাকে চার্লি চ্যাপ্‌লিন্‌। এই দেখ্‌না গোঁফ ছেঁটেছি চার্লির মত! ছড়ি গাছটা দেখ দেখি, চার্লির মত নয়? একটা বুট আর প্যাণ্টুলুন নিতাইদা তৈরী কত্তে দিয়েছেন—তারপর জানিস্‌. নিতাই ফিল্‌ম্‌ করপোরেশন! নতুন দেশী ছবির কোম্পানি হচ্ছে! তখন রজনী মামা সত্যি রজনী মামা। ঠাট্টা নয়। সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বায়স্কোপে দোষ নেই।

ইভা। আমরা আর বায়স্কোপ দেখতে পাবনা রজনী-মামা, আমরা দেশে যাচ্ছি।

রজনী। দেশে? কোন্‌ দেশে?

ইভা। রামনগর।

রজনী। রামনগর? তোদের বাড়ী? বেশ বেশ।

জয়ন্তী। না রজনী এখনো কিছু ঠিক্‌ নেই।

রজনী। ঠিক নেই কেন? কেন ভাইএর ভেতুড়ে হয়ে পড়ে থাক্‌বে?

ইভা। দেখ দেখি রজনী মামা যা বোঝেন, তুমি তাও বোঝনা মা? তুমি যদি যেতে রাজি না হও আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

রজনী। বোকা হলে কি হয় তোর রজনী মামার বুদ্ধি আছে।

তৃতীয় দৃশ্য

রামনগর

সীতা ও ইভা

সীতা। তারপর ইভা?

ইভা। শম্ভুদা তো ছোট্ট ষ্টেশন দেখে খুব এক চোট হাসতে সুরু করলে। তার ওপর গরুর গাড়ী দেখে ত চোখ একেবারে কপালে তুললে।

সীতা। কাকিমার চিঠিখানা একদিন পরে এসেই যত গণ্ডগোল হ'ল। তোমাদের বড্ড কষ্ট হয়েছিল।

ইভা। মায়ের যত রাগ পড়ল আমার ওপর। গাড়ী পেলে চাই কি কলকাতায়ও ফিরে যেতেন, তবে নেহাৎ কিনা কোন ট্রেণ ছিলনা, তাই বাধ্য হ'য়ে রামনগরেই এলেন।

সীতা। সত্যি পাড়াগায়ে চলা-ফেরা—অভ্যেস নেই কাকিমার বড্ডই কষ্ট হয়েছিল।

ইভা। আমার কিন্তু বড্ড হাসি পাচ্ছিল। তা পথের কষ্ট যে মা'র একেবারে গেছে তা ঠিক্ মনে হয় না সীতাদি, কেননা এখনো মাঝে মাঝে আমার ওপর ঝাল ঝাড়েন।

সীতা। তা সত্যি কষ্ট হয়েছিল, একটু আধটু বল্‌বেন বই কি! তুমি তাতে নিশ্চয়ই রাগ করনা ইভা।

ইভা। না সীতাদি, মায়ের কথা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। এখানে এসে আমার সব চেয়ে আনন্দ হয়েছে তোমায় পেয়ে, দুদিনে তুমি আমায় আপনার ক'রে ফেলেছ।

সীতা। সেটা একা আমার গুণ নয় ইভা। তুমি নিজে আপনার মনে না করলে আমার সাধ্য ছিল কি তোমায় আপনার করা।

ইভা। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে? দিন-রাত ত খেটে মরছ। অসুখ হলে ঝি চাকরাণীর বমি মুক্ত করতেও দ্বিধা বোধ কর না। তোমার রকম তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।

সীতা। আমি হচ্ছি দুনিয়ার বাইরের জীব। সংসারে বাস করেও আমি সংসারের কেউ নই—কারুর সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত আমার মিশ খায়ও নি—খাবেও না।

ইভা। মিশ যে খায়নি তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি। এখানে এসে পর্য্যন্ত তোমার কাজ দেখে বুঝতে পাচ্ছি তুমি দুনিয়া ছাড়া মানুষ। সংসারে তুমি নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছ, অথচ জোর ক'রে বল্‌তে চাও, তুমি সংসারের কেউ নও।

সীতা। তাই বটে! মিশে যেতে এগিয়েছিলেম বোন, পারলুম কৈ?

ইভা। খুব পেরেছ। এই তোমার নিঃস্বার্থ কাজ দিদি, তাই তোমার মন স্বাধীন, গতি অবাধ। তোমার কাজ অতি সুন্দর তাই সব তাতেই তুমি স্বার্থকতা লাভ কর।

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। সেটা বুঝি বড় ভাল ভেবেছিস্ ইভু। স্বাধীন থাকা বুঝি বড় ভাল? শিক্ষিতা মেয়েরা বিয়ে না করলে, তাদের চল্‌তে পারে। কেননা নিজেদের জীবিকার জন্যে তাদের কারোও গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে হয় না। আমি বলি সীতার শীগ্‌গিরই বিয়ে করা উচিত। কিন্তু দিদি বল্‌ছিলেন, তুমি নাকি বিয়ে কত্তে চাওনা; এও কি

একটা কথা হ'তে পারে? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছ, নি ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করবার মত উপযুক্ত শিক্ষা যখন পাওনি, তখন বিয়ে করব না বললেই ত চলবে না। এখানে যদি নাই টিকতে পার পরের ঘরে বামণী হয়ে থাকতে হবে, কি মন যুগিয়ে দাসীবৃত্তি কত্তে হবে। সত্যি কথা বলছি, এতে রাগ করোনা যেন মা।

সীতা। না মা, রাগ করব কেন; আপনি ঠিক কথাই বলছেন।

ইভা। কলকাতায় কবে ফিরবে মা?

জয়ন্তী। সে কি, তুই এসেই যে যাই যাই রব তুল্‌লি?

ইভা। তুমি কাল ফিরবে বলেছ না?

জয়ন্তী। বলেছি বলেই কি কাল যেতে হবে? বাপরে, মেয়ে আমার আসার জন্য তখন এক পা তুলে দাঁড়িয়েছিল, এখন যাবার জন্যে আবার তেমনি ব্যস্ত। আমায় কি তোর হুকুমে চালাতে চাস্ ইভা? তোর এ যায়গা ভাল না লাগে শম্ভুর সঙ্গে তুই চলে যা। আমি এখন যা না।

সীতা। কেন ইভা ক'লকাতা যাবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ? এ য়গা কি তোমার ভাল লাগছে না? এই তোমার নিজের বাড়ী, জের ঘর, এই তোমার সব আপনার জন। আমরা ভাই, পর বই নই।

জয়ন্তী। বলতো মা, বোকা মেয়েটাকে সেই কথাটাই বুঝিয়ে ব তো। আমার একটা কথা শোনেনা উল্টে ধমক দিয়ে ভয় দেখায়।

প্র ন

সীতা। মায়ের কথায় রাগ হয়েছে? ছিঃ, রাগ করতে নেই। মা যা বলেন তা ভালর জন্যই, মা কখনও সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না।

ইভা। এখনও কিছু জান্‌তে পারনি দিদি। ভগবান সব জানাবার জন্যই যখন আমাদের এনেছেন তখন সবই জানতে পারবে।

প্রস্থান

সীতা স্তম্ভিতের মত রহিল অপর দিক দিয়া বিহারীর প্রবেশ

বিহারী। সীতা! সীতা!

সীতা। একি দাদু, আপনি আজ এখনি চলে—আপনার মুখখানা ও রকম দেখাচ্ছে কেন দাদু, কোন অসুখ হয়নি ত?

বিহারী। না ভাই, অসুখ করেনি। তোর দাদা তোকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছে, তাই বলতে এসেছি।

সীতা। আমার দাদা?

বিহারী। প্রশান্ত এসেছে। হয় ত কালই তোকে নিয়ে যাবে ভাই! কাল হ'তে তোকে আর পূজার জোগাড় করতে হবে না, বুড়োর সেবাও করতে হবে না। তুই অনেক কাজের দায় থেকে মুক্তি পাবি ভাই। কিন্তু আমি থাকব কি নিয়ে একবার ভাব দেখি? আমার বলতে যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, সবই যদি তুই নিয়ে যাস দিদি, কি করে এই শূন্যতা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব?—বলতে পারিস সীতা, কত মহাপাপ করেছি যার শাস্তি আমায় এমন করে বইতে হচ্ছে?

সীতা। দাদু!

বিহারী। ওরে তোরা কেউ এতটুকু দয়া করলিনি? সবাই আমায় ফেলে একে একে পালিয়ে গেলি? বুড়ো বাপকে তোদের এখানে ফেলে রেখে গেলি, সেকি শুধু এই জ্বালা যন্ত্রণাগুলো সইবার জন্যেই? এখন আমায় ডেকে নে তোরা, তোদের পাশে আমায় নে, আমি আর সইতে পারছিনে।

নেপথ্যে ঈশানী। সীতা!

সীতা। দাদু, মা আসছেন।

বিহারী। ভাল করে আমার চোখের জল মুছে দে দিদি, মা যেন না দেখেন।

সীতার তথাকরণ

ঈশানী ও জয়ন্তীর প্রবেশ

ঈশানী। সীতা! এই যে বাবা এখানে?

বিহারী। হাঁ, দিদির কাছে কাজের কথা বলবার ছিল। হ্যাঁ সীতা, সংসার খরচের আর টাকা কি হাতে আছে দিদি, না সব ফুরিয়েছে?

সীতা। আর নেই দাদু। গোটা দশেক মাত্র পড়ে আছে।

বিহারী। সে কথাটা আমাকে জানাতে পারিস্‌নি ভাই? আজ সুশীলকে ব'লে দেব। সে তোর হাতে টাকা দিয়ে যাবে এখন।

বিহারীর প্রস্থান

ঈশানী। তোমার দাদা তোমায় নিতে আসতেই বাবা যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। তা তুমি এখনও এখানে রয়েছ সীতা?

ঈশানী। তোমার দাদার খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হচ্ছে, তা দেখবে কে?

সীতা। এই যাচ্ছি মা।

প্রস্থান

ঈশানী। ভাগ্যে এই মেয়েটিকে পেয়েছিলেম, ছোট-বৌ, তাই বাবা এখনও বেঁচে আছেন। নইলে কি যে হতো তাই ভাব্‌ছি।

জয়ন্তী। পরের মেয়েকে এ ভাবে রাখা আমি কোন মতেই ভাল বলতে পারিনে দিদি!

ঈশানী। আর কি রাখতে পারবো, বোন্? ওর মাসতুত ভাই ওকে নিতে এসেছে। ভাল বিয়ের সম্বন্ধ নাকি স্থির ক'রেছে। কিন্তু

ও কি বিয়ে করবে? ওর অবস্থার কথা মনে হ'লে আমি চোখের জল সামলাতে পারি না। যে ওর এই অবস্থার জন্য দায়ী—তুমি কি মনে কর জীবনে সে কখন সুখী হবে ছোট-বৌ?

জয়ন্তী। কিন্তু দিদি, জ্যোতির যে বৌ হয়েছে তাকে যদি একবার দেখ্‌তে তা হ'লে বলতে হ্যাঁ, জ্যোতি পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে বটে।

ঈশানী। যাক্ ভাই ছোট-বৌ আমায় যেন আর না দেখতে হয়, ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করি।

জয়ন্তী। দেখতে হবে বই কি দিদি? সোনার চাঁদ ছেলে তোমার, তার বৌ, দেখবে না? খেয়ালের বশে সে যে কাজগুলো করেছে, সে গুলোই দোষ ব'লে ধরছো, তার গুণগুলো দেখতে ভুলে যাচ্ছ।

ঈশানী। সব ধরেছি ভাই—দোষ গুণ দুটোই দেখেছি। সে যে কাজ করেছে তাতে কোনও দিনই যে তাকে আর কাছে পাব না—এই বড় দুঃখ।

সীতার প্রবেশ

সীতা। মা, মা, বেশ আক্কেল তো আপনার, ঠিক দুপুর বেলা চোখের জল ফেলছেন? আপনি কি জানেন না গৃহস্থের বাড়ী এ সময় চোখের জল ফেল্‌লে অমঙ্গল হয়?

ঈশানী। কই চোখের জল ফেল্‌ছি? তুমি ভাল ক'রে না দেখেই আমায় এত বলছ।

জয়ন্তী। আর কার জন্যে মঙ্গল অমঙ্গল? একটি মাত্র ছেলে চলে গেলে সকল মায়েই কেঁদে থাকে। মা ত হওনি বাছা, বুঝবে না। মায়ের বুকে যখন ঘা লাগে তখন আর সময় অসময়? পোষাকি কান্না যাদের, তারাই বেছে, সময় ক'রে লোক-দেখান কাঁদতে পারে। মায়ের কান্না ত সে রকম নয় বাছা।

সীতা। তবে আপনি খুব কাঁদুন মা। কেঁদে কেঁদে সত্যি যখন জ্বর আসবে, তখন একলাটি গিয়ে ঘরে পড়ে থাকতে হবে। আমি কখনও আপনার কাছেও আর আসব না তা ব'লে দিয়ে যাচ্ছি।

প্রস্থান

জয়ন্তী। বড্ড স্পর্দ্ধা দিচ্ছ দিদি। তোমাদের পর্য্যান্ত যা না তাই শুনিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না।

ঈশানী। কি করব ভাই ছোট-বৌ, বাবা—

জয়ন্তী। হ্যাঁ, বাবাই যে একে এতটা বাড়িয়ে তুলেছেন তা আমি একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এই যে জমীদারীর সব ওকে দেখাচ্ছেন শেখাচ্ছেন এতে ওর লাভ হবে কি? আর এক কথা—দেখছি, তোমাদের সব বাক্স-সিন্দুকের চাবি ওর হাতে, সংসারের খরচপত্র সব ওর হাতে। এগুলো তোমার নিজের হাতে রাখ্‌লে কি ক্ষতি হতো দিদি? এই ত ওর মাস্‌তুতো ভাই এসেছে। তুমি কি মনে কর দিদি, এই খরচের মধ্যে থেকে মনে কল্লে কিছু সরিয়ে তার হাতে দিতে পারে না?

ঈশানী। ছোট-বৌ, চল ভাই—এখুনি সকলে খেতে আসবে।

জয়ন্তী। চল। কিন্তু তোমার যে শরীর, তোমার চলা-ফেরা করা আদৌ উচিত নয়।

উভয়ের প্রস্থান

পা টিপিয়া টিপিয়া ইভার প্রবেশ, পশ্চাতে সীতা

সীতা। অমন লুকিয়ে লুকিয়ে ফির্‌ছিলি কেন?

ইভা। তোমার দাদাকে দেখছিলুম।

সীতা। কাছে বেরুলেই পারতিস?

ইভা। কলকাতা হলে দেখতুম। এখানে যে দাদু, বাপ্‌রে! সদর দিয়ে গরুর গাড়ীই ঢুকতে দিলেন না। তা তুমি যে বড় তোমার দাদাদের ফেলে পালিয়ে এলে?

সীতা। তোমাকে খুঁজতে। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে—

ইভা। তোমার আবার কি বিশেষ কথা? হাতে তোমার ও সব কি?

সীতা। তোমার মাথায় একটা দায়িত্ব চাপাতে এসেছি ভাই। আমি একা মানুষ কোন দিকে কি করি বল। একদণ্ড হাঁফ ছাড়বার যো আমার নেই। তাই সংসারের খরচটা তোমার হাতে দিতে এসেছি ভাই। শুনেছি তুমি মামার বাড়ীতে খরচ হাতে রাখ্‌তে, এখানেও সেই কাজ তোমায় কত্তে হবে।

ইভা। শুনেছ? বুঝেছি, কার কাছে শুনেছ। কিন্তু ও ভার আমি নিতে পারবো না দিদি। শুধু দাদুর ভার আর এই ভারটি ছাড়া আমি সব কাজের ভার নেব। তোমার পোষা জন্তুদের দেখব, জেঠিমাকে দেখব, তাঁর রান্নার যোগাড় করে দেব, আর যা কিছু তোমার কাজ সব আমি করবো; করতে পারব না শুধু এই দুটো কাজ।

সীতা। দাদুর ভার নেবে না কেন?

ইভা। তোমার মত করে দাদুর সেবা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

সীতা। আমি চলে গেলে তো এসব ভার তোমাকেই নিতে হবে ইভা! তখন তোমাকেই ত দাদুকে দেখতে হবে।

ইভা। তুমি কোথায় যাবে দিদি?

সীতা। আমার দাদা আমায় নিতে এসেছেন তা জান তো? আমি গেলে, এই সব কাজই ত তোমায় করতে হবে ইভা?

ইভা। হ্যাঁ, তুমি যাবে বৈ কি? তোমায় আমরা যেতে দিলে তবে তো

যেতে পারবে দিদি। জোর করে ত আর যেতে পারবে না। আমি তোমায় এই দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখব, কার ক্ষমতা তোমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাই দেখবো।

সীতা। আমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকলেই কি চলবে?

ইভা। তোমার যদি চলে, আমারও চলবে।

সীতা। আমার কথা স্বতন্ত্র।

ইভা। কেন? স্বতন্ত্র কেন? তুমি বিয়ে না করে থাকতে পারলে, আমি পারব না কেন?

সীতা। কিন্তু তুমি থাক্‌তে যাবে কেন?

ইভা। তুমি থাকছ কেন?

সীতা। আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে বোন!

ইভা। আমায় মাফ কর দিদি। এতদিন রয়েছি—দাদার কথা তোমায় বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করিনি। দাদাকে যদি একটুও বুঝতে দিতে দিদি? তাঁকে যতটা মন্দ সবাই ভাবে, তিনি তত মন্দ নন্।

সীতা। আমি জানি বোন্।

ইভা। তিনি তোমাকে বুঝতে পারেন নি। বুঝলে দেবযানীকে—আমার কি ভয় হয় জান দিদি? দেবযানীকে নিয়ে দাদা সুখী হবেন না।

সীতা। ও কথা বলো না ইভা। তিনি সুখী হ'ন্—তিনি সুখে থাকুন। তিনি সুখী হয়েছেন—আমার ব্যর্থ জীবনের এই একমাত্র সান্ত্বনা। সে সান্ত্বনাটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করো না বোন্। আমি কে? আমার অস্তিত্ব লোপ হয়ে গেলেই বা কি? তিনি যে জীবন বেছে নিয়েছেন, সে জীবন তাঁর সার্থক হোক, ধন্য হোক, এই আমার একমাত্র কামনা।

ইভা। দিদি—দিদি—আমায় ক্ষমা করো।

নেপথ্যে বিহারী। সীতা—সীতা—

ইভা। ওই দাদু আসছেন—সঙ্গে তোমার দাদা—আমি যাই।

সীতা। যাবার আগে এই টাকাগুলো নাও—আজ হতে সংসার খরচের ভার তোমার।

ইভা। বেশ, খরচ-পত্রের ভার আমি নিচ্ছি। তা বলে দাদুর ভার আমি কক্‌খনো নিতে পারব না, এ ঠিক করে ব'লে দিচ্ছি।

সীতা। তবে দাদুর গিন্নি কি ক'রে হবে ইভু?

ইভা। আমি ঐ সত্তর বছরের বুড়োর গিন্নি হতে চাইনে দিদি, তুমিই জন্ম জন্ম ওঁর গিন্নি হয়ে থাক।

সীতা। তা বেশ, আমিই গিন্নি হ'য়ে থাকবো। তুমি এই টাকাগুলো তুলে রাখ।

টাকা লইয়া ইভার প্রস্থান

বিহারী ও প্রশান্তর প্রবেশ

বিহারী। এই যে সীতা—তোর প্রশান্তদা'। আমি এতকাল জান্‌তে পারিনি তুমিই জ্যোতির বন্ধু সেই প্রশান্ত। তোমার কথা অনেক বার তার কাছে শুনেছি। সেবার মেসে থাকতে তার যখন বসন্ত হয়েছিল, তখন তুমি বই তাকে আর কেউ দেখেনি, কেউ মায়ের মত করে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারেনি। আজ দিদি আমায় বলেছে তুমি শুধু দিদির ভাই-ই নও—জ্যোতির প্রাণদাতা বন্ধু। মরণের মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলে দাদা,—এবার তাকে ফিরিয়ে এনে আমার বুকে দিতে পারলে না। তার নাম মুখে আনা এখন মহাপাপ। আমি জোর করে ভাবতে চেষ্টা করি সে নেই,

সে মরে গেছে। যার হাতের এক গণ্ডূষ জল পিতৃপুরুষ পেতে পারবে না, সে বেঁচে থাকলেও মরে গেছে ব'লে ভাবতে হবে। থাক ওসব কথা, এখন। বস, তোমরা কথা কও।

প্রস্থান

প্রশান্ত। কিরে, যাওয়ার সব ঠিক্ হয়েছে ত?

সীতা। কিছু ঠিক হয় নি।

প্রশান্ত। বাঃ, তা তোর জন্যে আমি কি এখানে এক মাস বসে থাকব? আমার যেন অন্য কোন কাজ কর্ম্ম নেই। যাবি যদি, তবে সব ঠিক্ঠাক্ করে নে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে, কবে যাবি তা ঠিক্ করে বলবি নে? কিরে, তোর কি যাবার ইচ্ছে নেই না কি? কি তোর মনের কথা খুলে বল দেখি। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দিন কিছু করিনি, এখনও কিছু করব না।

সীতা। তবে এবারেও তোমার বোনটিকে ক্ষমা কত্তে হবে দাদা। আমি যাব না,—যেতে পারব না।

প্রশান্ত। যাবি নে—যেতে পারবি নে—এ কথার মানে কি?

সীতা। এখানকার এমনি সব ব্যাপার, নিজের চোখে দেখে, কাণে শুনেও কি আমায় নিয়ে যেতে চাও দাদা? ওই যে বুড়ো দাদু, আমি গেলে উনি কি আর বাঁচবেন? আর একজন,—যিনি আমার মায়ের অভাব পূরণ করেছেন—তিনি রোগশয্যাশায়িনী।

প্রশান্ত। তা এঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তুই সর্ব্বস্ব বলি দিবি?

সীতা। সে ত আজ নয় দাদা, আমি তো অনেকদিন আগেই স্ব ইচ্ছায় আত্মবলি দিয়েছি—

কাঁদিয়া ফেলিল

প্রশান্ত। দিদি,—সীতা—

সীতার মুখখানা কোলে লইল

সীতা—(স্থির হইয়া) আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার মনে হয়—আমার কাছে গেলে তুই ভাল থাক্‌বি।

সীতা। না দাদা, আমি এখানে থাকলেই ভাল থাকব। এখান থেকে আমায় অন্য যায়গায় নিয়ে যাবার কথা হ'লে আমার বড় কষ্ট হয় দাদা। জগতে আমার অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে,—তাই দাদা, তোমার পায়ে ধরে বলছি আমায় আর কোথাও নিয়ে যেয়ো না;—এখানে এমনি ভাবে থাকবার অধিকার দাও।

পায়ে পড়িল

প্রশান্ত। ওকি পাগলামি করছিস্ দিদি? আমি কখনও তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিনি, কখনও করব না—তা তো জানিস্ ভাই। মাসিমা যখন মারা যান তুই তখন এতটুকু। আমি তখন তোদের বাড়ী থেকে পড়ি। আমার হাতেই ত তুই মানুষ। জ্যোতির কথা আগে শুনেছিলেম, পরে পরিচয় হ'ল। তার আদর্শ মত করে তোকে শিক্ষা দিলুম—তখন কি জানতুম আমার সব শিক্ষাই এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

সীতা। কিছু ব্যর্থ হয়নি দাদা। তুমি আমায় পায়ের ধুলো দাও আশীর্ব্বাদ কর দাদা আমি যেন তোমার শিক্ষা যথার্থ সার্থক করে তুলতে পারি।

পায়ের ধুলা লইয়া উঠিল

প্রশান্ত। তাহলে তুই সত্যিই যাবিনি ?

সীতা। যেতে পারব না দাদা—আমায় আশীর্ব্বাদ কর—যেন তোমার শিক্ষার মর্য্যাদা রাখতে পারি।

প্রণাম

প্রশান্ত। তবে তাই হোক বোন। আশীর্ব্বাদ করি তোর শিক্ষা সফল হোক।

প্রস্থান

ছুটিয়া ইভার প্রবেশ ও সীতাকে জড়াইয়া ধরা

ইভা। কেমন, তুমি নাকি যাবে ?

সীতা। আড়ি পেতে সব শুনেছিস্ বুঝি ?

ইভা। সব শুনেছি দিদি। আমার কাণ মলে দাও। ও বাবা! ঐ আবার দাদু আসছেন, পালাই।

প্রস্থান

নেপথ্যে বিহারী। সীতা!

বিহারীর প্রবেশ

বিহারী। কবে যাওয়া স্থির হল দিদি ?

সীতা। আমি যাব না, আপনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন না দাদু—

বিহারী। ওরে, আমি তোকে তাড়াব দিদি, আমি তোকে তাড়াব ? তুই যে আমার প্রকাশের দান! কিন্তু পারবি দিদি এখানে থাকতে ?

সীতা। শ্রীধর আমায় শক্তি দেবেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি ব্রত পালন কর্ত্তে পারি দাদু!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা, সুরেশ বাবুদের বাড়ী—সুসজ্জিত বৈঠকখানা

সুরেশবাবুদের পরিবার, জ্যোতি, ডাঃ ডাটা প্রভৃতি আধুনিক ও আধুনিকার দল—একটা চা পার্টির শেষের দিক

দেবযানী। ডাঃ ডাটা, প্রায় ন'টা বাজে কিন্তু।

ডাঃ ডাটা। হাঁ এইবার Finishnig touch. Mrs Mukherjee, এইবার আপনার একখানা গান।

জনৈক বৃদ্ধ। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

দেবযানীর গীত

আজ ফাগুনে পড়ল মনে তোমার কথাই প্রিয়।
মোহন বাতাস স্মৃতি তোমার করলে মোহনীয়॥
নীল আকাশে রূপের মেলা,
যেন শিশুরা করছে খেলা,
গন্ধরাজের ছন্দে হৃদয় কোমল কমনীয়॥
দূর পাপিয়ার গানের তানে শুনি তোমার গীতি,
চাঁদের মুখে তোমার হাসি রাঙ্গায় রঙ্গিন বীথি
তোমায় পেয়ে ভুবন মাঝে
প্রাণে আলোর নূপুর বাজে,
জীবন মরণ মধুর ক'রে তোমার প্রেমের পরশ দিও॥

গীতান্তে করতালি ধ্বনি

ডাঃ ডাটা। Very succesful party. All wish good luck to Barrister Mukherjee.

ডাঃ ডাটা ভিন্ন বাহিরের সকলে নমস্কারাদি করিয়া
চলিয়া গেল, সুরেশ বাবু ও মাধবী
তাহাদের দেখিতে গেল

দেবযানী। (জ্যোতির্ম্ময়কে) এখনো টাইম আছে। চলনা Picture palace এ। চমৎকার বই। আজই last show।

জ্যোতি। Feel a bit tired darling. সোফায় শুয়ে থাক্‌তেই আজ ভাল লাগছে।

দেবযানী। তা হ'লে চলুন ডাক্তার ডাটা আমরা দেখে আসিগে। এই শো টা মিস্ কল্লে একটা ফার্ষ্ট্ ক্লাস্ বই মিস্ করবো।

ডাঃ ডাটা। Ever ready Mrs Mukherjee. আমি যাচ্ছি, সোফারকে ডেকে নি'গে। আপনি আসুন।

প্রস্থান

দেবযানী। (যেতে যেতে ফিরিয়া) রাগ কল্লে ?

জ্যোতি। মানে ?

দেবযানী। তোমাকে একলা ফেলে যাচ্ছি।

জ্যোতি। How silly ! একলা ফেলে যাচ্ছ মানে ?

দেবযানী। আমায় মাপ করো।

জ্যোতি। দোষ কি কচ্ছ মাপ করবো ? বরং আমি তোমায় নিয়ে যেতে পাচ্ছিনে তাই আমিই তোমার কাছে মাপ চাইছি।

দেবযানী। তুমি গেলে বেশ হতো। কিন্তু দাঁড়িয়ে কথা বল্‌বার তো সময় নেই।

জ্যোতি। যাও। Dr Dutta is waiting. Thank him for me.

দেবযানী। Of course. Bye Bye.

প্রস্থান

জ্যোতি একটি চুরুট ধরাইল, মাধবী ও সুরেশের প্রবেশ

মাধবী। দেবযানী আজও বায়স্কোপে গেল নাকি? মেয়েটা একেবারে বায়স্কোপ-পাগল। তা বাবা তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে না? ও আবার যে অভিমানী মেয়ে।

জ্যোতি। বড় ক্লান্ত বোধ কচ্ছি, মা।—মা!—

মাধবী। ওঃ, তা হ'লে ঐ সোফাতেই একটু বিশ্রাম কর। দেবযানীর আজ ছবি দেখতে না গেলেই ভাল হত।

প্রস্থান

সুরেশ। ঘরে না থেকে এ সময়টা বাগানে একটু বেড়াও জ্যোতি, তাতে শুধু যে দেহের অবসাদ ঘুচবে, তা নয়, মনের অবসাদও দূর হবে। শরীরটা কি খুবই ক্লান্ত বোধ হচ্ছে?

জ্যোতি। না, খুব বেশী নয়।

সুরেশ। কৈ, আজকের ব্যাপারে তোমার বন্ধুদের কাউকে ত বল্লে না জ্যোতি?

জ্যোতি। আমার বন্ধু—

সুরেশ। হ্যাঁ, তোমার সব কলেজের বন্ধু, হেমেন, কিশোর, প্রণব।

জ্যোতি। না এর মধ্যে তাদের আমি ইচ্ছা করেই আনিনি। আজ যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে ওদের ঠিক খাপ খায়না আপনি ত জানেন। ইচ্ছা আছে দেশী ভাবে নিমন্ত্রণ করে তাদের একদিন খাওয়াব।

সুরেশ। হ্যাঁ, সেই ভাল, আমারও একান্ত ইচ্ছা তাই।

মাধবীর প্রবেশ

মাধবী। ওগো তোমার একটি ছাত্র, বল্লে জ্যোতির বন্ধু, এসেছে, জ্যোতির সঙ্গে দেখা কত্তে চায়। নাম বল্লে প্রশান্ত।

জ্যোতি। প্রশান্ত!

উঠিয়া পড়িল

সুরেশ। হাঁ প্রশান্ত। আমার খুব মনে আছে। দেখা করতে পারবে কি? শরীরটা—

জ্যোতি। খুব পারবো।

যাইতেছিল

সুরেশ। ওকে এখানেই পাঠিয়ে দাও মাধু। জ্যোতি আজ ক্লান্ত, এখানে বসেই কথা হবে।

মাধবী। আচ্ছা।

প্রস্থান

সুরেশ। বসো জ্যোতি। তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন জ্যোতি? এ সেই প্রশান্ত নয়, যে তোমার সেই বসন্তের আক্রমণের সময় প্রাণ তুচ্ছ করে তোমার সেবা করেছিল?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

প্রশান্তর প্রবেশ

সুরেশ। এস, এস প্রশান্ত। ভাল ত বাবা?

প্রশান্ত। নমস্কার। আপনি ভাল?

সুরেশ। হাঁ বাবা ভালই বলতে হবে। তা তোমরা দু' বন্ধুতে আলাপ কর আমি আসছি।

প্রস্থান

জ্যোতি। প্রশান্ত!

প্রশান্ত। হ্যাঁ, মিষ্টার মুখার্জ্জি।

জ্যোতি। মিষ্টার মুখার্জ্জি?

প্রশান্ত। আমাদের জ্যোতি ত এত দিন মিষ্টার মুখার্জ্জি হবার সাধনাই করেছে, এখন সে নামে আপত্তি করবার কারণ কি?

জ্যোতি। আমি জানতেম না যে প্রশান্ত তুমি সীতা দেবীর দাদা।

প্রশান্ত। জানলে কি হ'ত?

জ্যোতি। কিছুই হত না, তবে জানতেম না।

প্রশান্ত। এখন কি করে জানলে?

জ্যোতি। ইভা তোমাদের অনেক কথাই আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। তার সে সব চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। কারণ রামনগরে চিঠি লিখবারও আমার অধিকার ঘুচে গেছে।

প্রশান্ত। ঘুচে গেছে, না নিজেই ঘুচিয়েছ?

জ্যোতি। একই কথা।

প্রশান্ত। একই কথা নয়। স্বর্গ হাতে পেয়ে নিজের পায়ে তুমি তাকে দলে চলে এসেছ। আমি আমার বোনের জন্য ওকালতি কত্তে আসিনি। কারণ সে এখন সকল ওকালতির ওপরে। সে কথা বোধ হয় শ্রীমতী ইভা দেবীর পত্রেই তুমি জান্‌তে পেরেছ। এসেছি একদিন যে তোমাতে আমাতে তর্ক হয়েছিল আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ-জীবন নিয়ে; তার জবাবটা শুনিয়ে যেতে।

জ্যোতি। তোমার তর্কের প্রবৃত্তি এ বয়সেও গেলনা—আমার তা শেষ হয়ে গেছে।

প্রশান্ত। তা দেখতে পাচ্ছি, অন্তরে তোমার বার্দ্ধক্য এসেছে, নইলে এরি মধ্যে দৃষ্টি-শক্তি এত ঘোলাটে তোমার হত না।

জ্যোতি। দাদু কেমন আছে প্রশান্ত?

প্রশান্ত। কল্পনাই করতে পার, তবে আছেন এই পর্য্যন্ত।

জ্যোতি। মা?

প্রশান্ত। কেন? তুমি কি খবর রাখ না, তোমার জন্য সকল কান্না তোমার অভাগিনী মার শেষ হয়ে গেছে? সেদিকের কোনও সংবাদ নেওয়াও তুমি কর্ত্তব্য মনে কর না? তাঁরা এতই অপরাধী?

জ্যোতি। মা নেই?

প্রশান্ত। নেই।

জ্যোতি। নেই!

প্রশান্ত। মা নেই, তবু দাদু রয়েছেন! কে রেখেছে জান? সীতা!

জ্যোতি। সীতা! বিবাহ করলেন না, তপস্বিনী হয়ে পরের বোঝা বহন করছেন। দাদু যদি তাঁকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তাঁর ক্ষতিপূরণ করতে চান, আমি তাতে বাধা হব না।

প্রশান্ত। সমস্ত জেনে শুনে হৃদয়হীনের মত কথা বলো না। তার ক্ষতিপূরণ যে ঐশ্বর্য্যে হত, সে ঐশ্বর্য্য যে তোমার দাদু হারিয়ে ফেলেছেন, তা তুমি ভাল রকমই জান। এখন তোমাদের তুচ্ছ জমিদারীর মূল্য সীতার কাছে কিছুই নয়। তোমার এত সুযোগ থাকতে একবার, কাচ কাঞ্চন যাচাই করে দেখবার ধৈর্য্য তোমার রইল না, এইটেই আমার দুঃখ। কিন্তু আমি হয় ত তোমাকে অন্যায় তিরস্কার করছি, আমার ততখানি বন্ধুত্বের অধিকার তুমি হয় ত স্বীকার কর না।

জ্যোতি। কর বন্ধু আমাকে তিরস্কার। তুমি ছাড়া আমাকে তিরস্কার করবার এখানে কেউ নেই। একবার আমায় বুকে করে তুমি যমের

হাত থেকে ফিরিয়েছিলে, আমি ভুলিনি। আজও তুমি আমায় আঘাত করে ব্যথা দিয়ে, আমার অসাড়তা ঘুচিয়ে দাও।

প্রশান্ত। জ্যোতি, বন্ধু! এত নিঃস্ব তুমি, তা ত মনে করিনি। তোমাকে ভৎ´সনা করতে এসেছিলুম যে! কিন্তু কাকে ভৎ´সনা করবো! এখন যে আর কোনও পথ নেই!

জ্যোতি। নেই, নেই, পথ নেই—জ্যোতির কথা তোমরা ভুলে যাও, জ্যোতি আর বেঁচে নেই, জ্যোতি মরেছে—জ্যোতি মরেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামনগর—সীতার কক্ষ

সীতা একখানা চিঠি পড়িতেছিল, ইভার প্রবেশ

ইভা। দিদি!

সীতা চমকিয়া চোখ মুছিল

একি! তুমি কাঁদছো কেন দিদি? কেউ তোমায় কিছু ব'লেছে কি? আমার মা—কি মাসীমা—

সীতা। না ভাই কেউ কিছু বলেনি।

ইভা। তবে তুমি বুঝি শুধু শুধুই কাঁদছো? দিদি—না, তুমি আমায় মিছে কথা বল্‌ছ, আমায় ভুলাতে চাচ্ছ।

সীতার গলা জড়াইয়া ধরিল

সীতা। কোন পুরানো কথা মনে হ'লেই চোখে জল আসে ভাই—কেউ কিছু বলেনি।

ইভা। কি পুরানো কথা ভাবছ দিদি?

সীতা। সে সব শুনে তোমার কি হবে ইভা? ভাবছিলুম আমার মত অভাগিনী খুব কমই জন্মায়। ভাবছিলুম এ সর্ব্বনাশী যদি এখানে না আসত তোমার দাদা পর হতেন না। তাঁকে ফিরতেই হতো।

ইভা। এটা তোমার মিথ্যে ধারণা দিদি। তুমি না এলেও দাদা ঠিক যেতেন।

সীতা। পাছে আমায় বিয়ে কত্তে হয় এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি পালিয়েছেন।

ইভা। তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু তুমি এসে যে জ্যেঠিমা, দাদুর ভার, নিয়েছিলে তাতে দাদা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ী ছাড়তে পেরেছিলেন।

সীতা। কিন্তু আমি না হয়, জোর করে বিয়ে করলুম না।…যদি আমার বিয়ে হত—তাঁর মাকে, দাদুকে দেখত কে? দাদু যা বলেন, তা ঠিক্, তিনি নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর!

ইভা। দাদু যদি তাঁর বিলেত যাবার মত দিতেন, খরচ দিতেন, তা হ'লে দেবযানীকে দাদা বিয়ে কত্তেন না।

সীতা। যা বলছো ঠিক তার উল্টো। তোমার দাদা মাকে বলে গেছেন তিনি এই ব্রাহ্ম মেয়েটিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। তারই জন্যে তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, আত্মীয় সব ত্যাগ করেছেন।

ইভা। তুমি তাঁকে এত ভালবাস দিদি, তিনি কি তা টের পান না? মনে মনে যাকে ভালবাসা যায়, সে কি বুঝতে পারে না দিদি?

সীতা। সে মেয়েটীর মত ভালবাসা হয় ত আমার নেই।

ইভা। না দিদি, দেবযানী ভারী গর্ব্বিতা মেয়ে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আর কিছুতে তার দৃক্‌পাত নেই। পৃথিবীর কাউকে সে ভালবাসে বলে মনে হয় না। বিয়ের পরে তার প্রকৃতির যদি পরিবর্ত্তন না হ'য়ে থাকে ত, দাদা যে অভিমানী, তাঁর বুকে গোপন ব্যথা জমে জমে তাঁকে পাথর করে তুলবে! যাক্‌গে সে কথা। কে তোমায় চিঠি লিখেছে আজ সীতা দি?

সীতা। আমার দাদা!

ইভা। তোমার দাদা—প্র-প্রশান্তবাবু?

সীতা। হ্যাঁ। কলকাতা থেকে।

ইভা। দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, দাদার কথা কিছু লিখেছেন কি ?

সীতা। হ্যাঁ—এই দেখ।

ইভা। থাক্—কি হবে দেখে ? আচ্ছা—

পত্র পড়িতেছিল

নেপথ্যে স্নশীলা। ইভু—

সীতা। যাও ইভা! মাসীমা ডাকছেন।

ইভা। ডাকুক—আমি এখন কিছুতেই যাবনা।

সীতা। ছিঃ ইভা, মাসীমার কথার অবাধ্য হয়োনা। আমার কাছে থেকে কোনও লাভ নেই—যাও।

ইভা। তুমি আমার মা মাসীমাকে চেননা তাই অমন কথা বল্‌ছো। ওদের মনে সর্ব্বদাই ভয় জাগ্‌ছে পাছে আমি তোমার সঙ্গে মিশি, তোমার কথা শুনি।

সীতা। যদি ওঁরা বোঝেন আমার সঙ্গে মিশলে তুমি খারাপ হয়ে যাবে, তবে মিশবার দরকার কি বোন ?

ইভা। এর কারণ কি তা তুমি জানোনা দিদি। মাসীমা এক বড়লোকের পোষ্যপুত্রের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক করেছেন। তাঁরা দেখ্‌তে আসবেন, সেই তদ্বির কত্তেই ত মাসীমার আসা। আমি স্পষ্ট ব'লে দিয়েছি আমি বিয়ে করবো না।

সীতা। তাঁরা হয় ত ভেবেছেন, আমার মত তুমি নিচ্ছ, আমায় অনুকরণ করতে চাচ্ছ। কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি যে বাগদত্তা ভাই, ধর্ম্মতঃ আমার বিয়ে হয়ে গেছে। মা মাসীমা যা বলছেন, তাই কর। লক্ষ্মী দিদি, ওঁদের অবাধ্য হ'লে আমাকেও কষ্ট দেওয়া হবে।

ইভা। না দিদি, ওঁরা হৃদয় দেখেন না। দেখেন শুধু উপরের চাকচিক্য। মনে করেন, বড়লোকের ঘরে বিয়ে হলেই মানুষ সুখী হয়। সুখ অর্থ দিয়ে কেনা যায়, এঁরা তাই জানেন। কিন্তু প্রকৃত সুখ যে টাকায় বিকায় না, চাষার ঘরেও থাকে সেটা ওঁরা বুঝতে চাননা।

সীতা। প্রকৃত সুখ চাষার ঘরেও থাকে!

ইভা। হাঁ দিদি চাষার ঘরেও থাকে—চাষাও মানুষ।

সীতা। ইভা!

ইভা। আস্‌ছি দিদি।

পলাইল

বিহারীর প্রবেশ

বিহারী। সীতা!

সীতা। দাদু! আপনি—এখানে? আমায় ডাকতে রাখালদা'কে পাঠালেই ত পাত্তেন?

বিহারী। না ডাক্‌লে বুঝি আর যেতে নেই সীতা?

সীতা। আমি কতবার আপনার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গেছি দাদু, আপনি এত কাজে ব্যস্ত, মুখ তুলবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাননি।

বিহারী। আমারি দোষ দিদি, আমারি দোষ। তবে দোষ নয়। কতকগুলি কাজ আমায় সত্যি কত্তে হ'ল শ্রীধরের জন্যে, আমার মরণের ডাক এসেছেরে সীতা!

সীতা। অমন কথা বলবেন না দাদু!

বিহারী। সত্যি ডাক এসেছে। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি কোথায় যেন গিয়েছি। কি সুন্দর স্থান মনে কত্তে রোমাঞ্চ হয়। সেখানে

দেখলুম তোর ঠাকুর-মা দুই কোলে প্রকাশ প্রতাপকে নিয়ে বসে আর আমার বড় বৌমা পেছনে দাঁড়িয়ে। মায়ের আমার আয়ুষ্মতী মূর্ত্তি, সিঁথের সিঁদূর দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। শুনলুম প্রতাপ যেন বল্‌ছে বাবা এখনো তোমার কর্ম্ম ক্ষয় হয়নি তাই আমাদের কাছে আস্‌তে পাচ্ছনা। তীর্থ-ভ্রমণ করে কর্ম্মক্ষয় করে আমাদের কাছে চ'লে এস। আমি ওদের কাছে যাবার পথ পেয়েছি সীতা, আমি তীর্থ-ভ্রমণে যাব।

সীতা। তীর্থ-ভ্রমণে যেতে আপনার ইচ্ছে হয় দু'মাস বাদে গরমটা ক'মে এলে যাবেন। স্বপ্নের জন্য নয়, স্বপ্ন, স্বপ্ন। ওতে বিচলিত হবেন না।

বিহারী। বিচলিত হব কেন পাগ্‌লী? এ যে আমার মুক্তির পথ পেয়েছি, সে পথে বেরিয়ে পড়তে আর দুমাস দেরী করবো না, পারলে আজই যাত্রা করবো। তারই সব আয়োজন কচ্ছিলেম।

পকেট হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিয়া খুলিতে খুলিতে

এই কাগজগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ত দিদি!

সীতা। আমার এখন যে কাজ আছে দাদু, মাসীমার সব যোগাড় ক'রে না দিলে তিনি তো রান্না চড়াতে পারবেন না।

বিহারী। সেও কি তোকেই করে দিতে হবে সীতা? আর কি কেউ নেই, আমার এতবড় সংসারে যে রান্নার জোগাড় করে দ্যায়? আমার হুকুম সীতা, তুই আর ওদিকে যেতে পাবিনে। পরশু আমি কাশী যাব, সুশীলাকে ব'লে দিয়েছি সব যোগাড় কত্তে। এ দু'দিন তোকে আমি সংসারের কোন কাজ কত্তে দেবনা। বড় কষ্টের, কথা দিদি যে তুই এমনি ক'রে সব কথাই আমায় গোপন কত্তে চাস।

সীতা। এমন কিছুই ত হয়নি দাদু যা আপনাকে বল্‌তে হবে।

বিহারী। তোর ত কখনো তেমন কিছুই হবেনা। কেউ মেরে ফেল্লেও তো নালিশ তোর মুখ দিয়ে বেরুবে না—তা আমি জানি। জানি ব'লেই তার ব্যবস্থা করেছি। আমার অবর্ত্তমানে আমার সর্ব্বস্ব তোর, তুই দলিলখানা পড়ে দেখ।

সীতা। (পড়িয়া) দাদু !

বিহারী। তুই যা বলতে চাস্ তা আমি বুঝেছি, কিন্তু এ আমার দৃঢ় সঙ্কল্প।

সীতা। না না, আমি এ চাইনে, চাইনে। আপনার পায়ে পড়ি দাদু, আমায় সকল রকমে, সকলের কাছে, এমন অপরাধিনী করে রেখে যাবেন না। আমায় মুখ দেখাবার অন্ততঃ একটা দিকও রাখুন।

বিহারী। তোর মুখ দেখানোর পথ আমি নষ্ট করিনি সীতা। আমার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যে তোকে এ বাড়ী ত্যাগ কত্তে হতো সে কথা ভেবে দেখেছিস কি ? তাতে কি আমার বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করত সীতা ? আমি যে ভগবানের নামে শপথ করে তোকে নিয়েছিলুম তোর প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য আছে।

কাগজপত্র দিয়া প্রস্থান

সীতা। ওগো এত বোঝা, এত দায় তোমার জন্য বইছি, নিষ্ঠুর ! তুমি আমার কে ?

বসিয়া পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

রামনগর—জমীদার বাড়ীর একাংশ—রাখালের কক্ষ

ক্ষেন্ত রাখালের জন্য তামাক সাজিয়া আনিয়াছে

ক্ষেন্ত। নাও রাখালদা তামাক খাও।

রাখাল। তামাক? ও হ্যাঁ! তা তুই তামাক সেজে এনেছিস্?

ক্ষেন্ত। তুমি ত দেখছি ঘর ছেড়ে বেরোই না। কি হয়েছে বল দেখি।

রাখাল। কি আর হবে? বাবু ত আর বাইরে থেকে বাড়ীর মধ্যে আসেনই না। জমীদারী কাজে এমন করে উঠে পড়ে লাগতে এ বুড়োকে ত আমি কখনো দেখিনি। তামাক খেতে ভুলে যায়, রাখালকে গাল দিতে ভুলে যায়! বুড়োর জন্যে তামাকই যদি না সাজব, তবে আমার তামাক খেয়ে সুখটা কি বলতো? তুই নিয়ে যা তোর তামাক।

ক্ষেন্ত। তোমার জন্যে সেজে আনলুম তুমি খাবে না?

রাখাল। এ হুঁকো কল্কে তামাক কোথা পেলিরে?

ক্ষেন্ত। আর বল কেন? ঐ যে গাঁজাখোরটা এসেছে, সে যেখানে সেখানে তার গুল তামাক হুঁকো কল্কে ফেলে রাখে। চারিদিক সব ময়লা করে রাখে, আমাদের খাটুনি! আজ সব ফেলে দেব ভাবছিলুম, মনে পড়ল তুমি একদিন তামাক খেতে চেয়েছিলে, তাই সেজে নিয়ে এলুম। তুমি খাও তার পর সব পুকুরে ফেলে দেব।

রাখাল। না না, ফেলে দিস্‌নি। ভদ্রলোক তামাক খায়, ফেললে কষ্ট হবে। লোকটি মন্দ নয়, একটু পাগলাটে। আমার ঘরে ত আসেন, এই ঘরে রেখে যা, আমি তাঁকে বলবো আমার ঘরে এসেই তামাক খেয়ে যেতে, চাই কি সেজেও দিতে পারবো।

ক্ষেন্তু। হ্যাঁ, তুমি যাবে কেন ও মুখপোড়ার তামাক সাজতে?

রাখাল। আহা-হা—গাল দিস্‌নি। ছোট-বৌমার কে হন না? কি হন্‌রে?

ক্ষেন্তু। ছাই হন্‌। ভেয়ের সম্বন্ধী—

রাখাল। তা ওরা সব এসেছে কেন বলতে পারিস? বাবুটিকে ত জিজ্ঞেস করব ভাবি, কিন্তু লজ্জা করে—ছোট-বৌমার লোক!

ক্ষেন্তু। তা জাননা বুঝি? ইভা দিদিমণির বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন তাঁর মাসীমা। দেখেছ তাঁকে (চুপি চুপি) ঐ যে খাণ্ডারণী! তাকে নিয়ে এসেছে ঐ গাঁজাখোরটা!

রাখাল। তা বাবুটির ওপর তোর এত রাগ কেন বল্‌ দেখি?

ক্ষেন্তু। মুখপোড়া আমায় গাল দিয়েছে!

রাখাল। সে কি রে?

ক্ষেন্তু। হ্যাঁ, বলে কি জান রাখালদা' আমার নাকি ছবির মুখ।

রাখাল। ছবির মুখ কি রে?

ক্ষেন্তু। কে জানে? কলকাতায় পোড়ার মুখকেই হয় ত ছবির মুখ বলে থাকে। তা আমি শুনিয়ে দিয়েছি, বলেছি তোমার "পোড়ার মুখ!"

রাখাল। সর্ব্বনাশ! ওদের সঙ্গে এরি মধ্যে ঝগড়া সুরু করে দিয়েছিস? সীতা দিদিমণিকেই ওঁরা কি রকম জব্দ করে রেখেছে, তোকে ত তাড়িয়েই দেবে।

ক্ষেন্তু। তোমার পায়ের আশীর্ব্বাদে গতর খাটিয়ে খাব, আমার তাড়ানর

ভয় নেই। আর তুমি কি মনে কর ওরা কত্তা হ'লে আমরা থাকব নাকি? তা নাও, তামাক পুড়ে ছাই হয়ে গেল, খাও।

রাখাল। এনেছিস, দে।

হাত বাড়াইয়া হুঁকাটা লইতেছে, এমন সময় সুশীলার প্রবেশ

সুশীলা। ছি, ছি, ছি, কি জঘন্য কি জঘন্য! এ বাড়ীর এ দশা হবেনা ত, কোথায় হবে? ছোটলোক মিন্সে বুড়ো হয়েছে, এখনো এই কীর্ত্তি?

ক্ষেন্ত। কি কীর্ত্তি মাসীমা?

সুশীলা। চোপ্ রও হারামজাদী! স্বচক্ষে দেখলুম এখনো মুখের ওপর কথা! নষ্ট মাগী ঝাঁটা মেরে দূর করে দোবনা। রজনী! রজনী! জয়ন্তীকে ডেকে দেত—এসে দেখুক তার ঝি চাকরদের কীর্ত্তি। কতদিন বলেছি যে এ-গুলোকে দূর করে দাও, নতুন লোক কলকাতা থেকে নিয়ে আসি। তা ওর দয়া হচ্ছে, বলে পুরোণো লোক। পুরোণো হয়ে যে পচে গিয়েছে তা এসে দেখুক এখন।

ক্ষেন্ত। কি দেখবে মাসীমা? কাকে দেখবে? তোমার বোন আর তুমি আমাদের আর ক'দিন দেখছ? কত্তাবাবু দেখছেন, সীতাদি জানেন, এ বুড়ো মিন্সে আমার বর।

রাখাল। না মাসীমা, ও আমার নাতনীর বয়সী, ঠাট্টা করে বলছে।

সুশীলা। হারামজাদী ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে! আমি আর দেখলুম না? রজনী, রজনী, মাগীকে এসে জুতো-পেটা করে বার করে দেত।

ক্ষেন্ত। রাখাল-দা' চাষার মেয়ের মুখ একবার বার করবো নাকি?

রাখাল। দূর বোকা, কত্তা বাবু এখনো বেঁচে রয়েছে যে, দিদিমণিরা রয়েছে, গেরস্ত বাড়ী!

ক্ষেন্ত। তা হ'লে এস ঠাকরণ রাস্তায় চল, তোমার কথার জবাব দেব এখন।

সুশীলা। রজনী, রজনী, !—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, আমি যাব রাস্তায়? কে রাস্তায় যায় দেখাচ্ছি হারামজাদি!

ক্ষেন্ত। চেঁচামিচি কর ঠাকরুণ—বাপ তুলোনা বল্‌ছি।

সুশীলা। বাপ তুললে কি করবি রে হারামজাদি?

ক্ষেন্ত। (আস্তে আস্তে) খুন করবো। এ তোমার কলকাতা পাওনি, এ পাড়া গেয়ে জমীদার বাড়ী, কত গুম খুন আমরা করেছি।

সুশীলা। (সভয়ে) রজনী! রজনী!

রাখাল। না মাসীমা। কোন ভয় নেই ছুঁড়িটা মিছে কথা বলেছে!

রজনীর প্রবেশ

রজনী। অত চেঁচাচ্ছিলে কেন সুশীলাদি'। এই যে ক্ষেন্ত!

ক্ষেন্ত। তোমাকেও খুন করবো ছবির মুখ কোথাকার!

রজনী। খুন করবে কি?

রাখাল। ওটা পাগল—ও আবোল তাবোল বকে!

রজনী। পাগল, খুনের কথা বলে সে ত ভাল নয়। সত্যি খুন কত্তেও পারে ত?

সুশীলা। বেশ্যা মাগী, এই বুড়োটাকে নিয়ে ঢলাঢলি কচ্ছিল, আমি এসে পড়তে কত ঢঙ্‌ই কচ্ছে। কখনো বলছে এই মিনসে আমার ভাতার, কখন পাগল সাজছে। জয়ন্তীকে ডেকে আনতো—এই দুটোকে তাড়িয়ে দিক।

ক্ষেন্ত। তাড়িয়ে দিতে হবেনা। তোমরা এ বাড়ীতে আর কদিন থাকলে আমাদের অমনি যেতে হবে।

রজনী। তা তোমার ভাবনা কি? তোমার যে ছবির মুখ!

ক্ষেন্ত। তোর বাবার ছবির মুখ! তোর মা মাসী চৌদ্দ পুরুষের ছবির মুখ হতচ্ছাড়া অলপ্পেয়ে!

সুশীলা। কি, এত দূর আস্পর্দ্ধা? রজনী, দাঁড়িয়ে এ সব সইছিস? বুঝিয়ে মাগীর মুখ ভেঙ্গে দিতে পারিস নে?

ক্ষেন্ত। এস, কে মুখ ভাঙে এস, তুমি, না তোমার শালা?

রজনী। ওঁর শালা নয়, ওঁর দাদার শালা।

ক্ষেন্ত। দাদার শালা দাদার শালাই সই। এস।

রজনী। আস্‌ব কেন? তুমি ত আমায় গালাগাল দাওনি—আমার চৌদ্দপুরুষের ছবির মুখ বলেছ, সে ত ভালই।

সুশীলা। ভালই! হতভাগা গাঁজাখোর—মান-সম্ভ্রম বোধ পর্য্যন্ত নেই? আচ্ছা! আচ্ছা! দেখছি। জয়ন্তী—জয়ন্তী—

ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান

রজনী। গাঁজাখোর, গাঁজাখোর! কদ্দিন জুটছেনা বলতো রাখাল দা? দুত্তোর—তোমাকে আমিও রাখাল দা বলব, কি বল? (রাখাল হাসিল) তোমার চেহারা দেখে ভাবলুম, তোমার কাছে হয় ত মিলবে, তা তুমিও নিরামিষ। তা' হুঁকোটা হাতে করে রয়েছ কেন? টান—না হয় দাও। (লইল) এটা ত বুঝি আমার হুঁকো কল্কে, কোথা পেলে?

রাখাল। ক্ষেন্ত ভাঙ্গতে নিয়ে যাচ্ছিল।

রজনী। একেবারে তামাক সেজে ভাঙ্গতে যাচ্ছিল কেন? ক্ষেন্তর কি লুকিয়ে লুকিয়ে হয় নাকি?

ক্ষেন্ত। দূর মুখপোড়া!

রজনী। (তামাক টানিতে টানিতে) আচ্ছা রাখালদা মুখপোড়াটা কি

গালাগাল? আমি ওটা অনেক শুনেছি, কখন মনে হয়েছে গাল দিচ্ছে, কখন মনে হয়েছে আদর কচ্ছে।

ক্ষেন্ত। আদর কচ্ছে! আমায় বলবে ছবির মুখ, আর আমি যাব আদর কত্তে?

রজনী। হ্যাঁ ছবির মুখই ত।

ক্ষেন্ত। আবার?

রাখাল। ছবির মুখটা কি ঠাকুর?

রজনী। ও হরি তাও জাননা? বায়স্কোপ দেখনি?

রাখাল। কি বললে?

রজনী। বায়স্কোপ।

রাখাল। দেখিনি আবার? বাইশখোপ আমায় কি দেখাচ্ছ! আমার সম্বন্ধীর বিয়াল্লিশ খোপ ছিল। সেকালের পায়রা পোষার সখ ত একালে কারুরই দেখি না।

রজনী। পায়রা পোষা কি বলছ?

রাখাল। পায়রা না পুষলে অত খোপের কি দরকার, ও একখোপেই হয়—

রজনী। না, না, না, বাইশখোপ নয়—বায়স্কোপ। ছবি, ছবির মধ্যে লোকজন চলে, আবার শুনছি কথা কইবে, বিলেতে কইছে, কলকাতায় এখন আসেনি।

রাখাল। ওরে ক্ষেন্ত আমরা পাড়াগেঁয়ে কিনা, ঠাকুর আমাদের বুঝুচ্ছে, ছবিতে মানুষ চলছে আবার কথা কইবে! আর সত্যি মানুষের দরকার হবে না, ছবি দিয়েই কাজ চলবে।

ক্ষেন্ত। ঠাকুরের আজ বুঝি এক ছিলিম জুটেছে। দেউড়ীতে দরওয়ানের ঘরে গিয়েছিলে বুঝি ঠাকুর?

রজনী। সেখানে মিলবে নাকি ক্ষেন্তদি! এঁ্যা তাত জানি না, এখুনি যাব নাকি? কিন্তু তোমরা যে বুঝছ না—ছবিতে মানুষ চলে! এই ধর তোমার গামছাটা রাখালদা। এটা টাঙানো রইল—এত ময়লা নয়—সাদা। ফোঁস করে আলো এসে পড়ল আর গামছার মধ্যে সব গাড়ী ঘোড়া মানুষ চলতে লাগলো।

রাখাল। গামছার মধ্যে গাড়ী ঘোড়া হাতী চলবে, জমী পাবে কোথা?

রজনী। দুত্তোর ছাই—বোঝাতে পাচ্ছিনা।

ক্ষেন্ত। আচ্ছা। নাইবা বোঝালে—কিন্তু গামছা ত হ'ল ছবি, ছবির মুখটা হ'ল কোন খানটায়?

রজনী। ছবির মুখ হতে যাবে কেন? ছবিতে যারা চলবে তাদের মুখ। তোমার মুখখানা ছবিতে ভাল মানাবে।

রাখাল। যা'ত ক্ষেন্ত, গামছায় উঠে চলতো, দেখি মুখখানা তোর কেমন মানায় (হাস্য)।

রজনী। খালি হাসতেই পার—মুখ্খু কি না!

রাখাল। তা মুখ্খুই ত!

ক্ষেন্ত। ছবির মুখ তা হ'লে গাল নয়? তবে পায়ের ধুলো দাও ঠাকুর তোমায় গালমন্দ করেছি। মাসীমা যদি এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় তখন তোমার গামছায় চলতে যাবখ'ন।

প্রস্থান

রজনী। ক্ষেন্ত ভাল মানুষের মেয়ে, না রাখালদা'?

ক্ষেন্তর পুনঃ প্রবেশ

ক্ষেন্ত। রাখাল দা বাবু বাড়ীর মধ্যে আসছেন। যাও শীগগির তামাক সেজে দাও গে।

রাখাল। আসছেন? কই আমায় ত তামাক দিতে ডাকছেন না?

ক্ষেন্ত। বুড়োর আবার রাগ দেখ না? তামাক সেজে নিয়ে গিয়ে হাজির কর, তিনিই হয় ত তোমার ওপর রাগ করে আছেন।

রাখাল। ঠিক বলেছিস দিদি। গয়লা কিনা—আমার বুদ্ধিতে আসেনি।

উভয়ের প্রস্থান

রজনী। ক্ষেন্ত, ক্ষেন্ত, হুকো কলকে ভাঙ্গবে তা নিয়ে গেলে না? ক্ষেন্ত, ক্ষেন্ত—

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রামনগর—সীতার কক্ষ

সীতা ও ইভা

ইভা। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমার সম্বন্ধে কোন কথা মাকে বা মাসীমাকে বলতে যেওনা। যদি তুমি কোন কথা তাঁদের বল, তা হ'লে সত্যি বলছি, আমি আত্মহত্যা করে তাঁদের জ্বালা থেকে রক্ষা পাব।

সীতা। এমন করে নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ করে ফেলবি ইভা? তাঁরা যদি তোর মনের কথা জানতে পারেন, এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে দাদার সঙ্গে—

ইভা। চুপ চুপ দিদি। আমার জীবন ব্যর্থ হ'ল, সফল হ'ল, তাতে তাদের মাথা ব্যথা কিচ্ছু নেই। না দিদি তোমার পায়ে পড়ি, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক, তুমি কোনও কথা ওদের বল না। যাক্, তোমরা তীর্থে যাচ্ছ কবে?

সীতা। কি জানি? দাদু সেদিন একবার ভিতরে এসে ও-কথা বলে গেলেন—আর ত কদিন দেখা পাই না। সুশীলদাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, তিনি ত বল্লেন, আর কোন উচ্চবাচ্য কচ্ছেন না। খালি কাজ, কাজ।

ইভা। দিদি।

সীতা। কি বোন?

ইভা। কেন এমন হ'ল? এ বাড়ীতে কার অভিশাপ পড়ল? কি না

হতে পাত্ত? বাবা জ্যেঠামশায়, আজ তাঁরা রইলেন না কেন? দাদাই বা আমাদের ফেলে সাহেব হ'তে গেলেন কেন?

নপথ্যে বিহারী। সীতা! সীতা!

বিহারীর প্রবেশ

হারী। এই যে দুজনেই রয়েছ! কি হচ্ছিল দিদি?

াতা। ইভা আপনার জন্যে মালা গেঁথে রেখেছে, আপনার গলায় পরাবে।

হারী। আমার গলায় পরাবে? তোর হিংসে হবে না দিদি?

াতা। আমরা দুজনেই পরাবো। (মালা পরাইল)

হারী। দুজনকে নিয়ে ঘর করা কেমন তা ত জানিনে দিদি। (হাস্য) ঐ দেখ রাখাল বেটা, বুড়োর গলায় মালা দেখে হাসছে।

রাখালের প্রবেশ

আয় বেটা, নিয়ে আয় তামাক এখানে। বেটা বেঁচে আছো তাতো জানতেম না। আমি ত ভেবেছি তুমি মরে আমায় জুড়িয়েছ। নবাবপুত্র, তামাক সাজা আজকাল ছেড়ে দিয়েছেন।

া তা। আপনারই ত কদিন হুঁস্ ছিল না দাদু। আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে কাগজ পত্রের মধ্যে এমন ডুবে থাকতে আপনাকে আর দেব না।

িহারী। আর থাকতে হবে না। সব কাজ শেষ হয়েছে। না, আর একটি কাজ বাকী রয়েছে। আমার গলায় মালা দিলেই ত আর ইভাদির চলবে না, ওর সম্বন্ধে ছোট-বৌমা কি সব ঠিক কচ্ছিল না?

ইভার প্রস্থান

পালাল বুঝি? কি স্থির হয়েছে তুই জানিস সীতা?

সীতা। আমাকে সে সব কথা বলেন নি, তবে ইভাকে দেখে পছন্দ করে গিয়েছে এইটুকুই জানি।

বিহারী। কে তারা, কখন এল আমি কিছুই জানলেম না? যা'ত রাখালে, ছোট-বৌমাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় ত।

রাখাল। আজ্ঞে, তিনি আমায় কাজে জবাব দিয়েছেন।

বিহারী। তিনি তোকে কাজে জবাব দিয়েছেন? তো ব্যাটার আবার কাজ কি যে তোকে কাজে জবাব দেবেন?

রাখাল। আজ্ঞে সেই জন্মেই ত যাইনি।

বিহারী। ব্যাটার যেন যাবার কত যায়গা, বলে—সেই জন্মেই ত যাইনি। কোন চুলোয় যাবি?

রাখাল। তা ত সত্যি কোন চুলোয় আর যাব?

বিহারী। যা ছোট-বৌমাকে ডেকে নিয়ে আয়।

রাখাল। আজ্ঞে যাচ্ছি, তবে আর আসতে পারবো না।

বিহারী। আসতে পারবি নি কিরে?

রাখাল। আজ্ঞে মাসীমা এ বাড়ীতে আমায় দেখলে হাড় ভেঙ্গে দেবেন বলেছেন।

বিহারী। মানে?

রাখাল। তুমি কত্তাবাবু বাইরে পড়ে থাক, এরাঁই ত ভেতরে রাজত্বি কচ্ছেন। সীতা দিদিমণিকেই যার ঠেলে রেখেছেন, তা আমি!

বিহারী। সীতা!

সীতা। ও রাখালদা'র বাড়িয়ে বলা। ওঁরা একটু কর্তৃত্ব কত্তে চান, তা করুন না।

বিহারী। হুঁ। তুই যা রাখাল।

রাখালের প্রস্থান

নেপথ্যে জয়ন্তী। রজনী, হতচ্ছাড়া বুড়োটা এখনো বাড়ীর মধ্যে ঘুচ্ছে?

নেপথ্যে রাখাল। আজ্ঞে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কর্ত্তাবাবু আপনাকে খুঁজছেন।

নেপথ্যে জয়ন্তী। আমাকে? কোথায়?

নেপথ্যে রাখাল। এই ঘরে।

জয়ন্তীর প্রবেশ

বিহারী। এস বৌমা। রজনীকে ডাকছিলে, রজনী কে মা?

জয়ন্তী। আমার দাদার শালা।

বিহারী। ওঃ। তা' রাখালকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে কেন?

জয়ন্তী। বাড়ীর মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। সুশীলা দি' স্বচক্ষে দেখেছেন—

বিহারী। সুশীলা দিদি, তিনি আবার কে?

জয়ন্তী। তিনি আমার দিদি।

বিহারী। তিনিও এসেছেন? আর কে কে এসেছেন?

জয়ন্তী। আর কেউ আসেন নি, আর তিনিও এখানে থাকতে আসেন নি।

বিহারী। তা' তিনি কি দেখলেন?

জয়ন্তী। বাড়ীতে ত আর মাথা নেই, ঝি চাকররা বেপরোয়া ইয়ারকি দিচ্ছে। ক্ষেন্ত না, কি—সেই ঝিটা আবার সুশীলা দি'কে বলে, খুন করবো—এ জমীদার বাড়ী এখানে অনেক গুম খুন হয়েছে।

বিহারী। বলেছে নাকি, বেটি ত তা হ'লে কম নয়? রাখালে বেটাও পাজি হয়েছে দেখছি। বেটাকে তা হ'লে আর অন্দরে ঢুকতে দেওয়া নয়।

জয়ন্তী। আপনি একেবারে বাইরে পড়ে থাকলে এই রকম সব গণ্ডগোলই হয়। এই ত ইভাকে দেখে পছন্দ করে গেল তবু কথাটা পাকা-পাকি হতে বাকী রয়ে গেল !

বিহারী। কেন ?

জয়ন্তী। তাঁরা আরও কিছু টাকা চান।

বিহারী। আরও টাকা চায় ? পাঁচ হাজার ত আগে চেয়েছিল বলেছিলে, তাতে ত আমি রাজীই ছিলুম। আরো কত চায় ?

জয়ন্তী। আরও হাজার দুয়েক টাকা চায় আর—আর—

বিহারী। থাক্ বৌমা, যাদের অত খাঁই তাদের আশা ছেড়ে দাও—ও পাত্রে ইভার বিয়ে দেওয়া হবে না। এতদিন যখন রয়েছে, আরো দুটো দিন থাক। আমি ভাল পাত্র খুঁজে ইভার বিয়ে দিয়ে যাব।

জয়ন্তী। হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেব বাবা ? মেয়ে এদিকে আঠার উনিশ বছরের হয়ে উঠল যে, আর ঘরে রাখা কি ভাল দেখায় ? শুনেছি ছেলেটি সব রকমে ভাল, ল' পাশ করেছে।

বিহারী। আজকাল বাজারে ল' পাশের ছড়াছড়ি বৌমা, কেউ ওর দিকে ফিরেও চায় না। ও সম্বন্ধ ছেড়ে দাও। নরহরি বাঁড়ুয্যের পোষ্যপুত্র না ? সেই রকমই ত শুনেছিলেন। তার কথা ভুলে যাও। আমি যোগ্যপাত্রে ইভাকে বিয়ে দিয়ে যাব—দেখে খুসী হবে।

জয়ন্তী। আপনি ত শুনছি এই মাসেই তীর্থে বেড়িয়ে যাচ্ছেন বিয়ে দেবেন কি করে ?

বিহারী। তার জন্তে তোমার ভাবনা নেই মা। সুশীল থাকবে, আত্মীয় স্বজন রইল, টাকাকড়ি রইল, সব হয়ে যাবে। আমি না আসতে পারলে তুমিই সম্প্রদান করবে। পাত্র ঠিকই আছে, বল ত এখনই তাকে একখানা পত্র লিখে জানিয়ে দিই।

জয়ন্তী। পাত্র কে?

বিহারী। পাত্র আমাদের সীতার মাসতুতো ভাই প্রশান্ত। ছেলেটিকে দেখেছ ত বৌমা?

জয়ন্তী। প্রশান্ত?—প্রশান্তকে আপনি ইভার উপযুক্ত পাত্র মনে করতে পারেন বাবা, কিন্তু আমি তাকে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করি।

বিহারী। প্রশান্ত কিসে ইভার স্বামী হবার অনুপযুক্ত তাকি আমি জানতে পারি বউমা?

জয়ন্তী। নিশ্চয়ই জানতে পারেন বাবা। ইভার পক্ষে তার ঘর করা ভারি মুস্কিল হবে, কারণ সে এখনও জানেনা—কোন গাছে ধান জন্মায়,—ঢেঁকিতে ধান ভানা অনেক পরের কথা।

বিহারী। যদিই সে জানতে পারে কোন গাছে ধান জন্মায়, যদি তাকে চেয়ার ছেড়ে রান্না ঘরে মাতৃমূর্ত্তিতে গিয়ে বসতে হয়, সেটা কি তুমি এতই অপমান মনে কর বউমা?

জয়ন্তী। সে লেখা পড়া শিখে থাকতে পারে কিন্তু আমি তাকে নিজ মুখে গর্ব্ব করতে শুনেছি—সে নিজে মাঠে গিয়ে লাঙ্গল দিতে লজ্জা বোধ করে না। এ রকম চাষা প্রকৃতির লোককে বিয়ে করতে ইভা কখনই রাজী হবে না।

বিহারী। তুমি তোমার মেয়েকে এতটা স্বাধীনতা দিয়েছ যে নিজের স্বামী নিজেই সে নির্ব্বাচন করবে?

জয়ন্তী। শিক্ষা পেলে পরে তারা নিজেরাই স্বাধীন হতে চায় বাবা, আর কারও মতামতের ধার ধারে না। আপনি যে স্বাধীনতা বিরুদ্ধবাদী কিন্তু আপনি কি সীতাকে অবাধ স্বাধীনতা দেন নি যাতে—

বিহারী। বউমা—

সীতা। দাদু—থামুন। আপনার পায়ে পড়ি, চুপ করে থাকুন।
আপনি চলে যান কাকীমা বাইরে যান।

বিহারী। তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন সীতা, আমার মাথা এখনও ততদূর খারাপ হয়নি। বউমা, এতদিন আমার বড় অহঙ্কার ছিল কেউ আমার মুখের উপর কখনো কথা বলতে পারেনি, কেউ কোনদিন পারবেও না। আমার সেই জ্ঞানটা আজ তুমিই ভেঙ্গে দিলে। যাক্ তোমায় বেশী কথা বলতে চাইনে, শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি, তোমার পছন্দমত পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পার—আমায় বাধ্য হয়ে বিয়ের খরচের ভারটা বইতেই হবে—এ ছাড়া তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই জেনো। তুমি এ আশা করো না তোমাদের আমার সম্পত্তি দিয়ে যাব। আমার সব উইল করে দিয়েছি—আমার অবর্ত্তমানে আমার পৌত্রবধূ সীতা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমি তাকে এনেছিলুম—আমার এই গৃহের একমাত্র অধীশ্বরী বলে তাকেই ভেবেছিলুম, আমার সে কথা আমি রেখেছি। যাক্ তোমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছি সেটা তোমায় শুনিয়ে রাখা ভাল মনে করি। তুমি মাসে পঞ্চাশ টাকা সীতার কাছ হতে পাবে, এতে তোমার খরচ চলে যাবে। কাল হ'তে সীতাকে বাড়ীর কর্ত্রী বলে জানবে। জেনো—তারই ওপর নির্ভর ক'রে তোমাদের থাকতে হবে। সীতা তোমাদের দাসী নয়, সীতার অর্থে তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হচ্ছে মনে রেখো। যাও আমায় আর বিরক্ত করোনা।

জয়ন্তী। সীতা—সীতা—সীতাই তোমার মাথাটি খেয়েছে।

প্রস্থান

সীতা। দাদু, আমায় এ লজ্জার মধ্যে কেন ফেললেন দাদু—আমি কাল হতে মুখ দেখাব কেমন করে?

বিহারী। ওরা যে তোকে অবহেলা করে রে—মনে ভাবে তুই কোথা হতে উড়ে এসে পড়েছিস, ওদের অনুগ্রহের ওপরে নির্ভর করে তোকে বেঁচে থাকতে হবে। আমি জানিয়ে দিলুম তুই আমার পরমহংস—তুই আমার পৌত্রবধূ। সে তোকে গ্রহণ না করুক, দশজনে না জানুক, আমি জানি তুই তারই নামে উৎসৃষ্ট একটি ফুল।

সীতা। আপনার নাতীকে—কেবল আপনার একটি কথা না রাখার জন্যে এতবড় দণ্ড দেবেন দাদু?

বিহারী। আবার তার কথাই এনে ফেলছিস সীতা? দেখ বড় দুঃখ হয়েছিল, রাগ হয়েছিল, শ্রীধরকে সামনে রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আর তার মুখ দর্শন করব না। আমার মা মরণের সময় বলতে চেয়েছিলেন, যেন সে নরাধমকে আমি ক্ষমা করি, আজ তুইও সেই কথাই বলতে চাচ্ছিস। কিন্তু না দিদি আমি কিছুতেই তাকে ক্ষমা করব না। তাকে আমি একটী পাই দোব না, তোর যদি ইচ্ছে হয় সীতা, যদি কোনদিন তোর দরজায় ভিখারীর মত হাত পেতে এসে দাঁড়ায়, তবে তাকে নগদ টাকা কিছু দিতে পারবি, আমার বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি কাউকে দান কত্তে পারবি না, এ কথা যেন মনে থাকে। ওরে দেখ দেখি বুকে হাত দিয়ে এ হাড়গুলো সব যে ভেঙ্গে গেছে রে, একি আর জোড়া লাগে?

পঞ্চম দৃশ্য

জয়ন্তীর কক্ষ

ইভা, জয়ন্তী, সুশীলা, উমেশ

উমেশ মোট বাঁধিতেছিল

জয়ন্তী। থাকবার আর যায়গা হবে না? খাওয়া পরার জন্যে দয়ার দানের পিত্তেসে এখানে থাক্‌বো? না। সীতা ছুড়ির হাত তোলা খেয়ে বেঁচে থাকা! ধিক্ না এমন প্রাণ!

সুশীলা। সব ঐ ছুঁড়ীর চক্রান্ত বুঝলি না? ইভাই ত সম্পত্তির মালিক। ও উইল ফুইল আইনে টিকবে না দেখিস্ তুই। আমার উকীল ভাসুর-পো রয়েছে কি কত্তে? ছুঁড়ির হারামজাদকি! হারামজাদী ডাইনি! বুড়োটার মাথা খেয়েছে! যে ঢলানী, বলা যায়না এই বুড়ো বয়সেও—

ইভা। মাসীমা!

সুশীলা। তুই থাম। বুড়ো-ধাড়ি চাকরটাই যখন ঝিটার সঙ্গে—

ইভা যাইতেছিল

জয়ন্তী। কোথা যাস? এই খানে বসে থাক। এই দত্যিপুরে তোকে খুঁজতে গেলে আজ আর গাড়ী পাওয়া যাবে না।

ইভা। গাড়ী পাওয়া যাবে না—কোথায় যাবে?

জয়ন্তী। ন্যাকামি? কোথায় যাবে? তুমি যেন কিছু বোঝনা? দেখ দিদি, বোকা মেয়েটা কি? এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা? তা হলে ওর মাথাটিও খাওয়া যাবে।

সুশীলা। খাওয়া বাকী রয়েছে কিনা ?

ইভা। আবার মামীমার বাড়ী গিয়ে উঠবে ?

জয়ন্তী। না হয় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব—তবু এখানে থাকবো না।

ইভা। দাদু ত আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলেননি মা ?

জয়ন্তী। চুপ কর তুই! তোর জন্যেই না আমার এ অপমান সইতে হ'ল ? আমি ত আসতে চেয়েছিলুমই না, তুই ত আমায় জোর করে নিয়ে এলি! তুই আমার কণ্টক, যা কিছু ত তোরই জন্য। আর যদি একটু বুদ্ধি থাকে, তুই হলি সবের মালিক, আর উড়ে এসে জুড়ে বসল কোথাকার কে, তার জন্যে ওর যত দরদ! এখানে থাকলে যে কি অপমান সে বোধটাও তোর নেই ? কি লেখাপড়া শিখেছিস্ তা হ'লে ? তোর মামা মামী দুটো খেতে না দেয় তোকে বিয়ে দিতে না পারি, শিক্ষিতা মেয়ে তুই, চাকরী করে খাবি। আমার জন্যে তোর ভাবতে হবে না।

রজনীর প্রবেশ

রজনী। হ্যাঁ, আজকাল চাকরীর ভাবনা কি ? ফিলম্ কোম্পানী যা সব হচ্ছে, কত ভদ্রলোকের মেয়ের তাতে কাজ হবে। এতদিনে নিতাই ফিল্ম করপোরেশন্ হয় ত গ'ড়ে উঠলো, এর পর তুমি আমায় বলোনা জয়ন্তী দিদি, কত চাকরী চাও। এখানে আর পেরে উঠছি না। ক্ষেস্তর কথায় হুকোটা ভেঙ্গে ফেলে দরোয়ানদের কাছে গেলেম, ওমা সব ফাঁকী ? একটা দম দিতে না পারলে ত আর পেরে উঠছি না। বড় থাক্, ছোট তামাকের ব্যবস্থাই যে এখন নেই! উমেশ ভায়ার জানা আছে নাকি ?

উমেশ। দূর, মায়েরা রয়েছে কি করে বলি ?

জনী। তবে দাদা একবার আসতে হবে—

শীলা। থাম্ গাঁজাখোর, আগে বাঁধা-টাধা হোক তারপর উঠিস্ এখন।

নপথ্যে সীতা। কাকীমা—

জয়ন্তী। (যেন শুনে নাই এই ভাবে) কি ক'রে বাঁধলিরে—এর মধ্যে কি রকম আল্‌গা হয়ে পড়েছে দেখ দেখি? এতখানি রাস্তা গরুর গাড়ীতে যেতে যেতেই যে সব খুলে ছড়িয়ে পড়বে—পথের মাঝে বাঁধাও মুস্কিল হবে যে! রজনী একটু ভাল করে বাঁধ ভাই। হ্যাঁরে উমেশ, ক'খানা গাড়ী বলে এসেছিস—ঠিক তিন খানা ত? আবার ঠিক সময় আস্‌বে তো? কে জানে বাপু, তোদের পাড়াগাঁয়ে সবাই যে ঢিমে চালে চলে। দেখিস বাপু ট্রেণের সময় দু' মিনিট দেরী করলেই সব মাটি।

উমেশ। ঠিক্ তিনখানাই বলেছি মা, ঠিক সময়েই আসবে তার জন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

সীতা। (বাহির হইতে) কাকীমা—

উমেশ। দিদিমণি যে আপনাকে ডাকছেন ছোট-মা?

জয়ন্তী। ডাকলেই কি আমার এখন যাওয়ার সময় আছে? তুই কি সময় দেখতে পাচ্ছিস নে? নে নে, তুই আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিসনে বাপু। দিদি যাও ভাতে ভাত চড়িয়ে এসেছ, এতক্ষণে হয়ে থাকবে, নামিয়েই ডেকো।

সুশীলার প্রস্থান

দশটায় বার হতে হবে, আটটা বেজে গেল সে খেয়াল রেখো রজনী—

সীতার প্রবেশ

সীতা। তুই ও-সব কি কচ্ছিস উমেশ? কাকীমার মাথার ঠিক নেই বলে তোদেরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যা ও-সব কিছু গুছোতে হবে না—তোর নিজের কাজ দেখগে যা।

জয়ন্তী। মাথা খারাপ এখনো হয়নি বাছা, তবে হতেও আর দেরী নেই। তুমি আমায় পাগল করবার চেষ্টায় আছ বটে। কেন বাছা, কি করেছি তোমার? এত অপমান করেও শান্তি পাওনি—আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এসেছ।

সীতা। আমি আপনাকে অপমান কত্তে এসেছি—আপনি এ কথা মনে ভাবছেন কাকীমা? আমি—আমি—

জয়ন্তী। অপমান কত্তে এসনি, তবে কি কত্তে এ ঘরে এসেছ বাছা?

সীতা। আমি আপনার পায়ে ধরে আপনার কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করতে এসেছি।

জয়ন্তী। থাক্ গো থাক্, ঢের হয়েছে—আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না। এ অভিনয়টুকু করবার কি দরকার ছিল বাপু। এইবার আস্তে আস্তে বিদায় হও—আমাদের কাজে আর বাধা দিও না। হাঁ করে কি দেখছিস বল তো রজনী—ঘড়ীতে দেখে আয় কটা বাজল! নাঃ—তোদের জন্যই দেখছি গাড়ী ফেল কত্তে হবে। আজ আমায় জব্দ করবার মতলব তোদের তা আমি বুঝেছি, দেখে আসি দিদির হ'ল কিনা।

যাইতেছিল

সীতা। যাবেন না, একটু দাঁড়ান কাকীমা, কথা শুনে যান।

জয়ন্তী। কি বল?

সীতা। আমি জানি আপনি আমায় বিশ্বাস করবেন না কাকীমা—আমি এর কিছুই জানতেম না। ঘরে নারায়ণ আছেন তিনি জানেন—আমি কোনদিন দাদুর কাছ হতে একটি পয়সা পাওয়ার প্রত্যাশা করেছি কি না। আমি তাঁর পায়ে ধরে কেঁদেছিলুম—আমায় এ দায়িত্ব যেন না দেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার প্রার্থনা শুনলেন না।

জয়ন্তী। তাই, তুমি যে জমিদারণী হয়েছ, সে ক্ষমতাটা আমাদের দেখাবার জন্যই আমাদের এখানে রাখতে চাও, কেমন?

সীতা। মিছে কথা কাকীমা, আপনি ভুল ধারণা করে রেখেছেন। দাদু দিতে চাইলেই আমি নেব কেন? আমার এতে অধিকার কি? আমি কিছু নেব না, যাদের জিনিষ তারাই সব পাবে। আপনার বাড়ী-ঘর, আপনি থাকুন কাকীমা, আমি আজই দাদার কাছে চলে যাব।

জয়ন্তী। তাঁর উইল হয়ে গেছে—সে কথা তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না।

সীতা। না, কিন্তু সে উইল বদলাতে কতক্ষণ? দাদুকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি—যাতে উইল বদল হয় তাই করবো। আপনার পায়ে পড়ি কাকীমা—

পায়ে পড়িল, ইভা তাহাকে ধরিতে আসিবে এমন সময়

সুশীলার প্রবেশ

সুশীলা। থাক গো বাছা, ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ভিজ্‌ভিজে বেড়াল তুমি—ইঁদুর মত হাঁদা মেয়েকে দুটো নরম কথায় তুমি ভোলাতে পার, তা বলে সবাইকে ভোলানো, সকলের চক্ষে ধূলো দেওয়া ভারি শক্ত তা জেনো। তুই হাঁ করে কি শুন্‌ছিস্ বল দেখি জয়ন্তী? যদি তোর মনের মধ্যে একটুকু মনুষ্যত্ব থাকে,—জয়ন্তী

একটা কথা কাণে না তুলে আজ এখনই বেরো। যদি কখনো এ বাড়ীতে আসার মত আসতে পারিস তখন আসবি।

জয়ন্তী। ঠিক বলেছ দিদি। উমেশ, বাঁধা হয়েছে? তা হাঁ করে কি শুনছিস? যা, দেখ, গরু-গাড়ী কখানা এল কি না। না এসে থাকে, ডেকে নিয়ে আসবি। তুই যা হাঁ করে বসে আছিস কেন বল দেখি? যা, স্নান করে এসে যা পারিস খেয়ে নে।

রজনী। চমৎকার ছবির গল্প, বেশ জমে আসছে, এমন সময় খাওয়া? আচ্ছা যাই। ইভা খাবে না?

জয়ন্তী। না, ইভা এ বাড়ীর জলবিন্দু মুখে দেবে না।

রজনী। আমি খাবো!

রজনীর প্রস্থান

সীতা। বেশ। উমেশ দাঁড়িয়ে রইলি কেন—গাড়ী না এসে থাকে—ডেকে নিয়ে আয়। সঙ্গে গিয়ে একেবারে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসবি।

উমেশের প্রস্থান

কাকীমা, তবে তাই ভাল, আপনারা যা বিশ্বাস করেছেন, তাই সত্য হোক্। আসুন তবে।

যাইবার উদ্যোগ

সুশীলা। তুমি ত চল্লে বাছা—কিন্তু গোটা ত্রিশেক টাকা চাই যে আমাদের,—অমনি না, ধার চাইছি, কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেব। তা বাছা, শুধু হাতে আমরা টাকা নেব না—তুমি ইভার এই হার ছড়াটা রেখে দাও, আমরা যত শীগ্‌গীর পারি টাকা পাঠিয়ে দেব, তুমি হার ছড়াটা পাঠিয়ে দিয়ো।

সীতাকে ইভার হার প্রদান

সীতা। বেশ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

রামনগর—দর-দালান

ক্ষেন্ত ও ইভার প্রবেশ

ক্ষেন্ত। (একটি দরজার কাছে গিয়া) দিদিমণি, সীতা-দিদিমণি—একটিবার দরজাটি খোল। ইভা-দিদিমণি তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছেন।

সীতা। (ভিতর হইতে) ওকে যেতে বল ক্ষেন্ত, আমি দেখা করতে পারব না, আমার শরীর বড় খারাপ হয়েছে।

ইভা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) দিদি,—একটিবার দরজা খুলবে না দিদি?—একটিবার শেষ দেখা করবে না? আমি লুকিয়ে এসেছি—বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। একটিবার দোর খোল। আর হয় ত এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, তোমার কথাও আমি আর শুনবো না—আমার কথাও তুমি শুনবে না।

সীতা। (ভিতর হইতে) আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—সুখী হও।

ক্ষেন্ত ও ইভার প্রস্থান

সহসা দরজা খুলিয়া সীতার প্রবেশ

সীতা। ক্ষেন্ত—ক্ষেন্ত—

ক্ষেন্তর প্রবেশ

ক্ষেন্ত। কি দিদিমণি?

সীতা। তুইও কাঁদছিস? এই দেখ আমার চোখে জল নেই!—ইভা খুব কাঁদছিল রে!

ক্ষেন্ত। এখানে খুব কাঁদছিলেন। ওদের কাছে ত কাঁদতে পারেন নি! চোখ লাল দেখেই—কাঁদছিলি বুঝি—বলে যে বকুনি! জল খেতে চাইলেন—পথের ধারে অনেক পুকুর আছে বলে ছোট-মা হিড়হিড় করে টেনে দিদিমণিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

ক্ষেন্তর প্রস্থান

সীতা। চলে গেল? ইভা? ইভাও চলে গেল! ইভা! ইভা!

বিহারী প্রবেশ করিল

বিহারী। কি হয়েছে দিদি! কাকে ডাকছিস্?

সীতা। দাদু! কি কালসাপিনীই ঘরে রেখেছেন, তার নিশ্বাসে সবই যে পুড়ে গেল দাদু। ইভা চলে গেছে—

বিহারী। এ্যাঁ! ইভাও চলে গেল? শ্রীধর!—

সীতা। এই হার—ইভার এই হার, দাদু। আপনার এ বাড়ীর একমাত্র মেয়ের এই হার আজ সে বাঁধা রেখে গেল আমার কাছে,—এক ভিখারিণীর কাছে—হাত পেতে আমাকে তাই নিতে হোল! ওদের ফেরান দাদু—ওদের ফেরান!

বিহারী। (নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল) কাকে ফেরাব,—ইভাকে? তাকে যে রাক্ষসীতে গ্রাস করেছে! ওদের যেতে দে দিদি,—ওদের যেতে দে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিতাই গাঙ্গুলির কক্ষ

নিতাই, রজনী ও জয়ন্তী

জয়ন্তী। এই মদ তোমায় ছাড়তে হবে বাবা।

নিতাই। (মত্ত অবস্থায়) নিশ্চয়, নিশ্চয়, মদ ছাড়তে হবে বৈকি? কি বল চার্লি?

রজনী। হ্যাঁ, আপনি ছাড়বেন মদ? এখনো গাঁজাই ধরলেন না, মদ ছাড়বেন কি করে?

জয়ন্তী। সব সময় এমন বেহুঁস হয়ে থাক, একটা কাজের কথা বলবার সময় পাইনে।

নিতাই। কাজের কথা? শুনতে হবে বৈকি? কাজের কথা—ওঃ বাবা—শুনবোনা? কি কাজের কথা? নিতাই ফিল্ম করপোরেশন? সে ত complete, ক্যামেরা এসেছে, ক্যামেরাম্যান এসেছে—artistও এসে পড়ল—কি বল চার্লি? আর্টিষ্ট?

রজনী। আঃ, ক্ষেন্তটা যদি আসত! কি ছবির মুখ!

নিতাই। কে ক্ষেন্ত? ক্ষেন্ত,—এ্যাঁ stop—মিস্ ষ্টপ! কোথায় সে?

রজনী। রামনগর।

নিতাই। রামনগর? By Jove! সে ত আমারই জমীদারী! এই ত মা বলছেন রামনগর আমার জমিদারী—

জয়ন্তী। তোমারি ত বাবা—তোমাদেরি। তা তোমরা যদি আপনার

গণ্ডা বুঝে না নাও ত অপরে লুটে খাবে! তোমার হাতে মেয়ে দিলুম এই ভেবে যে তুমি তার সম্পত্তি উদ্ধার কর্ব্বে। তা তুমি যদি অমন নেশা করে চোখ বুজে পড়ে থাক ত আর কি হবে? সে সম্পত্তি পেলে, কি দরকার তোমার ছবির কোম্পানী খুলে? রজনী ত দেখে এসেছে সব।

নিতাই। চার্লি?

রজনী। ওরে বাবা—জমীদারী ত নয়—যমের বাড়ী! কি বিরাট পুরী —ভয় করে! লোকজন নেই বেশী—বড় বড় দালান—বড় বড় গেট —হাতী, ঘোড়া—

নিতাই। হাতী-ঘোড়া? All right—grand location—তা হ'লে কংসবধটাই আগে তোলা যাবে! কংসবধ বাবা—চালাকি নয়! একেবারে হা-মা-কা! হা-মা-কা—হাতে মাথা কাটা—তারি initial সই—হা-মা-কা—এঃ—হা মা কা—এঃ চার্লি—হা মা কা—

উচ্চহাস্য

রজনী। এঃ হা মা কা—(হাস্য)

নিতাই। এই, stop Charlie! No insult mother-in-law! (বিনীত ভাবে) আপনি কি বলছিলেন মা?

জয়ন্তী। বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। বলছি, বুড়োটা মরে গেলে মকর্দ্দমা কত্তে হবে, উইল পণ্ড কর্ব্বার জন্য।

রজনী। তোমার আর তর সইছে না ঠাকরুণ! বুড়োটা আগে মরুক না—তার পর হবে। না হয় যাও না—বুড়োটাকে মেরে এসো গে, এই নাও আমার কাছে আফিম আছে।

টেবিলের ওপর কৌটা রাখিল

জয়ন্তী। যত হতভাগা জুটেছে আমার কপালে!

ইভার প্রবেশ

ইভা। এ ঘরে আবার এসেছ মা? তোমায় আমি বারণ করিনি?

জয়ন্তী। তোর জন্যই ত আমার সব, নইলে আমার আর কি?

ইভা। হ্যাঁ আমার জন্যেই, যাও তুমি এখন এ ঘর থেকে।

জয়ন্তী। যাচ্ছি। সুশীলাদি' যে গেল তার ভাসুরপোর পরামর্শ নিতে, কই একটা চিঠি দিয়েও ত আর কিছু জানালে না?

প্রস্থান

ইভা। আজ দিনের বেলাই আরম্ভ করেছে রঞ্জনী মামা!

নিতাই। That's very bad Charlie দিনের বেলা! ছি! ছি! তবে you are mistaken darling, দিনের বেলা আরম্ভ করিনি, দিনের বেলা শেষ কচ্ছি। (সবটুকু পান) you see (ইভা চলিয়া যাইতেছিল) শোন (ইভা ফিরিল) চলে যাচ্ছিলে যে?

ইভা। থাকবার প্রয়োজন নেই তাই।

নিতাই। অত সোজা? না। ভাবটা যেন আমায় careই করনা! (ইভা হাসিল) হাসছ? আমাকে ভয় করোনা? (ইভা নীরব) (খুব জোরে) you!

রঞ্জনী। আমারি হাসি পাচ্ছে তা ইভা!

নিতাই। You dog, shut up.

রঞ্জনী। কি হ'ল?

নিতাই। তোমার মুণ্ডু হ'লো। I am not going to stand all this. এই, কথা কও!

রঞ্জনী। শুধু শুধু কি কথা কইবে?

নিতাই। You shut up. (ইভাকে) you kiss me, kiss me.

ইভাকে ধরিল

ইভা। রঁজনী মামা!

রজনী। যাচ্ছি—আমি বাইরে যাচ্ছি।

নিতাই। No, এখানে থাক্‌বে। Kiss—চার্লির সামনে kiss, সবার সামনে—ছবিতে তোমায় play করতে হবে।

রজনী। ও হরি—তাত জানতুম না। ছবিতে সাজ্‌বি? তবে আর দোষ কি? ছবিতে চুমো খেতে দোষ নেই!

ইভা। আচ্ছা থাচ্ছি, ছেড়ে দাও। (নিতাই ছাড়িয়া দিল ইভা টেবিলের ওপর হইতে আফিমের কৌটা লইয়া) যদি জোর করত এখনি এই আফিম খেয়ে আমি মরব।

রজনী। ওরে নিসনি—নিসনি—আমার আর নেই।

নিতাই। Stop you—আমি কিনে দেব। Charlie, কংসবধ নয় বিষবৃক্ষ—কুন্দ—suicide! (সুরে) আমার নাম হীরে মালিনী আমি থাকি ইভার কুঞ্জে—ইভা! হা! হা! হা! ইভা—বেশ নামটি ওন্টালেই ভাই। ইভা ভাই! (অগ্রসর হইল—ইভা পিছাইল) জোর করব না ভাই ইভা। করযোড়ে নত জানু হয়ে প্রার্থনা করবো ইভা ভাই—

সেইরূপ করিতে গিয়া পতন—ইভা আসিয়া মাথা কোলে লইল

ইভা। রজনী মামা—একটু জল।

রজনী। জয়ন্তী দিদিকে ডাকব কি?

ইভা। না, মাকে নয়!

রজনীর প্রস্থান ও জল আনয়ন

ইভা। দাও মামা! (নিতাইয়ের মুখে চোখে জল দিল) মামা?

ইভা। কোন ভয় নেই ত ?

রজনী। না।

ইভা। আমিও জানি, না। এত আজ আর নতুন নয়—প্রায় রোজই ত, কিন্তু একদিন—

রজনী। হ্যাঁ, একদিন পিলে ফাটবে সে নিশ্চিত। তবে এখনো গাঁজা খেলে বাঁচতে পারে। যাকগে, তুই আফিমের কৌটোটা আমায় ফিরিয়ে দে।

ইভা। ওটা আমার কাছে থাকবে।

রজনী। কেন, তুইও কি একটু একটু আফিম ধরবি নাকি ? তা মন্দ নয়, অনেক কিছু সয়ে যাবে। দেখ্‌লি না—আমায় নিতাইদা' Dog বল্লে, কেমন হাসিমুখে সয়ে গেলুম। সব আফিমের জোরে। কোকেন নাকি আরো ভাল, একবার দেখতে হবে! তুইও একটু একটু নেশা ধর এ সব সইতে পারবি।

ইভা। সীতা দি' হলে কি করত রজনী মামা ?

রজনী। সে বেটিত নেশায় মশগুল হয়ে রয়েছে, দেখে এসেছি। ছাখ্‌—তোকে চুপি চুপি বলি, সে ছুঁড়ি জ্যোতিকে মনে মনে খুব ভালবাসে, নইলে টাকাকড়ি সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, চাকর দাসীর মত খাটছে দেখে এসেছিস্ তো! সে বেটী ওই ভালবাসার নেশায় মশগুল হয়ে আছে! কি নেশারে বাবা! না খেয়ে না ছুঁয়ে মশগুল। কিন্তু তুই, তুই পারবি কি ?

ইভা। আমায় তুমি পায়ের ধূলো দাও মামা, আমায় আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন পারি, না হয় আমার যেন মৃত্যু হয়।

রজনী। ওরে আমার পায়ের ধূলো কেউ নেয় না রে পাগলী! আমার

আশীর্ব্বাদের কোন দাম নেই—আমিই ত তোর মাকে মাসীমাকে বলে এখানে তোর বিয়ে দিলুম।

ইভা। তোমার কোন দোষ নেই মামা। মা মাসীমা দাদুর ওপর জেদ করে শীগ্‌গির আমার বিয়ে দেবার জন্য পাগল হয়েছিলেন, আমি জানি। এখানে আসা আমার অদৃষ্টে ছিল তাই এসেছি—এতে কারও দোষ নেই। আর এখানে এসেই ত আশ্রয় পেয়েছি, নইলে যেতুম কোথা? কারো কাছেই যাবার আর আমাদের মুখ নেই। মামীমা—

রজনী। কে? আমার দিদির কথা বলছিস? ওঃ আমিই সেখানে আছি আপিমের জোরে, তা তোর মা আর তুই? তোরা জ্যোতির ওখানেও ত যেতে পাত্তিস।

ইভা। দেবযানীকে ত জান মামা?

রজনী। জানি বৈকি, প্রায়ই ত তার সঙ্গে বায়স্কোপে দেখা। ওঁহো, সুরেশবাবুর কাছে অনেকদিন যাওয়া হয়নি। এই ছবির ভাবনায় কি আর কিছু মাথায় আসে?

নিতাই। চার্লি।

রজনী। আজ্ঞে?

নিতাই। এখন রাত না দিন?

রজনী। দিন।

নিতাই। Shut up—এখন রাত।

রজনী। আজ্ঞে রাত।

নিতাই। All right, রাত। তবে ইভা ভাই—মদ খাবো।

রজনী। মদ ত নেই—আপিম আছে খেতে পারেন।

নিতাই। আমি আপিম খাবো? কোন দুঃখেরে শালা? দেখ ইভা

ভাই—আমায় আপিম খেতে বলছে। চার্লি আমায় আপিম খেতে বলছে আমি আপিম খেয়ে মরব—তার পর অন্য কাজ। কিন্তু আগে একটু মদ খাবো ইভা ভাইটি আমার—তার আগে একটি (জিভ কাটিয়া) Excuse me sir, my মামাশ্বশুর—my mother's brother-in-law.

ইভা। সবই হবে এখন, আগে কিছু খাবেন আসুন। কাল থেকে খাওয়া হয়নি আপনার—

রজনী। নেশা ধরল নাকিরে ইভা?—বেশ বেশ—

নিতাই। Shut up.

রজনী। কি বারেবারে shut up, shut up কচ্ছ? আচ্ছা, এবারে সত্যি shut up, চার্লির কি? তোমরা নিজেরা বোঝা পড়া কর, চার্লি চল্‌তি।

প্রস্থান

নিতাই। You stop, বলতে দাও। "বলতে দে জাহানারা, আজ সাত বৎসর যন্ত্রণা সহ্য করেছি—অউরঙজেব কি বলছিলে বল"।

ইভা। ভগবান!

নিতাই। চুপ করে রইলে কেন? বল?

ইভা। আমার কিছু বলবার নেই। আপনি খাবেন আসুন!

নিতাই। খাব কি? মদ খাব। (ইভাকে ধরিল)

ইভা। রজনী মামা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশী—বিহারীর বাসা বাড়ী

সীতা একখানা চিঠি পড়িতেছিল, বিহারী আসায় সেখানা বন্ধ করিল

বিহারী। আহা কি সুন্দর দৃশ্যই দেখলুম সীতা। সেই ছোট সন্ন্যাসীটিকে পেয়ে আমার আর তাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। কি তার মুখখানি, যদি একবার দেখতিস্ সীতা, তুই তাকে কখনো ছাড়তিস নে।

সীতা নীরব

আজ যে তুই কথা বলছিসনে, কি হয়েছে দিদি?

সীতা। ইভার একখানা চিঠি পেয়ে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেছে, কিছু ভাল লাগছে না।

বিহারী। ইভা চিঠি দিয়েছে? কি লিখেছে সে? বিশেষ কিছু—

সীতা। কাকীমা তার বিয়ে দিয়েছেন দাদু।

বিহারী। ওঃ তাই বুঝি সে তোকে লিখেছে! বিয়ে হয়েছে—ভালই, তার মা যে নিজের পছন্দমত সৎপাত্রে তাকে সমর্পণ করতে পেরেছেন, এ যথার্থই আনন্দের কথা—

সীতা। আনন্দের কথা নয় বলেই, সে এতদিন পরে সে খবরটা আমায় জানিয়েছে দাদু। তার মা আপনার ওপরে রাগ করে নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছেন। আপনি পত্রখানা একবার শুনুন দাদু। শুনলে তার অবস্থা বুঝতে পারবেন।

বিহারী। দরকার নেই দিদি, আমি ও-পত্র শুনতে চাইনে।

সীতা। আপনি পড়ে দেখুন দাদু, অভাগিনীর সান্ত্বনার স্থল আর ত কোথাও নেই—

বিহারী নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল

সীতা। কাকীমা রাগের বশে তার কি সর্ব্বনাশই করলেন! কাকীমার এ ভুল ভাঙ্গবে হয় ত একদিন, কিন্তু তখন আর শোধরাবার পথ থাকবে না।

বিহারী। মেয়েটার কোন দোষ নেই, কোন দোষ নেই—ওর ডাইনী মা-টা শুধু—তাই কি? আমারও কি ত্রুটি হয়নি? ওরে সবাই মিলে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে, আমার কি আর মাথার ঠিক আছে? এখন কি করতে পারি সীতা? চিঠিতে ত ঠিকানাও দেয়নি?

সীতা। কলকাতায় ছাপ রয়েছে দাদু। কলকাতা গিয়ে খুঁজে দেখলে হয় না?

বিহারী। কোথায় খুঁজবো? কার কাছে খুঁজবো? (নীরব) সীতা!

সীতা। দাদু!

বিহারী। আমি কালই বাড়ী যাব।

সীতা। এখনো আরো একমাস থাকবেন বলেছিলেন, তারপর কলকাতায় ইভার খোঁজ—

বিহারী। খোঁজবার আর আমার সময় থাকবেনা সীতা দিদি। আমি ওপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি। এই ইভাই আমায় এগিয়ে দিলে। আপনার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে দিয়েছি—সীতা, তবু মনে করিনি আমি

অন্যায় করেছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, ইভার আমি সত্যই অবিচার করেছি, অন্যায় করেছি। ইভা আমার মনে প্রথম দুর্ব্বলতা এনে দিলে, আমার ভয় হচ্ছে দিদি, ইভার আমি সর্ব্বনাশ করেছি। কি সর্ব্বনাশ যে করেছি আমি জানি না, কিন্তু আমার বুক কাঁপছে। সে সংবাদ জানবার আগে আমি যেন আর এ পারে থাকিনা দিদি। তোর ওপর ভার রইল, ইভার ঋণ পরিশোধ করবার।

রাখালের প্রবেশ

রাখাল। সেদিনকার সেই ডাক্তারবাবুটী এসেছেন, সঙ্গে একটী জুতোপরা মেয়ে।

বিহারী। কোন ডাক্তারবাবু?

রাখাল। সেই যে এ বাড়ী ভাড়া নেবার কথা বলেছিলেন!

বিহারী। সেই সাহেব বাবুটি! ডাক্তার কি করে বুঝলি?

রাখাল। পিরাণে তাঁর চোং দেখলুম যে!

বিহারী। কি বলতে চান?

রাখাল। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান?

বিহারী। দিদি তুমি যাও। বড় ক্লান্ত বোধ কচ্ছি; এখানেই তাঁদের নিয়ে আয়।

সীতা। না হয়, আজ তাঁদের যেতে বলে দিক।

বিহারী। না—না। যদি কাল থেকেই ভাড়া নেন নিক না। তুমি একটু সর দিদি। যা রে রাখাল।

সীতা ও রাখালের উভয় দিকে প্রস্থান

বিহারী ইভার পত্রখানা পুনরায় পড়িল

"আমার স্বামী ধনী, তাই তার সব দোষ ঢেকে গেছে, সে স্বেচ্ছাচারী, বিলাসমত্ত, চরিত্রভ্রষ্ট মাতাল। সে জানে নারী বিলাসের উপকরণ মাত্র।"—উঃ উঃ আমারি দোষ! আমারি—

ডাঃ ডাটা ও দেবযানীর রাখালের সহিত প্রবেশ

ডাঃ। দেখুন মশাই—আপনার এ বাড়ীখানাই আমাদের পছন্দ হয়েছে। তা আপনার কথাতেই রাজী। অহিন্দু রান্না কিম্বা খাওয়া এ বাড়ীতে করবো না। মাঝে মাঝে হোটেলে গিয়ে মুখ বদলে আসলেই চলবে; কি বলেন মিসেস্ মুখার্জ্জি?

দেব। তা যেন বুঝলুম। কিন্তু মিঃ মুখার্জ্জি কি এত ভাড়া দিতে সম্মত হবেন? তিনিও তো তার দাদুরই মত কঞ্জুষ।

বিহারী। দাদু! কার দাদু? ওঃ না। (পুনরায় চিঠিতে মন দিলেন)

ডাঃ। কঞ্জুষ বলে তাঁকে গাল দেবেন না। ব্যারিষ্টারদের আয়ের কথাটাও ভাববেন। দেখুন, বাড়ীখানা যত শীগ্‌গীর আমরা পাই ততই ভাল। নইলে আবার ক'দিনের জন্য অন্য বাড়ী দেখতে হবে।

বিহারী। কাল থেকে নিতে পারেন, কালই আমরা চলে যাব।

ডাঃ। কাল থেকে? By Jove! সে ত চমৎকার। তা হ'লে আসুন আজই লেখাপড়াটা করে কিছু টাকা advance দিয়ে যাই।

বিহারী। আপনি ভাড়া নেবেন? আপনার নাম?

ডাঃ। ডক্টর ডাটা—

বিহারী। ডাক্তার কি বল্লেন?

দেবযানী। Well Doctor, আমি বলি মিষ্টার মুখার্জ্জির নামেই বাড়ী নেওয়া ভাল, নইলে সে কিছু মনে কর্ত্তে পারে।

ডাঃ। তা হ'লে মিঃ মুখার্জ্জির নামে ভাড়া নেওয়া হবে। ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জি কাল এসে পৌছুবেন।

বিহারী। কে ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জি ?

ডাঃ। ব্যারিষ্টার জ্যোতি মুখার্জ্জি।

বিহারী। কে ? কে বল্লে—

ডাঃ। ব্যারিষ্টার জ্যোতির্ম্ময় মুখার্জ্জি। রামনগরের জমিদার।

বিহারী। কে ?—রাখালে, রাখালে, শীগ্‌গির এদের তাড়িয়ে দে। শীগ্‌গির—শীগ্‌গির আমার বাড়ী থেকে দূর করে দে।

ডাঃ। ওরে বাপরে ! একি পাগল নাকি ?

রাখাল। বাবু—আপনারা যাও, এখন ওঁর মন খারাপ।

ডাঃ। আসুন মিসেস্ মুখার্জ্জি, এ যে উন্মাদ পাগল। পুলিশে খবর দিতে হয়।

দেবযানীসহ প্রস্থান

বিহারী। সীতা ! সীতা !

সীতার প্রবেশ

বিহারী। কাল নয়, কাল নয়, আজই কাশী ছাড়বো। কাল সে কাশী আস্‌ছে, আজই কাশী ছাড়বো। আজই আজই !

সীতা। কে আসবে ?

বিহারী। জ্যোতি—জ্যোতি।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—জ্যোতির কক্ষ

জ্যোতি ও জয়ন্তী

জ্যোতি। কাকীমা এতদিন পরে এলেন? ইভার ওখানে বিয়ে দেবার আগে একবার আমাকে জানালেন না?

জয়ন্তী। তখন আমরা নিরাশ্রয় বাবা। তুমিও ত ছিলে তখন তোমার শ্বশুরের বাড়ীতে। কোথায় কার কাছে গিয়ে উঠব? বড় অভিমান হয়েছিল, তা তুমিও ত বাবা একবার আমাদের খবর নেওনি?

জ্যোতি। ও-দেশ থেকে এসে আপনার দাদার বাড়ীতে একবার খবর নিয়েছিলুম। আপনারা তখন রামনগরে, শুনে অনেকটা আশ্বস্তই হয়েছিলুম। ইতিমধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে আমি ত ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিনা। আমি হয় ত আপনাদের বিশেষ কিছুই কত্তে পাত্তুম না, কিন্তু ইভার ওখানে বিয়ে দেওয়াটায় হয় ত বাধা দিতে পাত্তুম।

জয়ন্তী। সে ভবিতব্য, যা হবার হয়েছে। এখন ইভার স্বার্থের উপর, একটু তোমার দৃষ্টি রাখতে হবে। অত বড় জমীদারি, তুমি মহৎ, তুমি হয় ত অমনি ছেড়ে চলে আসতে পার, কিন্তু তাই বলে ইভা তা থেকে বঞ্চিত হবে কেন? তুমি আইন শিখেছ! আইনের ফাঁক বার কর যাতে ইভার সম্পত্তি বাইরের লোক এসে না ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তোমার এটি করতে হবে বাবা।

জ্যোতি। আমার কাকিমা, কি আর ও সবের মধ্যে যাওয়া উচিত?

আমি ছেড়ে এসেছি ত সবই ছেড়ে এসেছি। ও-বিষয়ে মাথা ঘামাতেই আমার আর মন চাইছে না। আর কোনও উকিল ব্যারিষ্টার বরং—

জয়ন্তি। সেই বা তুমি ছাড়া কে করবে বাবা? নিতাই ত দিবারাত্র বেহুঁস হয়েই আছে, কিছুতেই তাকে এ বিষয়ে আমি সজাগ করে তুলতে পারছিনা। আমি যে কার বুদ্ধি নেই এমন লোক দেখিনা। মেয়েটাকে আর কি বলব? হাতে ধরে জলে ফেলে দিলুম কিনা তাই ভাবছি। জামাই যদি না শোধরায়—

জ্যোতি। অনুতাপ করে আর কিছু লাভ হবে না কাকিমা। জীবনের ভুলটা যখন করি তখন মনে হয় সে ছোট, কিন্তু যতই দিন যায় ততই বুঝতে পারি সে কত বড়, কত ভয়ানক! ইভার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে পার্‌ব কি?

জয়ন্তী। কি করে বলব বাবা? নিতায়ের আবার সেকেলে চাল।

জ্যোতি। তবে থাক্। আপনি কোথায় রয়েছেন?

জয়ন্তী। নিতাইএর সংসারেই থাকতে হচ্ছে, কোথায় আর যাব বাবা? সেই জন্যেই ত এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধেই করে উঠতে পারিনি।

জ্যোতি। আপনার ত তা'হলে খুবই কষ্ট হচ্ছে কাকিমা? যে সেকেলে চালের ভয়ে অতবড় শ্বশুর ঘরটা ছেড়ে রইলেন বাধ্য হয়ে তাতেই গিয়ে আবার পড়তে হচ্ছে!

জয়ন্তী। সবই ত মেয়ের জন্যে বাবা।

জ্যোতি। কারও মেয়ের জন্যে, কারও মায়ের জন্যে, কারও বাপের জন্যে, কারও ছেলের জন্যে এই রকম করেই ত অতীতটা বর্ত্তমানের সঙ্গে জড়িয়ে চলে কাকিমা। এটা আমার কথা নয়, ইভাই আমাকে এ

কথাটা একদিন শুনিয়েছিল। আমি অতীত থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছি, আপনি পারেন নি।

জয়ন্তী। আমি যে মেয়ে মানুষ বাবা।

জ্যোতি। হ্যাঁ, সেই জন্যেই। থাকৃগে, আপনি যদি, আমার এখানে থাকেন ভালই হয়; কিন্তু দেবযানী এখন এখানে নেই এই যা একটু অসুবিধে।

জয়ন্তী। দেবযানী কোথায়?

জ্যোতি। তার মার সঙ্গে কাশীতে গেছে। একটা বাড়ী ঠিক করে আমাকে যাবার জন্য তার করে ছিল। আমার শরীরটাও ভাল নয়, আর অন্যান্য অসুবিধেও আছে, তাই আমি যেতে পারব না wire করে দিয়েছি।

জয়ন্তী। তা হলে ত শিগ্‌গীরই ফিরবে মনে হয়। সে ফিরলে আর একদিন এসে দেখা করে যাব। শেষ হয় ত তোমার আশ্রয়ই নিতে হবে, তাতে আমার অগৌরব নেই, তুমি আমার ভাসুরপো। সুশীলাদি ত চিরকাল ভাসুরপোর ঘরে কাটিয়ে দিলেন। আজ তবে উঠি জ্যোতি, কালীঘাটের দলের এতক্ষণ হয় ত ফেরবার সময় হ'ল।

জ্যোতি। কালীঘাটের দল কি কাকিমা?

জয়ন্তী। গাঙ্গুলিবাড়ীর সেই দলের সঙ্গেই ত এসেছি বাবা।

জ্যোতি। ইভাও এসেছে?

জয়ন্তি। ইভা ত এ-বাড়ীতে থাকেনা। ইভাকে আলাদা বাড়ীতে রেখেছে। মেয়ে আমার খুব দুঃখে নেই। দুঃখ যা মনে। তবে আসি বাবা।

প্রস্থান

সুরেশবাবুর প্রবেশ

সুরেশ। জ্যোতি, তোমার কাশী যাওয়া হল না—বাবা ?

জ্যোতি। না, sir।

সুরেশ। কেন ? ওরা গিয়ে থাকল, তুমি গেলে না, সেটা—

জ্যোতি। শরীরটাও তেমন সুবিধে নয় আর কাজ কর্ম্মের অবস্থাও তেমন ভাল নয়—

সুরেশ। হুঁ, বুঝেছি। বাবা জ্যোতি, একটা কথা তোমায় অনেকদিন বলব ভেবেছি, আবার পাছে তুমি মনে কষ্ট পাও, তাই বল্‌তে সঙ্কোচও বোধ করছি। কিন্তু এতে তোমার মনে কষ্ট করবার কিছু নেই বাবা। তোমাকে আমি আমার জামাই পেয়ে ধন্য হ'য়েছি, কিন্তু আমার দিক থেকে কোনও যৌতুক—

জ্যোতি। আপনি আমার যা করেছেন, এর চাইতে বেশী যৌতুকের আমি যোগ্য নই। আজ যে আমি নিজের পায় যে ভাবেই হোক দাঁড়াতে পাচ্ছি সে আপনারই কৃপায়। আপনার দয়া না হ'লে আমি স্কলারসিপ্‌ও পেতুম না, আমার বিলেত যাওয়াও হত না।

সুরেশ। সে তোমার নিজের গুণে। তোমার ভাল University career তাই তুমি পেয়েছ। আমার তাতে কৃতিত্ব কি ? কিন্তু আমিও ভুলতে পারছিনে জ্যোতি আমার জন্যেই তোমার এমন স্নেহময় দাদু, ঐ বিশাল সম্পত্তি, সর্ব্বোপরি নারীরত্ন সীতা থেকে, তুমি বঞ্চিত হয়েছ ?

জ্যোতি। আপনার জন্যে ?

সুরেশ। হ্যাঁ আমার জন্যে। আমার তোমাকে অত্যন্ত ভাল লাগত, তাই তোমাকে আমিই ত বাড়ীতে ডেকে এনেছিলুম, তারই এই

পরিণাম। তুমি প্রতিবাদ করোনা জ্যোতি, আজ আমাকে সব কথা বল্‌তে দাও। আমার মনের কথা আমি কাউকে বল্‌তে পারিনে, তোমার মনের কথাও তুমি কাউকে বলতে পারনা সে কথা আমি বুঝতে পারি। আজ আমরা ছাত্র শিক্ষক নই, আজ আমরা শ্বশুর জামাই নই, আজ আমরা দুই বন্ধু। তোমার মত নাতিকে হারিয়ে তোমার দাদুর মনের অবস্থা কল্পনা করে, আমি চোখের জল রোধ করতে পারিনা। তুমি যা হারিয়েছে তার বদলে আমরা তোমাকে কি দিতে পেরেছি। (কিছুক্ষণ নীরব) একটু emotional হ'য়ে পড়েছি, না? তা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ এখানে নেই। এখন আমি একটা প্রস্তাব তোমার কাছে করি। আমার ত খরচ বেশী নয় জানই। মাধু একা আর কত খরচ করবে? আমার কয়েক হাজার টাকা জমেছে, সামান্য কয় হাজার সে টাকাটা তুমি এখন নিয়ে একটু ভাল রকম ষ্টার্ট করনা কেন? তুমি যখন পারবে পরিশোধ করে দিও। কিংবা সেটাকে তোমার বিবাহের যৌতুকও মনে করে নিতে পার।

জ্যোতি। আপনি ত জানেন আপনার কাছেই আমার শিক্ষা, আমারও ত খরচ পত্র বেশী নয়। দেবযানীর একটু টাকার দরকার হয় মাঝে মাঝে। অনেক সময় আমার চালিয়ে উঠতে কষ্ট হয়। ওঁর হাতে যদি নগদ টাকা কিছু থাকে—

সুরেশ। আমাকে আঘাত করবার জন্যে একথা তুমি বলনি নিশ্চয়, কিন্তু একথায় আমি অত্যন্ত আঘাত পেলুম বাবা।

জ্যোতি। কেন?

সুরেশ। দেবযানী আমাকে হতাশ করেছে সব চেয়ে বেশী।

জ্যোতি। একথা কেন বলছেন আপনি?

সুরেশ। আমি জানি দেবযানী তোমায় সুখী করতে পারেনি।

জ্যোতি। কিসে আপনি বুঝলেন ? আমার কোনও ব্যবহারে ?

সুরেশ। তোমার ব্যবহারে ? You are a perfect gentleman, perfect gentleman. তোমার ব্যবহার অনিন্দ্য, সুন্দর! তার যা ও প্রতিদান দিচ্ছে! কোথায় যে এ শিক্ষা পেলে ও ? ওর মার কাছে, আর কোথায় ? হাসছ যে ?

জ্যোতি। হাসছি এই ভেবে, যে আপনি যদি এতদিন সহ্য করে আসতে পারেন আমি পারব না ?

সুরেশ। ওঃ তাই ? শ্বশুর জামাই এক অবস্থা। কিন্তু তোমার আমার একটু তফাৎ আছে বাবা, আমার ত তুলনা করবার অন্য কিছু ছিল না তোমার যে অনেক আছে।

জ্যোতি। সে দিক আমার মুছে গেছে বাবা।

সুরেশ। জ্যোতি! জ্যোতি!!

জ্যোতি। কি ?

সুরেশ। আজ প্রথম তুমি আমায় বাবা বল্লে।

জ্যোতি। আজ আমিও একটু emotional হয়ে পড়েছি।

সুরেশ। এই emotion টুকুর জন্য আমি অনেক দিন অপেক্ষা করছিলুম বাবা। আমায় যদি বাবাই বল্লে তবে আর আমার টাকা কয়টা এখন ব্যবহার করতে তোমায় আমি ইতস্ততঃ করতে দেব না।—তুমিই আমার একমাত্র পুত্র। তোমার একটু সাহায্য করতে মন আমার কি রকম আকুল তাকি বুঝতে পার না বাবা ? আমি কালই তোমায় চেক্ পাঠিয়ে দেব। আর একটী কথা বাবা, দেবযানীকেও চলে আসতে তার করে দাও। একেবারে যা করতে চাইবে তাই করতে দিও না—দেখনা মাধুকেও ত

আমি মাঝে মাঝে ধমক ধামক দিই। না হয় একটু ঝগড়া-ঝাঁটি হলই! (হাসিলেন)

দেবযানী ও ডাঃ ডাটার প্রবেশ

জ্যোতি। একি?

দেবযানী। আগে টেক্সি ভাড়াটা দাও। কত হয়েছে ডাঃ ডাটা?—মাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে এলুম—

সুরেশ। কত হয়েছে বাবা?

পকেটে হাত দিলেন

ডাঃ ডাটা। ও আমি দিয়ে এসেছি।

দেবযানী। এ কি রকম কাণ্ড? আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে তুমি পরদিনই যাও, আর বাড়ী যখন ঠিক হল তখন তার কল্লে তোমার যাওয়া হতে পারে না!

জ্যোতি। বাড়ী ভাড়া করে ফেলেছ নাকি?

দেবযানী। তার জন্য যা কিছু লোকসান ডাঃ ডাটার করতে হ'য়েছে।

সুরেশ। না না সে কি? উনি কেন? জ্যোতি কিংবা আমি—কত টাকা? কালই চেক পাঠিয়ে দেব।

ডাঃ ডাটা। না বাড়ী ভাড়া হয়নি। প্রায় হচ্ছিল আর কি? চমৎকা একখানা বাড়ী। পরদিন থেকেই ভাড়া হবার কথা, এক বুে বাড়ীওয়ালা বেশ ভাল কথা বার্ত্তা কইছে, হঠাৎ কি রকম চিৎক করে উঠলো, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলে।

দেবযানী। আমি ত ভয়ে মরি। তাড়াতাড়ি হোটেলে এসেই তো টেলিগ্রাফ। আমরা ত হতভম্ব। মার দিল্লী আগরা ঘুরে আস ইচ্ছা ছিল, আমিও একবার ভাবলুম—যাই। আবার ভা

তুমি হয়ত রাগ করবে, রাগটুকু ত আছে, কাজ নেই। তার ওপর সেই পাগলাটার ভয় তখন মাথায়, তাই Doctorকে ধরে কলকাতা নিয়ে এলুম।

ডাঃ ডাটা। আমি সেই পাগলটার কথা পুলিশে জানিয়ে এসেছি—violent lunatic. তার বাইরে থাকা public danger. দাঁড়াও তার নামটা জোগাড় করেছিলেম।

পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া পড়িল

বেহারি মুখার্জ্জি।

সুরেশ
জ্যোতি
দেবযানী } বেহারী মুখার্জ্জি!

দেবযানী। বেহারী মুখার্জ্জি, সে কথা ত আগে বলেন নি?

ডাঃ। কেন? কি হয়েছে? এমন কি কথা, তাই ভুলে গিয়েছিলুম।

জ্যোতি। বুঝতে পেরেছেন Sir, আমার দাদু—আমার দাদু—পাগল হয়ে গিয়েছে!

দেবযানী। না—না—না আগে ত তেমন ছিলেন না। তোমার নাম করতে চেঁচিয়ে উঠলেন! আমাদের দূর করে দিলেন।

জ্যোতি। কিন্তু, আমি ত কাউকে দূর করতে পাচ্ছিনা! আমি যে শিক্ষিত, আমি যে সভ্য, আমার যে চিত্তকে দমন করতে হবে!

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রামনগর—বিহারীর শয়ন কক্ষ

বিহারী রুগ্নশয্যায় নিদ্রিত—সীতা ও সুশীল

সীতা। একটু তন্দ্রার মত এসেছে।

সুশীল। আমি কি করবো সীতা? কবরেজ মশায় যা বল্লেন তাতে তো আজ কলকাতায় রওনা হওয়া ঠিক হবে না। অথচ "ইভা ইভা" ক'রে পাগল হয়েছেন।

সীতা। কাশী থেকেই আরম্ভ। কালীঘাট তারকেশ্বর কোন গতিকে সেরে কতক্ষণে বাড়ী এ'সে আপনাকে কলকাতায় পাঠাবেন ইভার খোঁজে। এই চিন্তা, আর এই আলোচনা! হঠাৎ যে এতটা হ'বে তা বুঝতে পারিনি। আপনি বাড়ী ছেড়ে গেলে যদি ভালমন্দ হয় সুশীলদা' আমি একা স্ত্রীলোক কি যে উপায় করবো ভাবতে পারি না। দাদু চ'লে গেলে আমার কি হ'বে সুশীলদা? এই জমিদারী যে আমার কাছে অসহ্য বোঝা হবে দাদা!

সুশীল। অধীর হ'স্‌নি দিদি, শ্রীধর আছেন। তিনিই তাঁর সেবার জন্য তোকে টেনে এনেছেন, তিনিই তোকে সকল বোঝা বইবার শক্তি দেবেন। কিন্তু আমি কি করবো? তাঁর আদেশ উপেক্ষা করে বাড়ীতে রয়েছি যদি জানতে পারেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বিশেষ খারাপ হতে পারে। প্রশান্তর জন্য লোক পাঠাবো কি?

সীতা। প্রশান্তদা' এ বাড়ীতে এলে কি উপকার হবে?

সুশীল। তাকে যদি ইভার খোঁজে পাঠাই?

সীতা। না সুশীলদা তাঁর পুরোণো ব্যথা আর খুঁচিয়ে কাজ নেই।

সুশীল। চুপ চুপ একটু যেন জ্ঞান হচ্ছে। আমি যাই।

প্রস্থান

বিহারী। সীতা!

সীতা। দাদু! (কাছে গেল)

বিহারী। সুশীল চ'লে গেছেরে?

সীতা নীরব

চুপ করে আছিস যে? যায়নি বুঝি?

সীতা। এখনো যায়নি দাদু।

বিহারী। যায়নি, ভালই করেছে। আজকের দিনটা দেখে যাক। কিন্তু যায় যেন। তুই আমায় কথা দে সব চুকে গেলেও, ইভার ঋণশোধের চেষ্টার ত্রুটি করবিনে।

সীতা। কথা দিলুম দাদু।

কবিরাজের প্রবেশ

বিহারী। এসেছ কবরেজ? ত্যাখ হাত ত্যাখ। রোজ বল কিছু নয়। আজ আর তা তোমায় বলতে হচ্ছে না।

কবিরাজ হাত দেখিতে লাগিলেন

কবিরাজ। হুঁ।

বিহারী। হুঁ কি কবরেজ? তোমার ও ছাইভস্ম বড়িগুলো আর গেলাবেনা ত? আজ ঔষধ আমি বলে দিচ্ছি। গঙ্গাজল—আর শ্রীধরের চরণামৃত! নয় কবরেজ?

কবিরাজ। আপনার যখন ইচ্ছা—তাই হোক্, নইলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

বিহারী। আমার কি সে বয়েস কবিরাজ? আমার আর আশ কি? আমায় শ্বাস থাকতে থাকতে মুখে গঙ্গাজল দাও। কাণে শ্রীধরের নাম শোনাও।

ইঙ্গিতে রাখাল ও ভটচাযের প্রবেশ

এইরে রাখালে বেটা কাঁদছিস্ ত? চল তোকে সহমরণে নিয়ে যাই।

রাখাল। তাই নাও কত্তাবাবু তাই নাও, আমার যে আর কেউ নেই?

বিহারী। কেউ নেই কিরে? সীতা দিদিকে তুই হনুমানের মত আগলে রাখবি। যে কদিন থাকবি শ্রীধরকে তামাক সেজে দিবি। আর সীতা,—সীতার আর তুই কি করবি। সীতাই তোর সুশ্রূষা কত করবে। তুই শুধু মাঝে মাঝে তার দাদুকে মনে করিয়ে দিবি।

সীতা। দাদু! দাদু!

বিহারী। আমি যখন যাব, কাঁদবিনে কথা দিয়েছিলি মনে নেই?

সীতা। আমার যে কেউ থাকবে না দাদু?

বিহারী। তোর কাউকে ত দরকার নেই। তুই মাতা বসুমতীর মত সকলকে ধরে আছিস। তোকে কেউ ধরে নেই।

সীতা। দাদু আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার আশীর্ব্বাদের যোগ্য হই।

বিহারী। তোকে আমি আশীর্ব্বাদ করবো কিরে? তুই যে শ্রীধরের সেবিকা, তিনিই ত তোকে এখানে এনেছেন, তিনিই ত তোকে পথ দেখিয়ে দেবেন। সুশীল!

সুশীলের প্রবেশ

এসেছো? তোমায় বড় বিশ্বাস ক'রে রেখে গেলেম। সীতা রইল, আমার সব রইল—তুমি দেখো!

সুশীল। আমি আপনার বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজ করবো—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না—আমি সব ভার নিচ্ছি।

বিহারী। সীতা!

সীতা। এই যে দাদু!—

বিহারী। সবাই শোন—সীতা আমার পৌত্রবধূ—আমার সর্ব্বস্ব তার। তার ওপর আমার শ্রীধরের ভার। আমার মুখাগ্নি করবে সে।

সীতা। সকল ভার আমি নিলুম দাদু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—এখন অন্য ভাবনা ছেড়ে দিন—ভগবানের নাম করুন—

বিহারী। নারায়ণ! নারায়ণ!!

সীতা। দাদু—দাদু—

সুশীল। আর ডেকোনা সীতা—উনি এখন অনন্তের পথে যাত্রা করছেন।

সীতা। কিন্তু একটা কথা দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে দাও। আর সময় পাব না—দাদু দাদু বলে যান—আপনার নাতি যদি কখনো এসে সব ফিরে নিতে চান—আমি দিতে পারবো তো?

বিহারী। দি—য়ো—
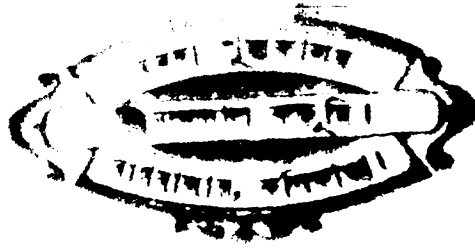
পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্যোতির ঘর

জ্যোতি, দেবযানী, ডাঃ ডাটা

দেব। শরীর অসুস্থ বলছো, অথচ চিকিৎসা করার কথা বললে চটে উঠছ কেন? ডাঃ ডাটাকে ত আমি ধরে নিয়ে এলুম।

ডাঃ। থাক না মিসেস্ মুখার্জ্জী। আমার হাতের চিকিৎসা হয় ত উনি পছন্দ করেন না।

জ্যোতি। না, ঠিক তা নয়। চিকিৎসার আমি কোন প্রয়োজন বোধ করি না। আমার মনটা ভাল নেই, আমি একটু নিরিবিলি থাকতে চাই।

দেব। নিরিবিলি থেকে থেকে যে কুনো হয়ে যাচ্ছ। পাঁচটা সোসাইটীতে মিল্‌লে মিশলে তবে তো Practice বাড়ে। দেখ দেখি ডাঃ ডাটাকে, চারদিকে কল্, ফুরসৎই নেই।

জ্যোতি। ওর মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতে চাইনে।

দেব। নষ্ট হবে কেন? উনি কি ওঁর fees পাবেন না? তোমার ভয় নেই, বাবাই সব চালাচ্ছেন, চালাবেনও?

জ্যোতি। দেবী!

দেব। Practiceএর দৌড় কি তোমার, সোসাইটীর সকলেই জানে ডাঃ ডাটাকে লুকিয়ে আর বেশী কি হবে?

ডাঃ। মিসেস মুখার্জ্জী, ব্যবসার গোড়াতেই কি সবাই সফল হয়? অনেক দিন ধৈর্য্য ধরে থাকলে, তবে success।

দেব। আপনার success গোড়া থেকেই।

ডাঃ। আমি ত তা মনে করি নাই।

দেব। আমি জানতেম। (জ্যোতি নীরবে বাহির হইয়া গেল) দেখলেন, দেখলেন ডাঃ ডাটা? এই রকম তাচ্ছিল্য আমার ওপর ওঁর হচ্ছে আজকাল।

ডাঃ। Very sorry, Mrs Mukherjee, you are not happy. আমার দ্বারা যদি কিছু উপকার—

দেব। Many thanks. কিন্তু আপনি আর কি করতে পারেন?

ডাঃ। আমি আপনার জন্যে সব করতে পারি।

দেব। আপনি অনেকের জন্যে অনেক কিছু করতে পারেন জানি। কিন্তু আমার ব্যাধি চিকিৎসার বাইরে। ও তো চিরদিনই coward আমিই ত forward হয়ে—

ডাঃ। এ ভুল করে ফেলেছেন।

দেব। ভুল?

ডাঃ। ভুল নয়?

দেব। কিসের ভুল?

ডাঃ। তাই ত, কিসের ভুল? কি বলতে যাচ্ছিলেম, আমারই ভুল হয়ে গেছে। Excuse me Mrs Mukherjee.

দেব। (টেবিল হইতে সীতার চিঠি লইয়া) মেয়েলি হাতের লেখা চিঠি—

ডাঃ। মেয়েলি হাতের? বলেন কি?

দেব। ওঃ, এর জন্যেই—

ডাঃ। এ্যাঁ! এর জন্যেই? ছি! ছি!

দেব। ছি ছি নয় ডাঃ ডাটা। আমার দাদাশ্বশুর বেহারী মুখুয্যে মারা গেছেন।

ডাঃ। সেই পাগল? The world is rid of one dangerous lunatic.

দেব। আমি অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিয়ে নিয়ে এলুম। ওঁর মনটা এজন্যই ভাল নেই—আপনি আমায় মাফ কর্বেন—Good bye.

ডাঃ ডাটা নমস্কার করিয়া নীরবে প্রস্থান করিল

দেব। সীতার হাতের লেখাটী ত বেশ!

মাধবী, সুরেশ, জ্যোতির প্রবেশ

মাধবী। তোমার কাকীমাকে একলা সেখানে পাঠিয়ে তোমার এখানে থাকা কি উচিত হয়েছে? জয়ন্তীর লক্ষ্যটি পড়ে আছে, কি করে সম্পত্তি তার মেয়ে ইভাই সব পেতে পারে। দুনিয়ার সবাই স্বার্থপর। সে হয় ত, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে বখরা করে তোমায় বঞ্চিত করবারই চেষ্টা করবে।

সুরেশ। তা হলেও কি এ অবস্থায় জ্যোতি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে পারে? একটা dignity ত আছে!

দেব। এখানে বসে বসে তোমার টাকায় বাবুগিরি করলেই কি dignity বজায় থাকবে?

সুরেশ। আমার টাকায়?

দেব। মার কাছে লুকোতে পার, আমার চোখে ধূলো দেবে তুমি বাবা!

মাধবী। এর অর্থ?

সুরেশ। অর্থ আর কি? জ্যোতিকে কিছু টাকা আমি ধার দিয়েছি।

মাধবী। ধার দিয়েছ? দাও। তোমার টাকা তুমি জলে ফেলে দিলেই বা আমার বলবার কি আছে।

সুরেশ। বাবা জ্যোতি, তুমি এসব কথায় কাণ দিওনা। আমি—আমি—

জ্যোতি। আপনি কিন্তু হবেন না, আমি কিছু মনে করিনা। ঋণ যখন আমাকে করতেই হ'ত, তখন আপনার কাছ থেকেই না হয় নিয়েছি।

মাধবী। ঋণ তোমাকে করতে হয় কেন? নিজের অগাধ সম্পত্তি তুমি যদি হেলায় ছেড়ে দাও তবে—

সুরেশ। তুমি কি জাননা, জ্যোতির দাদু উইল করে জ্যোতিকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গেছেন?

মাধবী। জানি গো জানি। তাই ত জ্যোতিকে একটু খেটে খুটে সেই উইল পণ্ড করতে হবে।

সুরেশ। তুমি কি বলছ?

মাধবী। আমি যা বলছি, ভালর জন্যই বলছি। রোজগারের অবস্থা ত এই, তাতে আর জেদ করে থাকা উচিত কি? যতদিন বুড়ো বেঁচেছিল, না হয় জেদ করেছিলে, এখন আর কার ওপর জেদ? কোথাকার কে, সীতা না—কি তার নাম—

দেব। এই দেখ তার চিঠি।

মাধবী। দেখি। নিজের হাতে না লিখলে বুঝি আর হ'ত না? তরুণী সুন্দরী, অতগুলি টাকা হাতে এসে পড়বে, বিয়ে করেনি আবার—

দেব। তুমি থাম ত মা! তোমরা যাও বাবা, উনি একটু নিরিবিলি থাকতে চেয়েছিলেন।

মাধবী। রইল চিঠিখানা। এস তুমি। এখন আর আমাদের কি?

ওরাই যা হয় বোঝা পড়া করুক। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ত হয়েই গেল। সব দিয়ে খুয়ে ফতুর হয়েই বসেছ।

সুরেশ। না, না কি যে বল? এস তুমি, আমার সব হিসেব পত্র দেখবে এস।

সুরেশ ও মাধবীর প্রস্থান

দেব। এই চিঠি কবে পেয়েছ? কালকের শিল দেখছি, আমায় ত বলনি? কাল ফিরতে অবশ্য একটু বেশী রাত হয়েছিল আমার, আজ সকালেই বা কোথায় গিয়েছিলে?

জ্যোতি। কাকীমাকে গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়েছিলুম।

দেব। তুমি গেলে না কেন?

জ্যোতি। আমায় যেতে ত লেখেনি। আর আমি গিয়ে কি করবো?

দেব। শোনা কথার ওপর আস্থা না রেখে সেখানে গিয়ে দেখবে কি অবস্থা। সেইরূপ ব্যবস্থাও করতে হবে।

জ্যোতি। কাকীমা, দাদুর নিজের মুখে সে উইলের কথা শুনে এসেছেন। দাদু তাঁর সর্ব্বস্ব সেই মেয়েটিকে লিখে দিয়ে গেছেন। আর আমার অবস্থা দেখবার প্রয়োজন? আর ব্যবস্থাই বা করবার কি আছে?

দেব। তা হ'লে সব সম্পত্তি সীতারই থাকবে?

জ্যোতি। সীতা রাখতে পারে থাকবে। আমার তাতে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।

দেব। কিছু নেই? যদি কাকীমা সম্পত্তি আদায় করতে চেষ্টা করেন?

জ্যোতি। তাঁর অন্যায় হবে, কারণ দাদুর তা ইচ্ছা ছিল না।

দেব। তোমারও বোধ হয় তা ইচ্ছা নয়!

জ্যোতি। মানে?

দেব। মানে আর কি? এই চিঠি। তুমি কি মনে কর আমি কিছু

বুঝি না। বুঝিনি? এই চিঠির অর্থ কি? এই আহ্বানটুকুর জন্যই ত বসে আছ। নইলে আমি কে? আমার কি প্রয়োজন? তোমার বিলেত যাবার একটু সুবিধে করবার জন্যেই না আমার আবশ্যক হয়েছিল?

জ্যোতি। দেবযানী!

দেব। আর কেন? আমার সর্ব্বনাশ করেছ। বুড়ো বাপ মাকেও সর্ব্বস্বান্ত করেছ। আমরা কে? আমরা ত জীর্ণ বস্ত্র, ফেলে দিয়ে গেলেই হ'ল। সীতাই সব। সে ত শুধু সমস্ত জমিদারী তোমার গ্রাস করে বসে নেই, তোমার সমস্ত হৃদয়ও গ্রাস করে বসে আছে যে!

জ্যোতি। দেবযানী! দেবযানী! সে মায়াবিনীকে আমি আজই তাড়াবার ব্যবস্থা কচ্ছি।

কাগজ টানিয়া লইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমীদার বাড়ী—অলিন্দ

জয়ন্তী ও সুশীল

জয়ন্তী। আপনি সীতার কে হন না?

সুশীল। দূরসম্পর্কের দাদা হই।

জয়ন্তী। তাই।

সুশীল। তাই কি?

জয়ন্তী। তাই এ অন্যায়টা হ'তে দিলেন, ছোট বংশের লোক সব, কখনো দু'পয়সার মুখ একসঙ্গে দেখেননি ত, সম্পত্তির লোভে ন্যায় অন্যায় বিচার-বুদ্ধির মাথা খেয়েছেন।

সুশীল। আপনি কার কথা বলছেন?

জয়ন্তী। বলছি আপনার কথা। সামনে উপস্থিত থেকে ভীমরথী বুড়োকে সুবুদ্ধি দিতে পারলেন না। আমি না হয় চক্ষুশূল, ইভা ত কোন দোষ করেনি। বুড়ো দেখাত যেন কত ভালবাসে! শেষ সময়ে ওর কথাটাও কি বুড়োর মনে হয়নি?

সুশীল। ইভার খবরের জন্যে তিনি খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন—

জয়ন্তী। খবর পেয়ে গেছেন?

সুশীল। খবর এনে দেবার সময় পাওয়া গেল না কাকীমা। তবে সীতার ওপর ভার দিয়ে গেছেন, ইভার প্রতি সুবিচার করবার জন্যে।

জয়ন্তী। সীতা, সীতা? সব ভারই সীতার ওপর।

সুশীল। উপায় নেই কাকীমা, তিনি ভার দিয়ে গেছেন—আর আমাদের আদেশ করে গেছেন সর্ব্ববিষয়ে সীতাকে সাহায্য কত্তে।

সীতার প্রবেশ

সীতা। এই যে সুশীলদা, কাকীমাও রয়েছেন? এইবার ত কাজকর্ম্ম চুকে গেল, এখন ইভাকে নিয়ে আসুন। দাদুর শেষ ইচ্ছা পূরণ করুন।

সুশীল। কাকীমার সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল।

সীতা। কাকীমাও কি সঙ্গে যাবেন? নইলে ইভাকে আপনার সঙ্গে তাঁরা পাঠাবেন কি, শুনেছি তাদের খুব বনেদি ঘর?

জয়ন্তী। ইভাকে এখানে এনে হাত কত্তে চাও বুঝি? নৈলে তার এখানে দরকার কি? স্বামীর ঘরে থেকে বুঝি বাপের সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় না?

সীতা। (অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে) সুশীলদা' আপনার উপরই ত দাদু সব ভার দিয়ে গেছেন, যা করবার আপনি করুন।

জয়ন্তী। করবার যা তা তোমরা কেউ করবে না। এ বলছে ওর ওপরে ভার, ও বলছে এর ওপরে ভার।

সীতা। আপনি কি কত্তে বলেন?

জয়ন্তী। যাদের সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দিয়ে যে চুলোয় ছিলে সে চুলোয় ফিরে যাও, আর কি বলবো?

সীতা। সুশীলদা!

চীৎকারের মত শুনাইল

প্রশান্তের প্রবেশ

প্রশান্ত। কি রে চেঁচিয়ে উঠলি কেন ?

সীতা। প্রশান্তদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি আমাকে তোমার বাড়ী নিয়ে চল, তোমার বাড়ীর দাসী হয়ে আমি পড়ে থাক্‌বো।

প্রশান্ত। দাসী কেন রে, তুই যদি যেতে চাস, তোকে আমি মাথায় করে নিয়ে যাব। কিন্তু আজই তোর যাবার কি দরকার হ'ল ? এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত তোর নামে অনেক কটু কথা আমারও কাণে আসছে বটে, তুই কি তারই ভয়ে পালাতে চাস ? তা হলে আমি তোকে নিয়ে যাব না। যখন চলে যাবি, ধূলো মুঠোর মত এই সম্পত্তি ফেলে চলে যাবি। কারোর বা কিছুর ভয়ে পালিয়ে যাবে আমার বোন, সে প্রশান্ত চাষা সইতে পারবে না।

জয়ন্তী। কি গুণ্ডারে !

প্রশান্ত। নিশ্চয় ঠাকরুণ! মোটা চালের গোগ্রাস, খাঁটি দুধ আর মাঠের খাটুনিতে পেশী কি রকম মজবুত দেখছ সুশীলদা ? তুমিও মুখ ভার করে রয়েছ যে ? দুটো মুখের কথাতেই সব কাবু ? বাক্‌যুদ্ধেই এই ? এখনোত দেওয়ানী, ফৌজদারী, লাঠালাঠি খুন জখম পড়েই রয়েছে। জমীদারী কি নতুন কচ্ছ সুশীলদা ?

সীতা। কিন্তু আমাদের দরকার কি এসবে প্রশান্তদা ?

প্রশান্ত। সে কথা বুড়ো বেঁচে থাকতে তাঁকে বলে দিলে ত চুকে যেত। বল্লেই হত এসবে আমরা নেই বাপু, তোমার জিনিষ তুমি বিলিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও যা খুসী কর আমরা কিছু কত্তে পারব না ? মরবার আগে বুড়োকে কথা দিয়ে মত্তে না মত্তেই পিছোলে কি চলে ?

সুশীল। নিশ্চয় চলে না। সীতা এসব কথায় কাণ দেবার অধিকারই আমাদের নেই, যখন কথা দিয়েছি। প্রশান্ত ঠিক বলেছে।

প্রশান্ত। কিন্তু হয়েছে কি? কাকীমা জমীদারী কত্তে চান, এই ত'? বেশ ত করুন না? সীতা আর সুশীলদা'কে কর্ম্মচারীর মত খাটান না? লেঠেলের দরকার হয় আমাকে খবর দেবেন, আমার মস্ত একটা দল আছে, ডাকলেই এসে হাজির হবে।

জয়ন্তী। ঠাট্টায় কুলোবে না। জ্যোতি আসছে, নিতাই আসছে, কত লেঠেল তোমাদের আছে তারা দেখে নেবে।

প্রস্থান

প্রশান্ত। এই নিতাইটি হ'ন কে?

সুশীল। ইভার বর!

প্রশান্ত। (বিষণ্নমুখে) ওঃ—

সুশীল। কিন্তু সীতা, ইভার সম্বন্ধে কি করা যাবে?

সীতা। কি করা যাবে আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না, একটু ভেবে আমি কয়দিন পরে বলবো।

সুশীল। তাই বলো দিদি। আমি যাই ডাকের সময় হ'ল, চিঠিপত্রগুলি দেখে আসি।

প্রস্থান

প্রশান্ত। এবার ত আমার ফিরবার সময় হল দিদি। যখন দরকার হবে তোর চাষা দাদাকে ডাকবি, জমীদারী বুদ্ধি না দিতে পারি লেঠেলি শক্তি যোগাতে পারবো।

সীতা। আশীর্ব্বাদ করুন তার যেন প্রয়োজন না হয়।

রাখালের প্রবেশ

রাখাল। ম্যানেজার বাবু আপনার চিঠি পাঠিয়ে দিলেন আজকের ডাকে এসেছে।

সীতা। (চিঠি খুলিয়া পড়িয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে) রাখালদা' তুমি গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে বল, আমি আজই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

রাখাল। সে কি দিদি? তোর দাদু—

সীতা। আগে যাও রাখালদা'।

রাখালের প্রস্থান

প্রশান্ত। কি হ'ল রে?

সীতা। কি আর হবে? আজই তুমি আমায় তোমার বাড়ী নিয়ে যাবে। তোমার ক্ষেতে সোনা ফলে তোমার বোন কি ভুটো ভাত খেতে পাবে না? জগতে সকলে তোমার বোনকে মায়াবিনী বলে ঘৃণা করবে, তুমি কি তোমার বোনকে সত্যি বলে কোলে টেনে নেবে না? (ক্রন্দন)

প্রশান্ত। সীতা! সীতা! (বুকে লইলেন)

সীতা। আমি প্রতারিকা, আমি ছলনাময়ী রাক্ষসী! আমি দাদুকে মোহজালে আচ্ছন্ন করে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নিয়েছি! যাঁর সম্পত্তি আমি যখের মত আগলে বসে আছি, যাঁর জন্য মার কাছ থেকে, দাদুর কাছ থেকে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে রেখেছি, যাঁর আসবার অপেক্ষায় এখানকার গঞ্জনা সয়েও আমি এখানে পড়ে আছি, দেখ দাদা তাঁর চিঠি!

প্রশান্ত। (পড়িয়া) এই চিঠি জ্যোতির? ওঃ! আমার এমন বোনটিকে কেউ চিনলে না রে—যে খুসি যা না তাই ব'লে গেল। কিন্তু দিদি এই চিঠির ভয়ে যে তুই পালিয়ে যাবি তা আমি হতে

দেব না। আর পাঁচজনের মত এর কথাও তোকে হেসে উড়িয়ে দিতে হবে।

সীতা। ভয়ে পালাব না দাদা। আমায় যখন কেউ বুঝ্‌লে না, আমার এ বোঝা বয়ে দরকার কি? আমি ত দাদুর মৃত্যুশয্যায় দাদুর অনুমতি নিয়ে রেখেছি। এ পত্র যদি নাও আসত, আমি তাঁকে আসতে পত্র দিতুম। আমার ত কিছুই দরকার নেই দাদা, আমি আজই তাঁকে লিখে দেবো শীঘ্র যেন তিনি চলে আসেন—এসে তাঁর সব বুঝে নেন।

প্রশান্ত। তাই কর বোন! চিরমুক্তা তুই। বন্ধনে জড়াবার জন্য তুই সৃষ্ট হোসনি। তোর দাদার ঘরে যথেষ্ট যায়গা আছে বোন, ধান চালেরও অভাব নেই। গরীব ছেলে মেয়ে আমরা—খেটে নিজেদের জীবিকার্জ্জন করব। পরের দেওয়া ধনে ধনী হতে চাইনে।

রাখাল ও সুশীলের প্রবেশ

সুশীল। এ কি শুনতে পাচ্ছি সীতা, তুমি নাকি সব ছেড়ে দিয়ে আজই চলে যাচ্ছ? এ কুমতি তোমার কেন হ'ল?

প্রশান্ত। জ্যোতি ওকে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে যেতে লিখেছে, ও তাকে লিখে দিচ্ছে এসে সব নিতে।

প্রস্থান

সুশীল। যাকে তোমার দাদু অযোগ্য বলে ত্যাগ করে গেছেন, তুমি আবার তাকেই সব দিয়ে যাচ্ছো সীতা?

সীতা। আমার দাদু, না সুশীলদা, তাঁরই দাদু। আপনি ত জানেন, তিনি শেষ সময়ে তাঁকে ক্ষমা করে গেছেন। আমি তাঁর জিনিষ তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

রাখাল। দিদিমণি, শ্রীধরের ভার যে, তোমার—

সীতা। যুগ যুগ ধরে আমি ভার নিইনি ত তবু শ্রীধরের সেবার ত্রুটী হয়নি।

রাখার। কর্ত্তাবাবু আমায় সত্যি হনুমানের পরমায়ু দিয়ে রেখে গেলে।

সীতা। দুঃখ করোনা রাখালদা তোমার নূতন মনিব যিনি আসছেন তিনি ত আর তোমার কাছে নূতন নন, তোমার যে দাদাবাবু।

তৃতীয় দৃশ্য

রামনগর—বাহিরের ঘর

জ্যোতির্ম্ময় ও সুশীল

জ্যোতি। এ সব কি কাণ্ড সুশীলবাবু? আমার receptionএর জন্য এত বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি আপনার।

সুশীল। সীতার আদেশ মত এই সব হয়েছে জ্যোতিবাবু। আপনি আসছেন জেনে, সে যা আদেশ করেছে সেইমত কাজ হয়েছে।

জ্যোতি। আমার থাকবার স্থান করেছেন কোথায়?

সুশীল। সে কি কথা? আপনি যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন সেইখানে থাকবেন।

জ্যোতি। না দাদুর শ্রীধরের পুরী—এখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই। আমি এখান থেকে, দাদুর ঘর আর মায়ের ঘর উদ্দেশে প্রণাম কচ্ছি। আপনি আমার বাইরে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন। এ ঘরটাই বা মন্দ কি? এটাই থাকুক না আমার।

সুশীল। আপনার যেমন ইচ্ছা—

জ্যোতি। সুশীল বাবু—

সুশীল। আজ্ঞে।

জ্যোতি। সীতাকে একবার ডাকুন ত।

সুশীল। সীতা? সে ত চ'লে গেছে—

জ্যোতি। চ'লে গেছে?

সুশীল। সীতা কাল সকালে এ বাড়ী থেকে চ'লে গেছে।

জ্যোতি। তবে যে বল্লেন আমার অভ্যর্থনার যোগাড় সীতা করেছে ?

সুশীল। সে কথা মিথ্যে নয়। আপনি আসবেন জেনে সীতা আমায় অভ্যর্থনার আয়োজন করতে বলেছে, সেই কথামত কাজ করেছি। তার দাদা প্রশান্তর সঙ্গে সে কাল সকালে চলে গেছে। আপনার চিঠি যে দিন পায়, সেদিনই চলে যেতে চাইছিল তবে আপনার সমস্ত বিষয় বুঝে নিতে যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য সব পরিষ্কার করে এ কয়দিন বসে সে লিখে রেখে গেছে।

জ্যোতি। তবু নিজে থেকে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। তার হাতে যখন সব ছিল তখন—

সুশীল। সবই সে লিখে রেখে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। আমিই আপনাকে—

জ্যোতি। যাবার বেলায় সে কিছু নিয়ে গেল কি না তা দেখা ত আমার দরকার।

সুশীল। আপনি কি বলছেন ? আপনার কোন জিনিষ নেওয়া তার যদি ইচ্ছে হ'তো, আপনাকে ডেকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার কি দরকার ছিল ? কর্ত্তাবাবুর উইল যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকতো ততক্ষণ আপনার একটা কথা বলবার অধিকার থাকত না জ্যোতিবাবু। একথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। সীতা সে উইল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। সে যেমন রিক্তহস্তে এসেছিল তেমনি রিক্তহস্তে চলে গেছে। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি কাগজপত্র সব ক্রমে ক্রমে বুঝিয়ে দেব।

রাখাল ও জয়ন্তীর প্রবেশ

রাখাল। এসেছো দাদাবাবু, বুড়োর প্রাণটা থাকতে যদি আসতে !

জ্যোতি। রাখালদা' !

রাখাল। সব খুইয়ে আমি বেঁচে আছি দাদাবাবু। বেঁচে রয়েছি বলেই ত দেখলুম তুমি ফিরে এসেছো।

জয়ন্তী। তা জ্যোতি বাইরে বসে কেন? ভেতরে চল।

জ্যোতি। ভেতরে যাবনা কাকীমা।

জয়ন্তী। সে কি জ্যোতি?

জ্যোতি। হ্যাঁ, কাকীমা।

সুশীল। আমি তবে আসি বাবু।

জ্যোতি। আসুন দাদা।

সুশীলের প্রস্থান

জয়ন্তী। এই লোকটাকে দাদা টাদা বলে গোড়াতেই মাথায় তুল না। এটি একটি সীতার গুপ্তচর। সীতা গেছে এইটিকে রেখে গেছে।

রাখাল। কেন ছোট-মা ওঁর নামে লাগাচ্ছ? উনি ত বেশ ভাল মানুষের ছেলে।

জয়ন্তী। তুমি বুড়ো মানুষ এর কি বোঝ? চুপ করে থাক। আমি আগে এসেছি ব'লে একটি খড় এবাড়ী থেকে সরাতে পারেনি। নইলে শ্রাদ্ধের হুলুস্থুলের মধ্যে জমীদারীটাই চালান করে দিতে পারত। ঘুঁটে কুড়ুনীর কর্ম্ম জমীদারী করা? একদিন হুম্‌কি দিয়েছিলেম তুমি আসছ নিতাই আসছে, সেইদিন থেকে কাবু। তারপর তোমার চিঠি পেয়ে, ভয়ে ত পালিয়েই গেল। মাথা নাড়ছ কেন রাখাল?

রাখাল। দাদাবাবু আসতেই এসব চুক্‌লি নাই কত্তে ছোট-মা।

জয়ন্তী। তুমি যাও ত এখান থেকে রাখাল, তামাক খাওগে।

রাখাল। তামাক আর খাই কই মা? কত্তা বলে গিয়েছিলেন শ্রীধরকে তামাক সেজে দিতে, দুবেলা তাই শুধু সেজে দি। নিজে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

প্রস্থান

জয়ন্তী। ইভার খবর রাখ জ্যোতি? নিতাইএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

জ্যোতি। নিতাইএর সঙ্গে দেখা কত্তে পারিনি। রজনী আমাকে ইভার খবর দিয়ে গেছে।

জয়ন্তী। বুড়ো নাকি শেষ সময়ে ইভার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। এঁরাও খুব ইভাকে এনে হাত করার চেষ্টা করেছিলেন, আমি আনতে দিইনি। তুমি যদি নিয়ে আসতে বাবা? আসবার সময়ে দেখা করে আসতে পারিনি। মেয়েটার জন্য মনটা কেমন কচ্ছে!

জ্যোতি। হুঁ।

জয়ন্তী। সবই শেষে হ'ল, মাঝখান থেকে মেয়েটার বিয়েটা কষ্টের হয়ে রইল। রজনী কি বল্লে, নিতাই কি ওকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে?

জ্যোতি। সব যন্ত্রণার পারে এখন ইভা।

জয়ন্তী। সে কি বাবা?

জ্যোতি। ইভা আত্মহত্যা করেছে!

জয়ন্তী। এ্যাঁ! না বাবা, রজনীর মিথ্যা কথা!

জ্যোতি। আমিও তাই ভেবেছিলুম, তারপর খবর নিয়ে জেনেছি সত্যি। রজনী সেখানে ছিল, রাগে সে নিতাইকে খুন কত্তে গিয়েছিল। কিন্তু নিতাইএর লোকজন রজনীকে আধমরা করে বাগান-বাড়ী থেকে বের করে দেয়। খবরের কাগজে কিসব উঠেছিল। পাড়াগাঁয়ে দেখতে পাওনি। কারো কিছু সাজা হবে না। লিখে গেছে "স্বেচ্ছায় মরেছি।"

জয়ন্তী। স্বেচ্ছায় মরেনি বাবা, মেয়েটাকে আমিই মেরে ফেলেছি। ইভা এঁ্যা, ইভা আমার—উঃ আমি কি কল্লুম! আমি কি কল্লুম! চেঁচিয়ে কাঁদবারও মুখ নেই আমার! ওরে আমার ইভা, সোনার প্রতিমা ইভা!

জ্যোতি। আপনি কাঁদুন কাকীমা যত পারেন। এ শোকের সান্ত্বনা নেই।

জয়ন্তী। আমি কাঁদবো না বাবা। যে পথে আমার ইভা গেছে আমায় সেই পথে পাঠিয়ে দাও।

প্রস্থান

খাতা-পত্র লইয়া সুশীলের প্রবেশ

সুশীল। কি ব্যাপার জ্যোতিবাবু?

জ্যোতি। ইভা suicide করেছে।

সুশীল। আহা হা! বুড়ো দাদুর মনে সেই জন্য অত আশঙ্কা হয়েছিল! শেষ সময়ে ইভার জন্য কি ব্যাকুলই হয়েছিলেন!

জ্যোতি। আপনি ও-সব খাতা-পত্র এনেছেন আমাকে দেখাবার জন্য?

সুশীল। না, থাক্ এখন।

জ্যোতি। ইভার শোক আমার কাছে নতুন নয়, সে জন্য ইতস্তত করবার কারণ নেই।

সুশীল। তবে যত সত্বর সব বুঝে আমাকে ছুটি দিতে পারেন, ততই আমার পক্ষে সুবিধে হয়।

জ্যোতি। আপনার পক্ষে কি সুবিধে?

সুশীল। আমায় আবার কাজ-কর্ম্ম দেখে নিতে হবে তো?

জ্যোতি। আপনি কি এ ষ্টেটের কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?

সুশীল। আমি সীতার দাদা। আপনি যখন সীতাকে বিশ্বাস কত্তে পারেন না, তখন আমাকে কি বিশ্বাস করে রাখতে পারবেন?

জ্যোতি। (খাতা-পত্র নাড়িয়া) আমি এসব ব্যাপারের কি বুঝি কি জানি যে আমি আজই খাতা দেখতে যাব? আমাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে তবে এ-সব খাতা আমাকে বোঝাতে নিয়ে আস্‌বেন সুশীলদা'।

সুশীল। আপনি কি ততদিন কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারবেন?

জ্যোতি। পারবো না ত'।

সুশীল। তবে?

জ্যোতি। তবে আর কি? যে থাকতে পারবে খাতা-পত্র তাকেই সব দেখাবেন।

সুশীল। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

জ্যোতি। পারবেন কি করে? আমার চিঠিখানার, লেখা অক্ষরগুলি শুধু আপনারা পড়েছিলেন, তার অলিখিত কথাগুলি বুঝতে পারেন নি। আমি সীতাকে সব বুঝিয়ে বলব বলে এখানে এসেছিলুম সুশীলবাবু, সম্পত্তি অধিকার কত্তে আসি নি। কতবড় কষ্ট পেয়ে আমি সে পত্রখানা হঠাৎ লিখে ফেলেছিলুম, তাই বোঝতে আমার এখানে আসা। এসে দেখি সে চলে গেছে! আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এতটুকু অপেক্ষা করলে না। আজ যদি আমার মা থাকতেন সুশীলদা, তিনি আমার ব্যথা বুঝতেন, আমায় ক্ষমা কত্তেন। যাক্‌গে আমার চিঠিখানার পেছনে যে ব্যথার ইতিহাস আছে তার জন্য সীতার সহানুভূতি চাওয়া আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন,

এর জন্য ক্ষমাও আমি চাই না। কারণ তার প্রতি আমার সমস্ত অপরাধের তুলনায় এ অপরাধ সামান্য। আপনি যেমন করে পারেন সীতাকে ফিরিয়ে এনে তার ভার তার হাতে দেবেন—আমার যতখানি তফাতে থাকবার কথা, ততখানি তফাতে আমি থাক্‌বো। আমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছি, দেবসেবার অধিকার ত আমার নেই দাদা!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রশান্তদের কুটীর-প্রাঙ্গণ

প্রশান্ত, সুশীল ও সীতা

প্রশান্ত। না, সীতাকে আর সেখানে যেতে দেব না। আপনি ভুলতে পারেন কিন্তু আমি ভুলিনি, জ্যোতি কি রকম করে সীতাকে অপমান করেছে। সীতার কেউ নেই, তাকে অপমান করলেও সে নীরবে সয়ে যাবে, তাই সেই চিঠিখানা দেওয়ার মত সাহস তার হয়েছিল। আপনি তাকে জানিয়ে দেবেন সুশীলবাবু; সীতা এমন হীনবংশে জন্মগ্রহণ করেনি, এমন নীচ প্রবৃত্তি তার নয় যে তাড়িয়ে দিয়ে ডাকলে আবার সে ছুটে যাবে।

সীতা। হ্যাঁ, আপনি তাই বলবেন দাদা। দাদুর কথা মত আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করে এসেছি। তিনি এসেছেন তাঁর সম্পত্তি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। আর ত সেখানে যাবার আমার দরকার নেই। আর এখানেই আমি খুব শান্তিতে আছি। দিনরাত বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে থাক্‌তে হয় না।

সুশীল। এখানে শান্তিতে থাক্‌তে পার কিন্তু সেখানে তোমার দরকার নেই এ কথা বল'না সীতা। তুমি না গেলে সেখানে সব নষ্ট হয়ে যাবে দিদি।

সীতা। আমায় মাপ করবেন, আমি আর ও-সংসারের দেনা-পাওনার মধ্যে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা করিনে। নিত্য নানা ফ্যাসাদ, নিত্য নানা উপদ্রব। অত সহ্য করবার শক্তি আর আমার নেই।

সুশীল। তোমার অভিমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে সীতা আমি জানি। কিন্তু আমি তোকে বল্‌ছি দিদি, যে তোমার অপমান করেছে তোমার মহত্ত্বের কাছে সেও মাথা নত করেছে। সে যথার্থই অভাগা দিদি, ওদিকের জীবনও তার ব্যর্থ। সেখানে যারা তার আপনার লোক ; তারা নিজেদের স্বার্থের দিক্‌টাই দেখছে। তার দিকে কেউ দেখছে না।

প্রশান্ত। হতভাগ্য ভুকুলহারা তা আমি তার সঙ্গে দেখা করেই বুঝেছিলেম। তা হ'লে তুই সেখানেই যা সীতা ; সেখানে তোকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। একটা সাম্রাজ্য চালাবার শক্তি আছে তোতে, রাজরাণী এই গরীবের কুটীরে পড়ে থেকে তা ব্যর্থ করবি কেন ?

সীতা। আমায় তুমি তাড়িয়ে দিতে চাও দাদা ?

প্রশান্ত। তাড়িয়ে দেব, তোকে ? ওরে, তুই যে আমার বোন্ এ কথা ভাবতে কতখানি গর্ব্বে আমার বুকটা ভ'রে ওঠে তা যদি তুই জান্‌তিস্ বোন্—

সীতার হাত ধরিল

সীতা। তবে আপনি ফিরে যান দাদা, তাঁকে গিয়ে জানাবেন, যে বোঝা একবার ঘাড় থেকে নামিয়েছি তা আর ঘাড়ে নিতে যাব না। আমার জীবনের সব আশা মিটে গেছে, সব সাধ শেষ হয়েছে। আমার সন্ন্যাসী দাদা—আমি তার সন্ন্যাসিনী বোন। ভাই বোনে এমনি করে জীবন কাটিয়ে দেব।

সুশীল। সব দায় শেষে আমার ঘাড়েই ফেলে দিলে দিদি। তাকে গিয়ে আমি কি বলবো। আর এ কথা শুনে সে যে কি করবে, আমি

ভাবতেও পারি না। তুই ত মুক্ত হয়ে এসেছিস আমি কি করে মুক্তি পাব—আমি কি করে মুক্তি পাব ?

প্রস্থান

প্রশান্ত। গেলেই বোধ হয় ভাল হ'ত সীতা।

সীতা। না দাদা ভাল হত না। আমার ভাল লাগত না। সকলের ওপরে সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকার—রিক্ততা আমাকে পীড়া দিত। এখানে সবার সঙ্গে সমান হ'য়ে মিশে থাকবার সাধনায়ই আমি শান্তি পাচ্ছি দাদা।

প্রশান্ত। আশীর্ব্বাদ করি, তোর সাধনার ফল যেন তুই পাস্ তোর' ব্রত যেন সার্থকতা লাভ করে। সুশীলদাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। বেচারা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে গেল।

প্রস্থান

সীতা আপন মনে বসিয়া গাইতে লাগিল

গীত

পূজার থালায় আছে আমার
ব্যথার শতদল,
হে দেবতা রাখ সেথা
তোমার পদতল ॥
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ হে নাথ আমায় লহ
তুমি, যে আগুনে আমায় দহ
সে আগুনে আরতি দীপ
জ্বেলেছি উজ্জ্বল ॥

ধীরে ধীরে জ্যোতির প্রবেশ

জ্যোতি। সীতা! সীতা!

সীতা নীরব

তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে তাই আমি এখানে এসেছি—

সীতা। দাদা বাড়ী নেই।

জ্যোতি। তাঁর কাছে আমার দরকার নয় সীতা, দরকার তোমার কাছে! সুশীলবাবুকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি: তাই আমি নিজে এসেছি।

সীতার আসন প্রদান

আসনের দরকার নেই, আমি বেশ আছি। তোমরা আমাকে অনেকখানি দূরে রেখে চলতে চাও, আমিও তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতেই ভালবাসি। এখন যে জন্যে এসেছি শোন। একটা প্রশ্নের উত্তর আমি তোমার কাছে পেতে চাই।

সীতা। কি বলুন।

জ্যোতি। তুমি কার ওপরে সব ভার ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ? তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি সীতা, দাদুর যে আদেশ পালন করবে বলে তুমি তাঁকে কথা দিয়েছিলে সে আদেশ তুমি পালন করেছ কি না?

সীতা। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন তাঁর মৃত্যুর সময় আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে রেখেছি যে আপনি ফিরে এলে আপনার সম্পত্তি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো। যতদিন আপনি আসেন নি, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে দাদুর আদেশ প্রতিপালন করেছি। আপনি ফিরে এসেছেন জেনে, আমি সুশীলবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে

চ'লে এসেছি। আমার কর্ত্তব্য আমি যথাযথ পালন করেছি। সে বিশ্বাস আমি করি।

জ্যোতি। কিন্তু আমি বল্‌ছি তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কত্তে পারনি সীতা।

সীতা। আপনি কিসে আমার ত্রুটি দেখতে পেলেন ?

জ্যোতি। আমি ফিরেছি কৈ সীতা ? স্বধর্ম্মত্যাগী আমি ; শ্রীধরের সেবার অধিকার যখন আমার নেই, শ্রীধরের সম্পত্তিতেও আমার তখন অধিকার নেই।

সীতা। কিন্তু আপনি—

জ্যোতি। আমায় বলতে দাও সীতা। আমার অনেক কথা, তোমাকে কি করে বোঝাব ভেবে পাইনে। আমার ব্যবহারটা বড় এলোমেলো মনে হচ্ছে, না সীতা ? তার কারণ, জীবনের যাত্রার সুরুতে যে নোঙর তুলেছি তা আর ফেলবার ঠাঁই কোথাও পেলুম না। যে দিগ্‌ভ্রম গোড়ায় হয়েছিল তাতো আর শোধরানো গেল না সীতা। সে কথা যাক—আমি মোট তোমায় এই কথা বল্‌তে এসেছি—তোমায় রামনগরে যেতেই হবে। তুমি না গেলে চল্‌বে না—একবার ভেবেছিলেম এ সব যখন তোমার বোঝা বলে মনে হচ্ছে তখন তোমার ঘাড়ে আর তা চাপাবো না—যদি ইভাকে পেতাম ? কিন্তু ইভা আজ কোথায় ?

সীতা। কোথায় ইভা !

জ্যোতি। ইভা নেই।

সীতা। ইভা নেই ? দেখা না ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম তাকে ! ইভা নেই !

জ্যোতি। না নেই, সে আত্মহত্যা করেছে।

সীতা। আত্মহত্যা করেছে ?

জ্যোতি। আমি জানি তুমি তাকে বড় ভালবাসতে। বড় জ্বালা পেয়েছিল সে, জুড়িয়েছে। সব জ্বালার তার শান্তি হয়েছে। যাক্ ! এখন তোমার কথা, ছুদিনের মধ্যে তোমাকে রামনগরে যেতে হবে, যদি না থাকতে চাও সেখানে, তোমার সম্পত্তি তুমি যা খুসী ব্যবস্থা করবে। তোমার সম্পত্তি তুমি ইচ্ছে করলে বিলিয়ে দিতে পার, আমার তাতে কথা বলবার অধিকার নেই।

সীতা। আমি—

জ্যোতি। না, আমি তোমার কোন কথা শুনব না সীতা। মনে কর দাছুর আদেশ। যদি তাও না মানতে চাও, তবে মনে কর আমি তোমায় আদেশ দিচ্ছি।

সীতা। আপনি—আপনি আদেশ দিচ্ছেন ?

জ্যোতি। হ্যাঁ, আমি—আমি আদেশ দিচ্ছি সীতা। তুমি জানো, ধর্ম্মতঃ দাছু তোমায় আমাকে সমর্পণ করেছিলেন। লৌকিক না হ'লেও' মেনে নিয়েছ তুমি আমার স্ত্রী। কোন দিন না মানলেও আজ আমি স্বামিত্বের অধিকারেই বল্‌ছি (সীতার হাত ছ'খানি টানিয়া) তোমাকে আমার আদেশ পালন কত্তেই হবে তুমি আমার স্ত্রী, তুমি আমার স্ত্রী !

সীতা। (পদতলে লুটাইয়া) আমি যাব—আমি যাব সেখানে !

যবনিকা